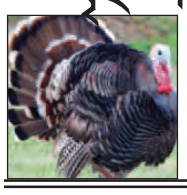
আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

থ্যাংকস গিভিং ডে বৃহস্পতিবার



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আগামী ২৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার থ্যাংকস গিভিং ডে। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় (বাকি অংশ ১৫ পাতায়)

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ০৯ || সোমবার || অগ্রাহন ৮ || ১৪২৭ || রবিউল হসানি ৭ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 09 || November 23 || 2020 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

আমাদের হেনস্থা করা হচ্ছে: ইভাঙ্কা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কর চুরি মামলায় হেনস্থা করার অভিযোগ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কন্যা (বাকি অংশ ১৮পাতায়)

ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে করোনা টিকা দেয়া শুরু



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ডিসেম্বরের ১১ তারিখ থেকে আমেরিকানদের করোনা টিকা দেয়া হতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের করোনা টিকা কর্মসূচির প্রধান। রোববার সরকারের করোনা টিকা প্রকল্পের প্রধান মনসেফ স্লাউই এ তথ্য জানিয়েছেন। করোনার প্রকোপ বৃদ্ধির পরেই এই মন্তব্য এসেছে। সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে, অনুমোদন পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে টিকাদান কেন্দ্রগুলোতে (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

কেবিনেটে ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে রাখতে চান বাইডেন!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দুই ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে নিজেদের কেবিনেটে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাতে চাইছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

ট্রাম্পের আশায় গুড়েবালি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ভোটে সুস্পষ্টভাবে পরাজিত হওয়ার পরও ক্ষমতায় থাকতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শেষ নীলনকশাও কার্যত ভণ্ডুল হয়ে গেছে। শুক্রবার এক দিনে দুই রাজ্য থেকে চূড়ান্ত আঘাত এসেছে ট্রাম্পের ওপর। এদিন জর্জিয়ায় জো বাইডেনের জয়ের সার্টিফিকেট দিয়েছেন নির্বাচনী কর্মকর্তারা। ট্রাম্পের শেষ ট্রাম্পকার্ড মিশিগানের কর্মকর্তারাও বলেছেন, বাইডেনের জয়ের সার্টিফিকেট না দেওয়ার পক্ষে কোনো প্রমাণাদি তাদের কাছে নেই। ট্রাম্প এখানকার রিপাবলিকান প্রশাসনকে ব্যবহার করে বাইডেনের জয় ঝুলিয়ে রাখার নিষ্ফল চেষ্টা করেছিলেন। এদিকে পেনসিলভানিয়া রাজ্যে ভোট গণনা স্থগিত রাখার পক্ষে আদালতে ট্রাম্পের আইনজীবী কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। সব মিলে রাজ্য আইনসভার মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

করোনায় যুক্তরাষ্ট্রে মৃতের সংখ্যা আড়াই লাখ ছাড়াল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসের ভয়াবহতা নতুন মাইলফলক ছুঁয়েছে। বুধবারে দেশটিতে মৃত্যুর সংখ্যা আড়াই লাখ ছাড়িয়েছে। মহামারী সংক্রমণ (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)



কত সম্পদের মালিক বাইডেন?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হারিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন জো বাইডেন। অভিনন্দনের বার্তা আসছে চারদিক থেকে। সেই সঙ্গে তার সম্পর্কে আগ্রহও বাড়ছে বিশ্বের মানুষের। আগ্রহ তৈরি হয়েছে তার ব্যক্তিগত সম্পদ নিয়েও। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বাইডেনের (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

ওবামার লেখা বইয়ের বিশ্বরেকর্ড



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : হোয়াইটে হাউসে থাকার সময়ের স্মৃতি নিয়ে বইট লিখেছেন সাবেক ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। নাম দিয়েছেন 'আ প্রমিজড ল্যান্ড'। (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

আমি অসহায় এবং বিব্রত



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ভাগ্যক্রমে তখনো আমি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসে চাকরি করি। তারা আমাকে সেখানে দাপ্তরিক কাজে অব্যাহতভাবে রাখতে চায়। আমাকে ফেব্রুয়ারিতে নতুন করে পরীক্ষা দেয়ার জন্য পড়াশোনার সুযোগ করে দেয়। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ কিন্তু বাসা থেকে গিয়ে অফিস করা আমার জন্য ছিল খুবই (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

প্রতি ডোজ করোনা টিকার দাম কত?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ক্রয়াদেশের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে সরকারের কাছে প্রতি ডোজ করোনা টিকার দাম ২৫ থেকে ৩৭ ডলার করে রাখবে যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ কোম্পানি মডার্না। মডার্নার প্রধান নির্বাহী (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

বিশ্বে করোনা আক্রান্ত ৫ কোটি ৮০ লাখ ছাড়াল



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : করোনাভাইরাসের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শুরু হয়েছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। করোনা শনাক্তের পাশাপাশি সমানতালে বেড়ে চলেছে মৃত্যু। জন হপকিন্স (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

এবার গুজরাতের মাওলানাকে বিয়ে করলেন সানা খান



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ধর্মের টানে গত অক্টোবরে বিনোদন দুনিয়া ছাড়ার কথা ঘোষণা করছিলেন বলিউডি অভিনেত্রী তথা সাবেক্তবিগ বস্ত্র প্রতিযোগী সানা খান। এবার গুজরাতের মাওলানা

www.banglapatrikausa.com

APOLLO BROKERAGE INC
TLC INSURANCE
ব্ল্যাক কার সার্ভিস, গ্রীন ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কার, বাড়ি ও বিজিনেস অতি বিশ্বস্ততার সাথে ও সহজ কিস্তিতে ইন্স্যুরেন্স করা হয়।
মানি ট্রান্সফার ওয়েস্টার্ন ইউইনিয়ন
ডিডিসি মানি অর্ডার নোটারী পাবলিক
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com
Shamsher Ali
President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments Tax Liens
Charge Offs Garnishment
Inquiries Collections
Call us: 646-775-7008
Mohammed A Kashem
Credit Consultant
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লারনার পারমিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
6 WEEKS DOS
5 WEEKS CLASS
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279
(মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা ড্রাইভিং শিখানোর ব্যবস্থা আছে)

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
IATA
All Air Tickets Visa Services
SAUDIA EMIRATES ETIHAD KUWAIT QATAR
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা IATA সদস্যপদের
আমরা ARC সদস্যপদের
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
আমেরিকার যে কোন ট্রেট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের চাইতে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
সুপার সেল $685+
QATAR AA
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY”

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday //November 23 // 2020

ভাসানীকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্মরণ চাই



মন্তব্য প্রতিবেদন: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, কে তিনি, কি তাঁর পরিচয়? কেন তিনি মজলুম জননেতা, আফো-এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার নির্বাচিত-নিপিড়ীত জনমানুষের নেতা? বাংলাদেশের মুকুটহীন সম্রাট? স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা? কেন তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক পিতা? কেন তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের নেতা? দেশের প্রায় ১৮ কোটি মানুষের কাছে কি এসব প্রশ্নের উত্তর আছে? উত্তর ইয়েস, কিন্তু প্রশ্ন ১৮ কোটি মানুষের সবাই কি এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানেন, মওলানা-কে জেনে-জানেন? বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজ ৪৯ বছর। আগামী বছর(বাকি অংশ ৯ পাতায়)

জ্যাকসন হাইটসে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের অফিস উদ্বোধন









নিউইয়র্ক (ইউএনএ): অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জ্যাকসন হাইটসে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হলো প্রবাসের বিশিষ্ট বাংলাদেশী ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ-এর নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার ইনক এর নতুন অফিস। এ উপলক্ষ্যে গত ১৭ নভেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে যৌথভাবে ফিতা কেটে অফিসটির উদ্বোধন করেন নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু এবং ষ্টেট অ্যাসেম্বীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রীন। এসময় আগামী নির্বাচনে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থী এরিক এডমস সহ প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও সিও শাহ নেওয়াজ, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক সিটিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণ কেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসের ৭১-১৬ এবং ৭১-২৪ ৩৫ এভিনিউ ঠিকানায় গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার ইনক'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শাহ নেওয়াজ বলেন, কমিউনিটির মানুষদের পাশাপাশি অন্যান্য কমিউনিটির মানুষদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা দেয়ার জন্যই প্রতিষ্ঠানটি চালু করেছেন। এর সার্বিক সফলতার জন্য তিনি সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি জানান, তার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করা যাবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ শাহ নেওয়াজকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এবং তার নতুন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করেন।



নিউইয়র্ক স্টেট আ. লীগের কোষাধ্যক্ষ এম এইচ মতিনের মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া-মাহফিল

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ এম এইচ মতিনের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে গত ১৭ নভেম্বর মঙ্গলবার জুম কনফারেন্সের মাধ্যয়ে দোয়া-মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান মিয়া। অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর মরহুম এম এইচ মতিন এবং চলতি বছর করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিহত সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি কামাল আহমেদ, সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেনের সহধর্মিণীসহ মৃত্যুবরণকারী অন্যান্যদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা মরহুম এম এইচ মতিনের বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, সততা ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, গত বছরের ১২ নভেম্বর নিউইয়র্কে মাউন্ট সাইনাই হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এম এইচ মতিন। সভায় নেতৃবৃন্দ নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আগামী ১৬ ডিসেম্বর 'বিজয় দিবস' পালন নিয়েও বিস্তারিত আলাপ করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমেদ ভুঁইয়া পলাশ, সাংগঠনিক সম্পাদক যথাক্রমে ফিরোজ আহমদ ও নুরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ইসমাইল হোসেন স্বপ্ন, প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে মনিরদের সংখ্যা কম নয়!

স্বর্ণ চোরাচালান দেশের অর্থনীতিতে সরাসরি ফেলছে নেতিবাচক প্রভাব। একে ঘিরে গড়ে উঠছে একশ্রেণির অপরাধী, যা আইনশৃঙ্খলার প্রতি হুমকিস্বরূপ। বিপুল পরিমাণ অবৈধ স্বর্ণ আসছে আকাশপথে। দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে প্রায় প্রতিদিনই এসব স্বর্ণ ঢুকছে। মাঝেমধ্যে ছোট চালান ধরা পড়লেও বড় চালানগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে নিরাপদেই। রাজধানীতে গাড়িতে কিংবা বাড়িতে তল্লাশি করেও পাওয়া যাচ্ছে স্বর্ণের বার। সর্বশেষ গত শনিবার রাজধানীর মেরুল বাড্ডার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গোল্ডেন মনির নামে এক মাফিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। তার বাড়ি থেকে বিদেশি অস্ত্রসহ অবৈধ ৬০০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার (আট কেজি), ১০টি দেশের মুদ্রা, নগদ ১ কোটি ৯ লাখ টাকা, ৫টি বিলাসবহুল গাড়ি ও মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়। নব্বইয়ের দশকের দোকান কর্মচারী থেকে স্বর্ণ চোরাকারবারি ও ভূমিদস্যু হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন মনির। তার সম্পদের পরিমাণ ১ হাজার ৫০ কোটি টাকার বেশি। মনিরদের নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। নিশ্চয় কারো প্রশ্রয়ে তারা বেড়ে উঠেছে। জানা গেছে, কাপড়ের দোকানের বিক্রয়কর্মী থেকে স্বর্ণ চোরাকারবারি ও ভূমিদস্যু হয়ে ওঠে গোল্ডেন মনির গাউছিয়া মার্কেটের একটি কাপড়ের দোকানের সেলসম্যান হিসেবে কাজ করত। এরপর মৌচাকের একটি ক্রোকারিজ দোকান দেন তিনি। সে সময় লাগেজ চোরাচালানি চক্রের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এরপর জড়িয়ে পড়েন লাগেজ ব্যবসায়। দেশের বড় চোরাচালানি চক্রের তালিকায়ও তার নাম আসে। শুধু স্বর্ণ চোরাচালানই নয়, ভূমিদস্যুর মাধ্যমে সে অসংখ্য প্লটেরও মালিক হয়েছেন। এমন মনিরের সংখ্যা দেশে কম নয়। মনিররা একদিনে তৈরি হয়নি। বিমানবন্দরের অসাধু কর্মকর্তাদের সহযোগিতা এবং রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় মনিরের একটি শক্তিশালী দুষ্ট বলয় তৈরি হয়েছে। প্রায় গণমাধ্যমের খবরে দেখা যায়, স্বর্ণ চোরাচালানের শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দর। সিট, টয়লেট, লাগেজ এমনকি যাত্রীর জুতার সুকতলায়ও মিলছে স্বর্ণের বার। চালান ধরা পড়ছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই, আবুধাবি, শারজাহ, মাস্কাটের ওমান, সৌদি আরবের জেদ্দা, কাতার থেকে আসছে স্বর্ণের চোরাচালান।

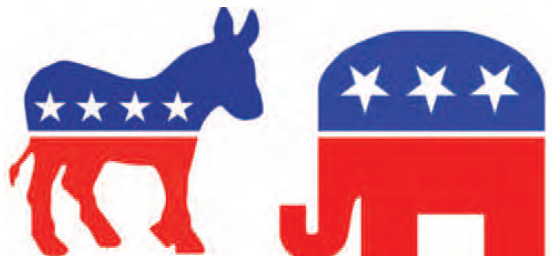
ঘটনা পরিক্রমায় দেখা যায়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ চোরাচালান জব্দের সংখ্যা বেড়েছে। একটা হিসাবে পাওয়া গেছে, যে পরিমাণ স্বর্ণ চোরাইপথে ঢুকছে দেশে, আবার সেগুলো পাচারও হচ্ছে। বৈধপথে আমদানি কিংবা রপ্তানি হলে সরকারের রাজস্ব খাত আরো মজবুত হতো। দেশে অস্ত্র, মাদক, স্বর্ণ ও বিস্ফোরক চোরাচালানের বহু সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে, যাদের আন্তর্জাতিক চোরাচালান চক্রের সঙ্গে রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এখনই যদি এদের নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে দ্রুত এই অপরাধ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে পড়বে। চোরাচালান প্রতিরোধ আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। সংশোধিত আইন অনুযায়ী চোরাচালানের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারের পর জামিন দেয়া হবে না। সংশোধিত আইনটি এখনো জারি হয়নি। প্রচলিত আইনের ফাঁকফোকরে গ্রেপ্তার হওয়ার পরও চোরাকারবারিরা ছাড় পেয়ে যাচ্ছে। তাই আইনটি দ্রুত কার্যকর করা দরকার।

ক্ষমতা হস্তান্তর জটিলতা ও যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি

শেখর ভট্টাচার্য

আমেরিকান নির্বাচনের ১২০ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চসংখ্যক মানুষ এবার ভোট দিয়েছে। এই ভোটদান হলো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের আস্থার পরিচায়ক। মোট ১৬ কোটি মানুষ এবার নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর মনে হচ্ছে, ক্ষমতা পরিবর্তনের তাগিদে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে। এই নির্বাচনে জো বাইডেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের থেকে ৪০ লাখেরও বেশি ভোট পেয়েছেন। এতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের নেতা এবং আগামী চার বছর দেশটি শাসন করার বৈধ অধিকারপ্রাপ্ত হয়েছেন। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে যদি প্রেসিডেন্সি পদ নির্ধারিত হতো, তাহলে বাইডেনকে আগামী টার্মের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প সমীহ করতে বাধ্য হতেন। একের পর এক অভিযোগ উত্থাপন করেও ট্রাম্প যখন সুবিধা করতে পারছেন না, তাই তিনি সব শেষে দাবি করেছেন, 'ডমিনিয়ন' নামের যে সফটওয়্যার কম্পানির মাধ্যমে বেশ কিছু অঙ্গরাজ্যে ভোটগ্রহণ করা হয়েছে, সেসব জায়গায়ই জালিয়াতি হয়েছে। যদিও নির্বাচনের আগে ট্রাম্প ও কোনো প্রযুক্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। ক্ষমতা হস্তান্তরকে বিলম্বিত অথবা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য যেসব এলোমেলো, শিশুসুলভ বিষয়ের অবতারণা করছেন ট্রাম্প, তা কোনোভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বক্তব্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রথা অনুযায়ী, ফেডারেল সরকারের 'জেনারেল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'-এর আনুষ্ঠানিকভাবে সব ফলাফল পাওয়ার পর নতুন প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করার কথা। একই সঙ্গে প্রশাসনে নতুন লোক নিয়োগসহ অন্যান্য কাজের জন্য ফেডারেল অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার কথা। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সব সময়ই নির্বাচনের ফলাফল পরিষ্কার হওয়ার পর থেকেই এমন হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে থাকে। তবে এবার তার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে প্রতিদিন অবহিত করার কাজও শুরু হয়নি। সংবিধান অনুযায়ী, ২০ জানুয়ারী নতুন প্রশাসনের ক্ষমতা গ্রহণের কথা। বাইডেনের পক্ষ থেকে 'ট্রানজিশন' নিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে জানানো হলেও এ ক্ষেত্রে ট্রাম্প প্রশাসন কোনো সহযোগিতা করছে না। প্রস্তুতির জন্য বাইডেন কোনো ফেডারেল অর্থ বরাদ্দও পাচ্ছেন না। এবারের এই পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের



ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অস্থিরতা ও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

এই যে অচলাবস্থা, ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য নিত্যনতুন অভিযোগ উত্থাপন, এটা যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি সারা বিশ্বের মানুষের যে সমীহ তাকে দ্রুত নিম্নপর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসছে, তা নিশ্চয় রিপাবলিকান দলের শীর্ষ নেতা এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উপলব্ধি করতে পারছেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, রিপাবলিকান দলের মূল নেতারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিপক্ষে এখনো প্রকাশ্য অবস্থান নেননি। অনেকেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সময়ক্ষেপণকে সমর্থন দিচ্ছেন। এ কারণে ক্ষমতার পালাবদলের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাইডেন শিবিরকে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এখনো কোনো সহযোগিতা করা হচ্ছে না। এই পরিস্থিতি সত্যিকার অর্থে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের ইতিহাসে কালিমা লেপন করতে যাচ্ছে এবং এই কালিমা অনেকটা অনপনেয়। এই কালিমা যে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত আরো গাঢ় হবে, এ ব্যাপারেও সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকসমাজ, সংবাদমাধ্যম এই অস্থিরতা, অচলাবস্থা, বিশৃঙ্খলা আগামী ২০ জানুয়ারি ক্ষমতা হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত চলতে থাকবে বলে অনুমান করে। কারণ ২০ জানুয়ারী পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকান প্রেসিডেন্সির ওপর কর্তৃত্ব বজায় থাকবে এবং একই সঙ্গে রিপাবলিকান দলের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ বহাল থাকবে। এই নিয়ন্ত্রণ তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত অস্থিরতা তৈরির কাজে ব্যবহার করতে পারেন বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

প্রেসিডেনশিয়াল নির্বাচনে পরাজয় মানতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অস্বীকৃতির দিকে যখন সারা বিশ্বের দৃষ্টি ঠিক সেই সময়ে জাতিসংঘে ১১০টি দেশের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জাতিসংঘ ফোরামে যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনায় অনেক অস্বস্তিকর ও অনভিপ্রেত প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। এই ফোরামে জাতিসংঘের স্বাধীন বিশেষজ্ঞরা কথিত সন্ত্রাসবিরোধী বৈশ্বিক লড়াইয়ের সময়ে মানবাধিকার ও মানবিক আইনগুলো লঙ্ঘনের প্রশ্নে দায়মুক্তির অবসান ঘটানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

মানবাধিকার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কণ্ঠ সবচেয়ে সরব এবং এই ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাও বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত। বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার নিয়ে দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তর প্রতিবছর প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার রক্ষায় নেতৃস্থানীয় দেশ হিসেবে ভূমিকা পালন করতে চায়। সেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বর্ণ, ধর্ম এবং নারী-পুরুষভেদে বৈষম্য-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী বক্তব্য প্রচার, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, সহিংসতা ও অভিবাসীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের অবসান ঘটানোর পাশাপাশি বিচারব্যবস্থায় সংস্কার নিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে বিভক্তি ও সামাজিক অস্থিরতা বহু বছর থেকে তিলে তিলে বেড়ে উঠলেও আমরা সাম্প্রতিক নির্বাচনী প্রচারে বর্ণবাদ, অভিবাসী, ধর্ম, বর্ণ প্রসঙ্গ আলোচনায় বুঝতে পারি যে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও বহুত্ববাদের সৌন্দর্য যুক্তরাষ্ট্রে অনেকাংশেই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে চার বছরের দায়িত্ব পালনকালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তাঁর সরকার দেশে ও বিদেশে এমন কিছু নীতি অনুসরণ করেছে, যা গণতন্ত্র, উদারপন্থা ও বহুত্ববাদের আদর্শের পক্ষে ক্ষতিকর। বহু জাতি-ধর্ম-বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত মার্কিন সমাজে উগ্র জাতীয়তাবাদ তথা শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্বের সংকীর্ণ রাজনীতি যুক্তরাষ্ট্রের বহুত্ববাদী সমাজকে বিভক্ত করেছে। এই বিভক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈচিত্র্যের মধ্যে সৌন্দর্য অনুসন্ধানের শত বছরের যে মহৎ (বাকি অংশ ৩০ পাতায়

ডবাই আত্মম্ভরী

হামিদ মীর

তিনি প্রগলভ, রাগী, জেদি, আত্মম্ভরী, ঝগড়াটে ও উগ্র, তবে নিজ সমর্থকদের কাছে হিরো। এমন এক হিরো, যিনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে 'বিশ্বাসঘাতক প্রতারক' অভিহিত করেছেন এবং ঘৃণা-বিদ্বেষকে স্বীয় রাজনীতির ভিত বানিয়েছেন। আপনাদের বোঝার কথা, বিদ্বেষের রাজনীতি করা এই ব্যক্তির নাম ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি চলতি মাসের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। ট্রাম্প আমেরিকার ইতিহাসের প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের ওপর কমপক্ষে পঁচিশবার বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করেছেন। কিন্তু কোনো একটি অভিযোগও প্রমাণ করতে পারেননি। প্রথম বছর তিনি মার্কিন টিভি চ্যানেল সিএনএনের বিরুদ্ধে 'ফেক নিউজ' ছড়ানোর অভিযোগ আরোপ করেন এবং এই চ্যানেল বয়কটের আবেদন জানান। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের নিয়মতান্ত্রিক ফল সামনে আসার আগেই ট্রাম্প তার জয়ের ঘোষণা করেন এবং এ ঘোষণা এ বছরের সবচেয়ে বড় ফেক নিউজে পরিণত হয়। এই হঠকারী ট্রাম্প, যিনি অন্যের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তার সম্মান নিয়ে টানাহেঁচড়া করেছেন, আজ নিজেই সারা বিশ্বে ফেক নিউজের নিদর্শনে পরিণত হয়েছেন।

ট্রাম্প শুধু একজন ব্যক্তির নাম নয়, বরং এটি একটি রীতিনীতির নাম। আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা ট্রাম্পের মতো রাজনীতিবিদকে গুরুত্বপূর্ণ পদে বিরাজমান দেখতে পাই, যারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর কোনো প্রমাণ ছাড়াই প্রতারণার অভিযোগ আনেন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে দাবানোর চেষ্টা করেন, ধর্ম-বর্ণ-ভাষার বৈষম্যের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের অধিকার হরণ এবং নিজের সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করেন। ট্রাম্পের পরাজয় দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকটি দেশে ডানপন্থীদের স্বার্থান্ধ রাজনীতির পতনের সূচনা। এ ধরনের রাজনীতিবিদ নেতা শুধু মিথ্যা ওয়াদা করেন। জনগণকে জুলুম, অবিচার ও ঊর্ধ্বমূল্য থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখান এবং শাসক হওয়ার পর নিজেরা জালিম হয়ে যান। তারা দরিদ্রদের ওপর ঊর্ধ্বমূল্য চাপিয়ে দেন; অতঃপর অযোগ্যতা ও দুর্নীতিকে আড়াল করার জন্য বিরোধী পক্ষের ওপর দুর্নীতির অভিযোগ আরোপ করেন। যখন অন্যদের ওপর আরোপিত দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয় না, তখন ট্রাম্পের মতো নেতাদের শেষ আশ্রয়স্থল হয় দেশপ্রেম। তখন তারা অনেক বড় 'দেশপ্রেমিক' হয়ে যান এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে 'দেশের শত্রু' অভিহিত করতে থাকেন। ট্রাম্প তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ওবামাকে শুধু এ জন্য বিশ্বাসঘাতক অভিহিত করেছেন যে, তিনি তার বিরোধী দলের ছিলেন এবং তার বর্ণ ছিল ভিন্ন।

ট্রাম্প শুধু শ্বেতাঙ্গদেরকে নিজের শক্তি বানানোর চেষ্টা করেছেন। যে কেউ ট্রাম্পের সমালোচনা করেছেন, তিনিই 'দেশের শত্রু' অভিহিত হয়েছেন। ট্রাম্প নিউইয়র্ক টাইমস ও ওয়াশিংটন পোস্টের মতো পত্রিকার বিরুদ্ধেও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আরোপ করেছেন।

ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন, ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ওবামা আমার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করিয়েছেন এবং এটা 'বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর'। ওবামা প্রেসিডেন্ট হয়ে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের এক করেছেন। আর ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হয়ে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। ট্রাম্প শুধু শ্বেতাঙ্গদেরকে নিজের শক্তি বানানোর চেষ্টা করেছেন। যে কেউ ট্রাম্পের সমালোচনা করেছেন, তিনিই 'দেশের শত্রু' অভিহিত হয়েছেন। ট্রাম্প নিউইয়র্ক টাইমস ও ওয়াশিংটন পোস্টের মতো পত্রিকার বিরুদ্ধেও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আরোপ করেছেন। তার দেখাদেখি কয়েকটি গণতান্ত্রিক দেশের ডানপন্থী সরকারও মিডিয়াকে দাবানোর চেষ্টা শুরু করে দেয়। কিন্তু মিডিয়াকে উপদেশ গ্রহণের নিদর্শন বানানোর প্রচেষ্টাকারী ট্রাম্প আজ নিজেই উপদেশ গ্রহণের নিদর্শনে পরিণত হয়েছেন।

স্মরণ করুন, ট্রাম্প ২০১৫ সালে লন্ডনের মেয়র সাদেক খানের ব্যক্তিত্বের ওপর আক্রমণ শুরু করেছিলেন। ট্রাম্প তার প্রথম (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

অক্টোবর	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯
ফজর	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪১
সূর্যোদয়	৬.৫৪	৬.৫৬	৬.৫৭	৬.৫৮	৬.৫৯	৭.০০	৭.০১
জোহর	১১.৪৪	১১.৪৪	১১.৪৪	১১.৪৫	১১.৪৫	১১.৪৫	১১.৪৬
আসর	২.৫১	২.৫০	২.৫০	২.৪৯	২.৪৯	২.৪৯	২.৪৯
মাগরিব	৪.৩২	৪.৩১	৪.৩১	৪.৩০	৪.৩০	৪.৩০	৪.৩০
এশা	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫০

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

মানবিক পৃথিবীর সংগ্রাম কে দাঁড়িয়ে কোন দিগন্তে

মুসা আল হাফিজ

বাংলাদেশে যে ক'জন বুদ্ধিজীবী চিন্তার লাগামকে কলোনি যুগের খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় না দেখার কথা বলেন, তাদের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। তাদের অনেকেই আবার প্রচ্ছন্ন ইসলামোফোবিয়ায় আক্রান্ত, তারা মার্কসবাদে দীক্ষিত এবং এর প্রচারক। তাদের অনেকের জানাশোনার সরহদ্দ প্রশস্ত। রচনার দ্যুতি ও চমক আমাদের অভিভূত করে। তারা যখন সাম্রাজ্যবাদের জোরবারী, মারতারুব ও চিন্তানৈতিক অমানবিকতাকে খোলাসা করেন, তাতে থাকে বহু হৃদয়ের ভাষাহীন কথার প্রতিভাষ। কিন্তু গোল বাঁধে যখন সাম্রাজ্যবাদের জবরখুরি ও মস্তিষ্কশাসন থেকে বিমুক্ত হওয়ার তরিকা বাতলান। সেই বাতলানো তরিকা অনেক ধানাই-পানাই সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ধোঁয়াশা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

অথচ ধোঁয়াশা বরাবরই বিপদজনক। কমিউনিজমের সাথে কিছু লালনীয় ভাববাদ, কিছু লাকা-ফুকো মিশিয়ে একটি অধরা আদর্শ উপস্থাপন করে কেউ কেউ বোঝাতে চান, সাম্রাজ্যবাদ, ভোগবাদ ও তার চৈন্তিক দাসত্ব থেকে মুক্তির এই হচ্ছে প্রকৃষ্ট তরিকা। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে সচেতন জনগণের প্রশ্নের মুখোমুখি করে দেন।

প্রশ্নের মুখোমুখি এই দিক থেকে যে, ডাকু-রাহাজানের বিরুদ্ধে জাগ্রত লোকসাধারণের রাহ-াগিরি কেউ করতে চাইল, সে ডাকু-রাহাজানকে খুব চেনে। কিন্তু যে পথ দিয়ে জনগণকে এগিয়ে যেতে বলল, সে পথ দিয়ে দৌড়ালে দস্যুকে ধরা তো দূরে থাক তার লেজের নাগাল থেকে বঞ্চিত হয়ে উল্টো ব্যর্থতা ও হতাশাকে মাথায় চাপিয়ে জনগণকে ঘরে ফিরতে হবে। ঘরে ফিরে জনগণ বসে থাকবে, এমন নয়। তাদের ত্যাড়া লোকগুলো সেই রাহ-াগিরকে ধরবে। বলবে বাপু, তুমি আসলে রাহ-াজানদের একজন। দস্যুদের চিনবার ছল করে তাদের বাঁচিয়ে দিতে জনগণের মধ্যে ঢুকেছিলে! তোমাকেই তাহলে মজা বোঝাই! সেই সব বুদ্ধিজীবী সাম্রাজ্যবাদকে খুব চেনেন। কিন্তু প্রতিরোধ আন্দোলনকে হাঁকাচ্ছেন সাম্রাজ্যবাদেরই সাজানো আরেকটি গলিপথ দিয়ে।

সাম্রাজ্যবাদের জীবনবোধ, সাংস্কৃতিক রসদ ও জ্ঞানতাত্ত্বিক মূল্যমানগুলো পুঁজি করে যাদের জ্ঞানমন্ডল বিকশিত, তারা যদি একান্ত নেক নিয়তেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণমানুষের সংগ্রামের পতাকাটা হাতে নেন, তবুও তাদের সেই মূল্যমান তাদেরকে আখেরে খলনায়ক বানিয়ে ছাড়বে, এমন শঙ্কা প্রবল। কেননা চিন্তায়, জীবনবোধে, ব্যবহারিক জীবনাচারে তারা সাম্রাজ্যবাদকে অতিক্রম করতে পারেন না এবং ফলত নিজের জীবনকেই সাম্রাজ্যবাদের কুয়াশাচ্ছন্ন এক দিগন্তরেখায় হাঁস-ফাঁস করতে দেখেন। যেখানে তারা না এই কুয়াশাকে পারছেন গায়ে মাখতে, না পারছেন অস্বীকার করতে, এমন দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে নিজের ভেতর নিজেকেই ক্রমাগত কর্তন করেন। তাদের পদক্ষেপগুলো ক্রমাগত জিজ্ঞাসা চিহ্ন তৈরি করে। তাদের উচ্চারণের আড়ালে লুকিয়ে থাকে সংশয় ও অস্পষ্টতা কিংবা তারা খুব স্পষ্ট সত্যের ধারাবিবরণী দিয়েও অবশেষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার গোটা প্রচেষ্টাকে ভুল উপসংহারে উপনীত করেন। পথভ্রষ্ট করে ছাড়েন। তাদের গোটা তৎপরতা এটাই বোঝায় যে, সাম্রাজ্যবাদ থেকে আজাদীর বিষয়টি দিকচিহ্নহীন এক পরিক্রমণ। যেখানে কথার ফুলঝুরি, প্রতিবাদের উত্তাপ এবং মানবতার নামে অশ্রুবর্ষণ ছাড়া আর কোনো নেক আমলের সুযোগ নেই। তাদের এই প্রচেষ্টা প্রকারান্তরে সাম্রাজ্যবাদ থেকে আজাদি আন্দোলনের প্রতি গণমানুষকে অনীহ করে, বীতশ্রদ্ধ করে এবং গোটা আন্দোলনকে ধূম্রপুঞ্জে পর্যবসিত করে। ফলে এই আন্দোলন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সাম্রাজ্যবাদেরই এক ধরনের খেদমত ছাড়া কিছুই দাঁড়ায় না।

ফলত দুয়ে দুয়ে চারের মতো সহজ হিসেবে এই কিসিমের আন্দোলনের দিকপালদের সন্দেহভাজন হিসেবে দেখতে থাকা অস্বাভাবিক নয়। আজকাল এই খাসলতের আন্দোলনওয়ালারা দেদার ময়দানে আসছেন। তারা সাধারণত চর্বিত চর্বণ ছাড়া অন্য ক্রোনা পুঁজির অধিকারী নন। মুক্তি আন্দোলনের দিক থেকে এদের কর্মকান্ড ও ইলম-আকল আগাগোড়াই প্রতিক্রিয়াশীলতা বৈ নয়। প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে গণমুক্তির জিম্মা চাপানো আর শিয়ালের হাতে মোরগ বর্গা দেয়া এক কথা। আমরা এমনতরো ভুল করতে পারি না। আমাদেরকে অবশ্যই আদর্শিক এতিমির মধ্যে পাতানো স্লোগানের শূন্যে গোলা ছোড়া, কিংবা বিশ্বাসের মূল্যমানকে উপেক্ষাকারী সংশয় ও দ্বন্দ্ব চর্চা কিংবা বস্তুবাদী আধ্যাত্মিকতার গন্তব্যহীন অভিযাত্রার ফাঁক ও ফাঁকি অতিক্রম করতে হবে। এটা এ জন্যই যে সাম্রাজ্যবাদের শক্তিবাজি তার গোটা কাঠামোর সাথে সংযুক্ত। সে এক পরিপূর্ণ জাহেলি মূল্যমান। যার কোনো একটি অংশকে মেনে নিয়ে অন্য অংশকে অস্বীকার করা যায় না। করলেও তা সোনার পাথর বাটির মতো স্ববিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপনার খুবই দুশমনি, কিন্তু জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনি মজে আছেন, দুনিয়া শাসনের জন্য তার প্রণীত রাজনৈতিক মতাদর্শেই ঈমান আপনার, নারী-পুরুষ সম্পর্ককে সে যেভাবে দেখায়, আপনিও সেভাবে দেখেন, মানবজীবনের উৎস, উদ্দেশ্য ও গন্তব্য সম্পর্কে তার বক্তব্যের বাইরে আপনি কিছু বোঝেন না। সেই আপনি এসে বললেন, 'সাম্রাজ্যবাদের কবর খুঁড়তে চাই', আপনাকে বিশ্বাস করলে কী হবে তা তো সুস্পষ্ট। কবর আপনি করবেন বটে! কিন্তু সেটা হবে মুক্তি আন্দোলনের কবর, সাম্রাজ্যবাদের নয়।

তাই, মানবতার মুক্তি আন্দোলনের পক্ষ প্রতিপক্ষ সনাক্তকরণ আজকের অগ্রাধিকার। এ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ ও তার সাথে সঙ্গাতরত জীবনাদর্শের বিপরীতমুখী দুই দিগন্ত সুস্পষ্ট। কে দাঁড়িয়ে আছে কোন দিগন্তে, কার চাল কোন প্রান্তকে কেন্দ্র করে, তা বোঝার মাধ্যমেই খোলাসা হবে গণমানুষের মুক্তি আন্দোলনের শত্রু-মিত্রের পরিচয়। অতএব, আজকের দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের ঘোষিত দুশমন ইসলামকে কে কিভাবে দেখছে এটা উদঘাটনের সাথে জড়িত রয়েছে মুক্তি আন্দোলনের ভেজালমুক্তির মৌলিক প্রশ্নটি।

ইসলাম যেহেতু সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিটি ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ করে, যে জীবনদৃষ্টিকে উছিলা করে তার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে, ইসলাম সেই জীবনদৃষ্টিকে হারাম ঘোষণা করে। সে যখন প্রভুত্ব চায়, ইসলাম বলে প্রভুত্ব একমাত্র আল্লাহর, অন্য সব দাবিদার প্রভুর বিরুদ্ধে ইসলাম আপন অবস্থান ঘোষণা করে, সে যখন চায় শ্রেণী, সম্প্রদায়, লিঙ্গ ও বর্ণবৈষম্য, ইসলাম তখন বৈষম্যের শিকড় কেটে সব মানুষকে নিয়ে গড়ে তুলতে চায় অবিচ্ছিন্ন উম্মাহ, সে যখন চায় জাতিগুলোর অধিকার, সম্পদ ও শ্রম শোষণ, ইসলাম তখন এর প্রতিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ায়, সে যখন শক্তি ও প্রতিপত্তির পূজা করে, ইসলাম তখন ইনসাফপূর্ণ পৃথিবী প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সে চায় পরিবার ভাঙতে, ইসলাম দেয় পরিবার গড়ার কর্মসূচি, সে চায় সমাজ ও ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা, ইসলাম উভয়কে গ্রথিত করতে চায়, সে চায় উলঙ্গ প্রবৃত্তিপনা, ইসলামে একে গুরুতর সমাজবিধ্বংসী অপরাধ সাব্যস্ত করে, এভাবে জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রেই যে রূপ ও রঙ সহকারে সে জাহির হয়, ইসলাম তার স্বরূপ চিহ্নিত করে এবং বিকল্প ব্যবস্থাপনা নিয়ে হাজির হয়।

মুসলমানদের অজস্র দুর্বলতা এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে ইসলামের নির্দেশনা অপ্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ইসলামের এই ভূমিকা সাম্রাজ্যবাদের শিরোপীড়ার কারণ এবং এ কারণেই ইসলামের নাম শোনামাত্র সে তার মৃত্যু কল্পনা করে। এই মৃত্যু আতঙ্কের জাহেরি সুরত হলো মি-ডিয়ায় ইসলামের সাথে সন্ত্রাস ও ভীতিকে জুড়িয়ে দেয়া এবং মুসলিম মাত্রই ভয়ঙ্কর– এমনতরো প্রোপাগান্ডা।

লেখক : কবি, গবেষক।



ব্রিসবেনে এক রাত



হাবিব রহমান

গ্রেট ব্যারিয়ার রিফকে বলা হয় বিশ্বের প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্যের একটি। ইউনেস্কো ১৯৮১ সালে এটাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বলে ঘোষনা দিয়েছে। এছাড়া মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর যে কয়েকটা বস্ত দৃশ্যমান তার মধ্যে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অন্যতম। অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করবো আর এই রিফটি দেখবোনা তাতো হবার নয়! তাই দর্শনীয় তালিকায় এই নামটি আগেই লিস্ট করেছিলাম। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী পার্থ ভ্রমণ শেষে আজ বিকালের ফ্লাইটে এসে যাত্রা বিরতি করেছি ব্রিসবেন এয়ারপোর্টে। নিউইয়র্ক থেকে কোন অবস্থাতেই সরাসরি কোন ফ্লাইট ম্যানেজ করতে পারিনি। যেজন্য রাস্তায় ব্রিসবেন এয়ারপোর্টে বিরতি দিতে হবে প্রায় ১৩ ঘন্টা। কোয়ানটাস এয়ারের বিমানটি পার্থ ছেড়েছে বিকাল ৩টা ২০ মিনিটে। রাত নয়টায় এসে ল্যান্ড করেছে এখানে। হ্যামিল্টন আইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে আমার পরবর্তী ফ্লাইট পরদিন সকাল সাড়ে দশটায়। এই দীর্ঘ সময় এয়ারপোর্টে বসে থাকা বিশেষ করে রাত জাগা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আগে থেকেই এয়ারপোর্টের বেস্ট ওয়েস্টার্ন হোটেলে একটি রুম বুক করে রেখেছিলাম। এতে আমার এক ঢিলে দু পাখী মারা হবে। প্রথমত:রাত জাগতে হবেনা। আর দ্বিতীয়ত রাতে কিছুটা সময় শহরটি ঘুরে দেখতে পারবো।

ভ্রমণে বিমান বিরতির এই সুযোগটা সব সময় আমি কাজে লাগাই। ২০১৮ সালে স্কানডেনেভিয়ান দেশগুলো ভ্রমণের সময় নরওয়ে থেকে সুইডেন যাবার পথে দীর্ঘ বিরতিতে ট্রমসো শহরটি ঘুরে দেখেছিলাম। আইসল্যান্ড থেকে কায়রো যাবার সময় এথেন্সে লম্বা বিরতিতে শহরটি ঘুরে দেখার সুযোগ হয়েছিলো।

আগেই জেনেছিলাম ব্রিসবেন অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলের একটি শহর। এটি কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের রাজধানী এবং ব্রিসবেন নদীর তীরে মোরটন উপসাগরের কাছে অবস্থিত একটি সমুদ্র বন্দর। ব্রিসবেন নদীতে ড্রেজ করে শহরটিতে সমুদ্রগামী জাহাজের আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশম এ শহরের প্রধান রপ্তানিকৃত দ্রব্য। অন্যান্য রপ্তানির মধ্যে আছে বরফজমা মাংস, চামড়া, চিনি, দুগ্ধজাত দ্রব্য, ভুট্টা, মুক্তার খোল এবং কয়লা। শহরটি রেলপথের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত প্রধান স্থানগুলির সাথে যুক্ত। গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন কেন্দ্র ব্রিসবেনে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, চামড়া পাকাকরণ, মোটরযান জোড়া লাগানো, মদ চোলাইকরণ এবং কাঠ, কাপড়, তামাকজাত দ্রব্য, বুট ও জুতার উৎপাদন করা হয়। ব্রিসবেন একটি সুপরিকল্পিত নগরী। এর রাস্তাগুলি চওড়া, এখানে বহু নগর উদ্যান ও অনেক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি বলা চলে এই ব্রিসবেনকে। এখানে পৃথিবীর সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি যেমন 'দ্য ইউনিভার্সিটি অব কুইন্সল্যান্ড' আছে। সারা বিশ্ব থেকে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করতে আসে কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাই শহর জুড়ে বহুমুখী সংস্কৃতির চর্চা সারাবছর লেগেই থাকে। এই রাজ্যের আয়ের একটা বড় অংশ আসে বিদেশি ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ থেকে।

ব্রিসবেনের আবহাওয়া অনেক ভালো। বরফ পরে না। সারাবছরই তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে থাকে। যারা বিভিন্ন ঋতু পছন্দ করেন, তাদের জন্য তো ব্রিসবেন অসাধারণ। বছরের শেষের দিকে শুধু মাস দুয়েকের মত গরম পড়ে। বাংলাদেশে যখন ঠান্ডা পরে এইখানে তখন গরম পড়ে।



আধুনিক দালান আছে। উল্লেখযোগ্য স্থাপনার মধ্যে আছে সংসদ ভবন, টাউন হল বা নগর ভবন, ব্রিসবেন জাদুঘর এবং কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

১৮২৪ সালে ব্রিটেনের অপরাধীদের রাখার জন্য ব্রিসবেন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও প্রশাসক, তৎকালীন নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের গভর্নর টমাস ব্রিসবেনের নামে শহরটির নামকরণ করা হয়। শহরটিকে ১৮৪২ সালে বসতি স্থাপনের জন্য খুলে দেয়া হয় এবং ১৮৫৯ সালে এটি নতুন রাজ্য কুইন্সল্যান্ডের রাজধানীতে পরিণত হয়।

ডব্রসবেন শহরটি 'সান শাইন স্টেট' নামেও পরিচিত। আগেই জেনেছিলাম ব্রিসবেনে প্রচুর বাংলাদেশীর বসবাস।আর এর পরিচয়ও পেলাম হাতে নাতে। এয়ার পোর্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়াতেই সিরিয়াল অনুয়ায়ী যে ট্যাক্সিটি এসে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো তার চালক একজন বাংলাদেশী। বিদেশে অনেক বাংলাদেশীকে দেখেছি তারা হীনমন্যতায় ভুগেন। পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। দেশে হয়তো ভালো অবস্থানে ছিলেন। বিদেশে গিয়ে গাড়ী চালাচ্ছেন এটাই হয়তো তার কুণ্ঠার বড় কারন।

আমার চালক আলমগীর খুবই সপ্রতিভ একজন মানুষ। দেশের বাড়ী কুমিল্লায়। দীর্ঘদিন এ দেশে আছেন। তাকে নিজের পরিচয় দিয়ে বল্লাম যাচ্ছি গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ দেখতে। যাত্রা বিরতিতে থেমেছি এখানে। তিনি যদি অনুগ্রহ করে শহরটি ঘুরে দেখান তাহলে খুশী হবো। তিনি মিটার চালু করে নেমে পড়লেন রাস্তায়।

ব্রিসবেনের বড় রাস্তা ধরে গাড়ী চলছে শহরের দিকে। আলমগীর জানান, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্রিসবেন এখানে আম্ব্রেলা সংগঠন। তাদের উদ্যোগে এখানে আড়ম্বরের সাথে পালিত হয় বাংলাদেশের জাতীয় অনুষ্ঠানগুলো। এখানকার কিয়ংপার্কে অনুষ্ঠিত হয় বাংলা বর্ষবরণ শোভাযাত্রা। তিনি আরো জানান, ৯০ দশকের দিকে ব্রিসবেনে বাংলাদেশীদের পরিমান ছিলো হাতে গোনা। আর এখন তা বেড়ে হয়েছে কয়েকহাজার। আছে বাংলা স্কুল এবং বাংলাদেশী পরিচালিত একটি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন-যা শুনে খুব ভালো লাগলো।

আলমগীর গাড়ী থামালেন ব্রিসবেন নদীর পাড়ে। নদীর দুই পাশে সুরম্য হাই রাইজ দৃস্টি নন্দন ভবন। ভবনের আলোগুলো নদীর পানিতে প্রতিফলিত হয়ে ঝলমল করছিলো। তিনি জানান পুরো শহরটাই পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। প্রতি সন্ধ্যায় এই নদীতে অনুষ্ঠিত হয় লাইট এন্ড লেসার শো। শত শত দর্শনার্থী তা উপভোগ করেন। এই নদীতে বিনে পয়সায় নৌ ভ্রমণেরও ব্যবস্থা রয়েছে। এরপর একে বেকে গাড়ী চালিয়ে আলমগীর আমাকে নিয়ে একটি একটি পাহাড় চুড়ায়। জায়গাটার নাম মাউন্ট কোট-থা। বাংলায় অর্থ করলে দাঁড়ায়, এখানে মধু পাওয়া যায়। আলমগীর জানান, আদি বাসীরা এই পাহাড় থেকে মধু সংগ্রহ করতো। জায়গাটা সমুদ্র পৃস্ট থেকে ২৮৭ মিটার উঁচুতে। এখান থেকে পুরো ব্রিসবেন শহরটা দেখা যায়। পূর্নিমা রাতে এখানে এসে অনেকে সারা রাত থেকে চাঁদের আলোতে প্রকৃতির শোভা উপভোগ করে থাকেন। এরপর আমরা এলাম সমুদ্রের পাড়ে। জায়গাটা নাকি সার্ফারদের জন্য স্বর্গ। রাতের বেলা বলে সৈকতের শোভা উপভোগ থেকে বঞ্চিত হলাম। তবে এজন্য আমার আফসোসও ছিলোনা। কারন এমনিতেই আমি বিশ্বের দেশে দেশে ঘুরে ফিরে নানা দেশের সৈকতের সৌন্দর্য উপভোগ করি। তা ছাড়াবিশ্বের সবচেয়ে বড় সাগর সৈকত আমার দেশের কক্সবাজারে।

আলমগীর আফসোস করে বলছিলো আমাকে 'সাউথ ব্যাঙ্ক' এ নিয়ে যেতে পারেনি বলে। একদিন থাকলে সখানে তিনি আমাকে নিয়ে যেতেন। তিনি জানান সাউথ ব্যাঙ্ক হচ্ছে একটা জনপ্রিয় জায়গা। অনেককিছুর পাশাপাশি এখানে মানুষের বানানো সমুদ্র সৈকতের মতো জায়গা আছে যেখানে বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়স্করা পর্যন্ত পানিতে নেমে সাঁতার কাটতে পারে। দেখলে বোঝাই যাবে না যে এটা একটা বানানো বিচ। একদম ফ্রি। আছে সহজ পার্কিং ব্যবস্থা। আপনি যেখানেই যান না কেন পাশেই কোথাও না কোথাও পার্ক খুঁজে পাবেন। ইচ্ছামতো বিশ্রাম নিতে পারবেন।

ব্রিসবেন শহরটি ঘুরে দেখতে গিয়ে রাত হয়ে গিয়েছিলো। তাই আলমগীরকে বল্লাম গাড়ী ঘুরাতে। হোটেলে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে হবে। কাল সকালেই উড়াল দিতে হবে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের উদ্দেশ্যে।

লেখক: সাংবাদিক, সিইও-বাংলা ট্যুর।

ক্ষমতা হস্তান্তর জটিলতা ও যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি

শেখর ভট্টাচার্য

আমেরিকান নির্বাচনের ১২০ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চসংখ্যক মানুষ এবার ভোট দিয়েছে। এই ভোটদান হলো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের আস্থার পরিচায়ক। মোট ১৬ কোটি মানুষ এবার নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর মনে হচ্ছে, ক্ষমতা পরিবর্তনের তাগিদে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে। এই নির্বাচনে জো বাইডেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের থেকে ৪০ লাখেরও বেশি ভোট পেয়েছেন। এতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের নেতা এবং আগামী চার বছর দেশটি শাসন করার বৈধ অধিকারপ্রাপ্ত হয়েছেন। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে যদি প্রেসিডেন্সি পদ নির্ধারিত হতো, তাহলে বাইডেনকে আগামী টার্মের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প সমীহ করতে বাধ্য হতেন। একের পর এক অভিযোগ উত্থাপন করেও ট্রাম্প যখন সুবিধা করতে পারছেন না, তাই তিনি সব শেষে দাবি করেছেন, 'ডমিনিয়ন' নামের যে সফটওয়্যার কম্পানির মাধ্যমে বেশ কিছু অঙ্গরাজ্যে ভোটগ্রহণ করা হয়েছে, সেসব জায়গায়ই জালিয়াতি হয়েছে। যদিও নির্বাচনের আগে ট্রাম্প ও কোনো প্রযুক্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। ক্ষমতা হস্তান্তরকে বিলম্বিত অথবা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য যেসব এলোমেলো, শিশুসুলভ বিষয়ের অবতারণা করছেন ট্রাম্প, তা কোনোভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বক্তব্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রথা অনুযায়ী, ফেডারেল সরকারের 'জেনারেল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'-এর আনুষ্ঠানিকভাবে সব ফলাফল পাওয়ার পর নতুন প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করার কথা। একই সঙ্গে প্রশাসনে নতুন লোক নিয়োগসহ অন্যান্য কাজের জন্য ফেডারেল অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার কথা। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সব সময়ই নির্বাচনের ফলাফল পরিষ্কার হওয়ার পর থেকেই এমন হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে থাকে। তবে এবার তার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে প্রতিদিন অবহিত করার কাজও শুরু হয়নি। সংবিধান অনুযায়ী, ২০ জানুয়ারী নতুন প্রশাসনের ক্ষমতা গ্রহণের কথা। বাইডেনের পক্ষ থেকে 'ট্রানজিশন' নিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে জানানো হলেও এ ক্ষেত্রে ট্রাম্প প্রশাসন কোনো সহযোগিতা করছে না। প্রস্তুতির জন্য বাইডেন কোনো ফেডারেল অর্থ বরাদ্দও পাচ্ছেন না। এবারের এই পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অস্থিরতা ও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে চার বছরের দায়িত্ব পালনকালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তাঁর সরকার দেশে ও বিদেশে এমন কিছু নীতি অনুসরণ করেছে, যা গণতন্ত্র, উদারপন্থা ও বহুত্ববাদের আদর্শের পক্ষে ক্ষতিকর।

এই যে অচলাবস্থা, ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য নিত্যনতুন অভিযোগ উত্থাপন, এটা যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি সারা বিশ্বের মানুষের যে সমীহ তাকে দ্রুত নিম্নপর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসছে, তা নিশ্চয় রিপাবলিকান দলের শীর্ষ নেতা এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উপলব্ধি করতে পারছেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, রিপাবলিকান দলের মূল নেতারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিপক্ষে এখনো প্রকাশ্য অবস্থান নেননি। অনেকেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সময়ক্ষেপণকে সমর্থন দিচ্ছেন। এ কারণে ক্ষমতার পালাবদলের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাইডেন শিবিরকে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এখনো কোনো সহযোগিতা করা হচ্ছে না। এই পরিস্থিত সত্যিকার অর্থে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের ইতিহাসে কালিমা লেপন করতে যাচ্ছে এবং এই কালিমা অনেকটা অনপনেয়। এই কালিমা যে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত আরো গাঢ় হবে, এ ব্যাপারেও সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকসমাজ, সংবাদমাধ্যম এই অস্থিরতা, অচলাবস্থা, বিশৃঙ্খলা আগামী ২০ জানুয়ারী ক্ষমতা হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত চলতে থাকবে বলে অনুমান করে। কারণ ২০ জানুয়ারী পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকান প্রেসিডেন্সির ওপর কর্তৃত্ব বজায় থাকবে এবং একই সঙ্গে রিপাবলিকান দলের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ বহাল থাকবে। এই নিয়ন্ত্রণ তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত অস্থিরতা তৈরির কাজে ব্যবহার করতে পারেন বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

প্রেসিডেনশিয়াল নির্বাচনে পরাজয় মানতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অস্বীকৃতির দিকে যখন সারা বিশ্বের দৃষ্টি ঠিক সেই সময়ে জাতিসংঘে ১১০টি দেশের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জাতিসংঘ ফোরামে যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনায় অনেক অস্বস্তির ও অনভিপ্রেত প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। এই ফোরামে জাতিসংঘের স্বাধীন বিশেষজ্ঞরা কথিত সন্ত্রাসবিরোধী বৈশ্বিক লড়াইয়ের সময়ে মানবাধিকার ও মানবিক আইনগুলো লঙ্ঘনের প্রশ্নে দায়মুক্তির অবসান ঘটানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

মানবাধিকার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কণ্ঠ সবচেয়ে সরব এবং এই ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাও বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত। বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার নিয়ে দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তর প্রতিবছর প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার রক্ষায় নেতৃস্থানীয় দেশ হিসেবে ভূমিকা পালন করতে চায়। সেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বর্ণ, ধর্ম এবং নারী-পুরুষভেদে বৈষম্য-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী বক্তব্য প্রচার, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, সহিংসতা ও অভিবাসীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের অবসান ঘটানোর পাশাপাশি বিচারব্যবস্থায় সংস্কার নিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে বিভক্তি ও সামাজিক অস্থিরতা বহু বছর থেকে তিলে তিলে বেড়ে উঠলেও আমরা সাম্প্রতিক নির্বাচনী প্রচারে বর্ণবাদ, অভিবাসী, ধর্ম, বর্ণ প্রসঙ্গ আলোচনায় বুঝতে পারি যে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও বহুত্ববাদের সৌন্দর্য যুক্তরাষ্ট্রে অনেকাংশেই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে চার বছরের দায়িত্ব পালনকালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তাঁর সরকার দেশে ও বিদেশে এমন কিছু নীতি অনুসরণ করেছে, যা গণতন্ত্র, উদারপন্থা ও বহুত্ববাদের আদর্শের পক্ষে ক্ষতিকর। বহু জাতি-ধর্ম-বর্ণে সমন্বয়ে গঠিত আমেরিকান সমাজে উগ্র জাতীয়তাবাদ তথা শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্বের সংকীর্ণ রাজনীতি যুক্তরাষ্ট্রের বহুত্ববাদী সমাজকে বিভক্ত করেছে। এই বিভক্তি যুক্তরাষ্ট্রের বৈচিত্র্যের মধ্যে সোন্দর্য অনুসন্ধানের শত বছরের যে মহৎ প্রচেষ্টা তাকে যে পেছন দিকে ঠেলে দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অসহিষ্ণু ও উগ্র আচরণের দ্বারা তাঁর এমন একটি ভাবমূর্তি জনগণের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে, ট্রাম্পের নেতৃত্বের প্রতি শ্বেতাঙ্গ, অশ্বেতাঙ্গ, অভিবাসী কোনো পক্ষই পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেননি। পক্ষান্তরে জো বাইডেনকে শুরুতে অনেকেই সপ্রতিভ মনে না করলেও ট্রাম্পের বিপরীতমুখী ব্যক্তিত্ব দ্বারা নির্বাচনে মানুষের আস্থা অর্জন তাঁর জন্য খুব সহজ হয়ে যায়। বাইডেনের বিজয় অবশ্যই ডেমোক্রেটিক পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও নির্বাচনী কৌশলের বিজয়; কিন্তু এ বিজয়কে তাঁর চারিত্রিক সততার, জবাবদিহির, সময়ানুগ প্রতিশ্রুতি প্রদানের (বাকী অংশ ৮ পাতায়)

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

Emirates السعودية SAUDIA QATAR AIRWAYS القطرية TURKISH AIRLINES

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

Digital Travel Astoria

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

website: www.digitaltraveltour.com

We are on Facebook

মিয়ানমারের ভূকৌশলগত গুরুত্ব

(১২ পাতার পর)

সম্পর্ক স্থাপন করতে ভারতের বহু কিছু ছাড় দেয়ার রয়েছে। ভারত মিয়ানমারে ইনফরমেশন টেকনোলজি ও কৃষি গবেষণার ওপর ইনস্টিটিউট বানিয়েছে। মিয়ানমারের সামরিক বিকাশে কিলো ক্লাস সাবমেরিন ও টর্পেডো প্রাথমিক প্রয়োজন। সেটি ভারত তাকে দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। এসব ছাড়াও ১০৫ মিমি আর্টিলারি গান, রাডার ও শব্দ তরঙ্গের উপকরণ দেয়া হবে। থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ায় সামরিক প্রাইভেট কোম্পানি কাজ করছে, মিয়ানমারে তা নেই। ভারত মিয়ানমারে এই দায়িত্ব পালন করার বিষয় এখন পরিস্ফুট হচ্ছে। ভারতের দূতাবাস এবং মিশন ও মিশনের শাখা-প্রশাখাগুলো মিয়ানমারে ভারতের হয়ে 'প্রাইভেট সেক্টরে' কাজ করছে। মিয়ানমার চীনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, মিয়ানমারের বিদ্রোহী গ্রুপকে অস্ত্র সহায়তা না দিতে। ফলে ভারতের জন্য এটি একটি সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইকোনমিক করিডোর নিয়েও মিয়ানমার খুবই সতর্কতার সাথে এগোচ্ছে। এটাও ভারতের জন্য সুখের বিষয়। চীনা অর্থায়নে করিডোরটি চীনের কুনমিং থেকে শুরু হয়ে মিয়ানমারের মান্দালে এসে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একটি ইয়াঙ্গুনে শেষ হবে অপরটি কিউকপিয়ায় যাবে। দু'টিই সমুদ্রবন্দর। উ সেট অং যিনি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি মিনিস্টার, বলেছেন, চীনের ঋণের ফাঁদে যেন মিয়ানমার পা না দেয়। তিনি আরো বলেন, এসব প্রকল্পের একটি বাণিজ্যিক দিক থাকবে, যা মিয়ানমারের অবশ্যই উপকারে আসবে। মিয়ানমার এখনো অস্ত্র ও হার্ডওয়্যার চীন থেকে সংগ্রহ করে। মিয়ানমার সেনাবাহিনী বিভিন্ন দেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ শুরু করেছে, যেমন– রাশিয়া, ভারত, ইসরাইল, ইউক্রেন ও পাকিস্তান। মিয়ানমার ও রাশিয়া সামরিক চুক্তিও সম্পাদন করেছে। ভারত থেকে মিয়ানমার নৌবাহিনীর জন্য প্রথম কিলো ক্লাস সাবমেরিনও সংগ্রহ করেছে। মিয়ানমারের অভিযোগ, চীন বিদ্রোহীদের অস্ত্র দিয়ে থাকে। বিদ্রোহীদের মধ্যে রয়েছে ইউনাইটেড ওয়া স্টেট আর্মি (UWSA) কাচিন ইন্ডিপেনডেন্স আর্মি (KIA), টাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (TNLA), মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (MNDAA) ও আরাকান আর্মি (AA)। বিগত দশকে টডঝঅ বিভিন্ন সংগ্রামী জোটকে বিভিন্ন ধরনের অ্যামুনুশন বিক্রি করেছে। গত বছরের আগস্টে মিয়ানমারের সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লিয়াং চীনা সেনা কর্মকর্তাদের চীন নির্মিত অস্ত্রের ফটো দেখান। ২৩ জুন থাই সেনাবাহিনীর টহল দল থাইল্যান্ডের মি সট সীমান্ত থেকে বিপুল পরিমাণ চীনা অস্ত্র জব্দ করে। চীনের সাথে সমুদ্রে যৌথ মহড়া চালাতে মিন অং অপারগতা প্রকাশ এবং সাবমেরিন দেয়ার চীনা প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। অক্টোবরে মিন অং রাশিয়ায় ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সাথে সামরিক ও সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছেন। এর আগে মে মাসে মিয়ানমার সরকার ভারতের হাতে ২২ জন আসামি ও 'মেইতি' বিদ্রোহীকে তুলে দিয়েছে। এসব কর্মকান্ড ভারত-মিয়ানমার সম্পর্কে 'সিমেন্ট ঢেলেছে'। ভারত অভিযোগ করেছে, চীন আসামের ও নাগা বিদ্রোহীদের অস্ত্র দিয়ে সহায়তা দিচ্ছে। চীনের সাথে সম্ভাব্য কোনো যুদ্ধে মিয়ানমার ভারতের পক্ষে অংশ না নিয়ে নিরপেক্ষ থাকলেও ভারতের জন্য তা সুখকর; অন্যথায় পাকিস্তান ও চীন সীমান্তের সাথে মিয়ানমার সীমান্তও সামাল দেয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে ভারতের পক্ষে। তবে ইদানীং ভারতের সেনাধাক্ষ্যরা তিনটি ফ্রন্টে যুদ্ধের কথা বলছেন না। মিয়ানমারের রাখাইন স্টেটকে অনেক 'রির্সোসফুল' স্টেট বলা হয়। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এটি খুবই হানাহানি ও বিভেদের। সেনাবাহিনীর অত্যাচারের ফলে সেখানে নৃতাত্ত্বিক বিরোধ দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে দুঃখের হলো– এসব হানাহানি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত। মিয়ানমার কেন রাখাইনে আক্রমণ চালায় রাখাইন মুসলমান ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের ওপর? সমালোচকরা এখন বলছেন, এর অনেক কারণের মধ্যে প্রথম হলো ভূমি দখল করা রাষ্ট্র ও বহুজাতিক করপোরেট স্টেকহোল্ডারদের জন্য। বলা হচ্ছে– স্থানটি প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। পড়শি দেশগুলো বিশেষ করে চীন ও ভারত রাখাইন স্টেটে পুঁজি বিনিয়োগ করতে চেয়েছে। উভয় দেশ বিবাদ সত্ত্বেও রাখাইনে, মংডু ও আকিয়াবের বিস্তীর্ণ উর্বর এলাকায় বিশালাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ওখানে 'ইপিজেড' মানের অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে। চীন পছন্দ করে কিউকপিউ আর ভারত সিত্তুয়ে। সিত্তুয়ে বন্দর এলাকা নির্মাণ বিষয়ে ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। চীন ও ভারতের সাথে বাণিজ্যিক রুট সম্প্রসারণ, বন্দরকে সামরিক কাজে ব্যবহার যাতে বঙ্গোপসাগরে আধিপত্য বিস্তারে সহায়ক হতে পারে, সে জন্য মিয়ানমার যেন পাগলপারা, এ জন্য রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে স্বার্থের বলি হতে হয়েছে।

মিয়ানমার দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মাঝে। ফলে এ দেশের গুরুত্ব বেড়েছে আরো বেশি। রাখাইন কোস্টাল এলাকা বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। ওই পয়েন্ট বাণিজ্য নেটওয়ার্ক ও মিলিটারি পয়েন্ট হিসেবে পাকিস্তান, আমিরাত, ইরাক, ইরান, সৌদি আরবের সাথে কাজ করতে পারবে। চীন ও ভারত মহাসাগরে আধিপত্যের জন্য রাখাইন পয়েন্টটি ব্যবহার করতে ইচ্ছুক।

মিয়ানমার নিজের অবস্থান নিয়ে সতর্ক রয়েছে। সে চীন, ভারত, জাপান, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের সাথে সুসম্পর্ক রাখছে, আবার সিঙ্গাপুর ও তাইওয়ানের সাথেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। জাপান, চীন ও ভারত ভালোভাবেই জানে, মিয়ানমারের কৌশলগত গুরুত্ব কত বেশি। রাশিয়াও মিয়ানমারের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছে। জাতিসঙ্ঘের স্থায়ী দু'টি সদস্য রাষ্ট্র চীন ও রাশিয়া মিয়ানমারের বন্ধু। রাজনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ ঝড়ঝাপটায় আক্রান্ত মিয়ানমার প্রয়োজনের সময় তাদের কাছ থেকে বিপদে সহায়তা পেয়েছে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব

ক্ষমতা হস্তান্তর জটিলতা

(৬ পাতার পর)

এবং মানুষের প্রতি অবজ্ঞার বিপরীতে সহানুভূতি প্রদর্শনের বিজয় বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন। বাইডেন-হ্যারিস জুটির প্রতি মানুষের আস্থা হলো বৈচিত্র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির প্রতি আস্থার মতো।

সবার প্রত্যাশা, যুক্তরাষ্ট্রে যখন চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে, অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে ওঠা কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, করোনা মহামারিতে প্রতিদিন যেখানে এক লাখেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, এ রকম সময়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর ক্ষমতাকালের শেষ পর্যায়ে রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকা পালন করার জন্য গলফ ক্লাবের মাঠ থেকে ফেরত আসবেন। অবজ্ঞা প্রদর্শন করে একের পর এক টুইট প্রদান করা বন্ধ করে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে সাবলীল করার প্রয়োজনীয় কাজে মনোযোগী হবেন। সারা বিশ্বের মানুষ প্রত্যাশা করে, যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান সরকার ওয়াশিংটন ডিসির রাজপথে ক্ষমতায় পুনর্বহাল হওয়ার জন্য লোক জমায়েত না করে গণতন্ত্রের পতাকা ও বৈচিত্র্যের সৌন্দর্যকে মহিমান্বিত করার পথে এগিয়ে যাবেন। প্রযুক্তির জাদুকরী উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়ন, পণ্য ও সেবা খাতে সহযোগিতা পৃথিবীর দেশগুলোকে এত কাছাকাছি নিয়ে এসেছে যে একটি গ্রামের অধিবাসীরা যেমন এককালে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে বেঁচে থাকত, পৃথিবীর দেশগুলোকেও এখন একইভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতি এই মুহূর্তে যে দুটি খাত থেকে শক্তি সঞ্চয় করছে, সে দুটি খাতের সংকোচন ও প্রসারণের সঙ্গে আমেরিকার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের রসায়নের সংকোচন ও প্রসারণ ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। আমরা চাই গণতন্ত্রের মূল বাণী বহন করে আব্রাহাম লিংকন, মার্টিন লুথার কিংয়ের যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার অগ্রবর্তী ও নির্ভরশীল দেশ হিসেবে আমাদের সামনে দাঁড়াক। আমরা মানবিক, উদার, সহমর্মী যুক্তরাষ্ট্র দেখার প্রত্যাশায় আছি।

লেখক : উন্নয়ন গবেষক ও কলামিস্ট,.

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন



DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S



DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

বাংলা পত্রিকা
পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার থ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট



ভাসানীকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্মরণ চাই

(৩ পাতার পর)

স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপিত হবে। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছরেও স্বাধীনতার সঠিক আর প্রকৃত ইতিহাস রচিত হয়নি। সম্মানিত হননি সম্মান পাওয়ার পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা বলতেই যে চারটি নাম সবার আগে স্মরণ হওয়া উচিৎ তাঁরা হলেন- স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান, স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান, স্বাধীনতার প্রধান সেনাপতি জেনারেল এমএজি ওসমানী (মোহাম্দ আতাউল গণি ওসমানী)। এছাড়াও মহান মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর কমান্ডের কমান্ডার, মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, চার খলিফা হিসেবে খ্যাত তৎকালীন চার ছাত্রনেতা আসম আব্দুর রব, শাহ-জাহান সিরাজ, আব্দুল কদ্দুস মাখন ও নূরে আলম সিদ্দিকী, কাদেরিয়া বাহিনী'র প্রধান আব্দুল কাদের সিদ্দিকী, বাতেন বাহিনী'র প্রধান খন্দকার আব্দুল বাতেন সহ যে যাঁর অবস্থান থেকে স্বাধীনতায় অবদান রেখেছেন তাঁর সবাইকে দলমতের উর্দ্বে উঠে স্মরণ করার পাশাপাশি যথাযথভাবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেয়া। কিন্তু আমরা কি তা পেরেছি?

বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের মধ্যে আজ ক'জনই বা মওলানা ভাসানী-কে চেনেন, জানেন? বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মাছে তিনি কি পরিচিত? সাম্প্রতিককালে দেশের একটি টিভি চ্যানেলের এক সচিত্র প্রতিবেদনে জানা যায়, এইচএসসি বা এসএসসি-কে জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীদের অনেকেই জানানে না যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস কবে? একুশে ফেব্রুয়ারী কেন পালন করা হয় ইত্যাদি। জাতির কি দূর্ভাগ্য! অনুসন্ধান করলে এমন তথ্যই পাওয়া যাবে যে, আজকের তরুণ-তরুণীদের অনেকেই হয়তো মওলানা ভাসানীর নাম শুনেননি, তাঁকে চিনেন না! আর মও-লানা ভাসানীসহ দেশের জাতীয় নেতাদের স্মরণ করা, নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয় কি? সেই দায়িত্ব কি রাষ্ট্র বা সরকার যথাযথভাবে পালন করছে?

বেশী দূও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। নতুন প্রজন্মের কথা বাদ-ই দিলাম। আমরা কে না জানি মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা। অথচ আওয়ামী লীগ কেন, তার প্রতিষ্ঠাতার নাম নেয় না? কেন মওলানার জন্মদিন ও মৃত্যুদিন পালন করে না? এমন কি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতেও তো তারা মওলানা ভাসানীকে যথাযথভাবে স্মরণ করেন না? মওলানা ভাসানীর প্রতি এতো দৈন্যতা, কৃপণতা, হিংসা-বিদ্বেষ কেন? রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁকে স্মরণ করা, তাঁর জন্ম-মৃত্যুদিন পালন করতে বাঁধা কোথায়? আজ সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস সাক্ষী আমরা ভুলে যাই সব কিছু। আমাদের এই বিস্মরণই আমাদের বড় শত্রু। আমরা স্বার্থপর। তাই কি আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের পতাকাটির চেহারা বিস্মৃত? কে আমাদের রাজনীতিকে গণমানুষের বলে চিহ্নিত করেছিলেন? গণমানুষের অধিকার কায়েমের সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন কে? সেই সব মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিলেন কে? অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে শিক্ষার পথ সুগম করেছিলেন কে? সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া যে দেশের স্বাধীনতা আনা সম্ভব নয়- এই সত্য কে আমাদের শিখিয়েছিলেন? ১৯৭১ সালে বৃদ্ধ বয়েসেও তিনি মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বাধীনতার জন্য, আজকে তিনি জাতির নতুন প্রজন্মের কাছে প্রায় অচেনা, অজানা মানুষ।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনৈতিক উত্থান আসামের ব্রহ্মপুত্র নদের ভাসান চর থেকে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে শোষিত-বঞ্চিত মানুষদের জাগিয়ে তোলার আন্দোলনের মাধ্যমে। সেই তরুণ মওলানা সেখানকার মানুষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে প্রাদেশিক পরিষদে শোষণ আর নির্যাশতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। রাজনৈতিকভাবে সেখানকার কৃষক-মজুর আর সর্বস্তরের খেটে-খাওয়া মানুষদের মনে স্বাধীনতার মন্ত্র দিয়েছিলেন। এ-কারণে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার তাঁকে আসাম থেকে বহিস্কার করে। পাকিস্তার প্রতিষ্ঠার পর তিনি ঢাকায় এসেই মুসলিম লীগ ত্যাগ করে প্রতিষ্ঠা করেন আওয়ামী মুসলিম লীগ, ১৯৪৭ সালেই। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে 'যুক্তফ্রন্ট' গড়েন একে ফজলুল হকের রাজনৈতিক দলের সাথে। ১৯৫৮ সালে তিনি মতবিরোধের কারণে নিজের হাতে গড়ে তোলা দল ত্যাগ করে চলে যান এবং নতুন দল গড়ে নেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গড়ে তিনি ষাটের দশকে, আইয়ুব শাহীর রাজনৈতিক ভিত কাঁপিয়ে দেন। ৬ দফার কারণে তারই 'রাজনৈতিক শিষ্য' শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হলে তারই নেতৃত্বে সর্বদলীয় রাজনৈতিক মোর্চার এক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিবাদী আন্দোলন সৃষ্টি করেন। সাথে যোগ দেয় তখনকার ছাত্র-জনতা আর রাজনীতিকরা, ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। শেখ মুজিব মুক্তি পান এবং তিনি পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক সরকারের টোপ গিলে সামরিক ৪ দফা ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেন।

এই রাজনৈতিক উত্থানের গোটাটাই 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক গুরু' মওলানা ভাসানীর অবদান। তাঁর লক্ষ্য ও আদর্শের পক্ষেই সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ-প্রতিরোধের দুর্গে পরিণত করে দেশকে। স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি ছিলেন সবচেয়ে অটল ব্যক্তিত্ব। আজ সেই অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক মহানায়ককে বিস্মৃত হয়েছে সরকার। বিস্মরণের এই রাজনীতি যে তাদেরকেও কালের গর্ভে আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত করবে তাতে কোনো ভুল নেই।

সময়ে দাবী আজ জাতির নবপ্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে মও-লানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে। তার রাজনৈতিক অবদান স্মরণ করে তা জানাতে হবে নবাগত মানুষদের, যারা আমাদের জাতি বিনির্মাণের শক্তি। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁকে স্মরণ করার আয়োজন হোক আজ থেকেই। তাঁর মৃত্যুদিনটিকে জাতির রাজনীতিকদের স্মরণদিন হিসেবে ঘোষণা করা হোক। আওয়ামী লীগের তো উচিত তাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা ভাসানী জন্মদিন ও মৃত্যুদিন পালন করা। এবং দেশের ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনীতিকদেরও উচিত মওলানা ভাসানীকে স্মরণ করা। কারণ তিনিই বহুদলীয় রাজনীতির এবং গণমানুষের অধিকার কায়েমের রাজনৈতিক দরোজার নির্মাতা। (হককথা.কম)

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং


আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আন্তর্জাতিক অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশ্বায়ন জনগোষ্ঠীর কিছের সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে বাংলার ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীদের দেশী সাংবাদিকদের এখানে আসছি। এই ভাবনাবাদীর লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী রিভিউজের ম'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনার করেছেন। তিনি কলাম্বিয়ান ভলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং রিজলেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি রিভিউজের স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইন্সার এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মিতালী হকের প্রশ্নঃ

আমার বোন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছিলো। তারপর বাংলাদেশে তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের বিষয়টি এম্বেসীকে জানানো হয়নি। এরপর আমার বোন এদেশে এসে থাকার পর আবার বাংলাদেশে গেছে। আমার বোনের এবারের বাংলাদেশে অবস্থানের মেয়াদ এক বছর পেরিয়ে গেছে। তাই আমার জানার ইচ্ছা আমার বোনটি স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছা করলে আবার এদেশে চল আসতে পারবে? সে কি ঢাকা ইউএস এম্বেসীতে গিয়ে প্রয়োজনে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে পারবে? আমার বোন তার স্বামীকে এদেশে আনতে চায়। এসব বিষয়ে আপনার পরামর্শ পাবার প্রত্যাশায় রইলাম। এমন প্রশ্ন আগেও দেখেছি বলে আজ আমিও লিখলাম।

মিতালী হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউসের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে গ্রিনকার্ডধারীরা বিনা অনুমতিতে এক বছরের কম সময় এদশে বাইরে অবস্থান করতে পারেন। এক বছর বা তার বেশি সময় এদশের বাইরে অবস্থান করলে গ্রিনকার্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইমিগ্রেশন ইউএস এর প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

তবে রি-এন্ট্রির ব্যাপারে যা বলতে চাই সেটা হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএস এর বাইরে গিয়ে একবছর বা তার বেশি সময় অবস্থান করতে চাইলে দুই বছরের জন্যে অনুমতি সাপেক্ষে রি-এন্ট্রি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রিনকার্ডধারীকে এদেশের বাইরে যাবার আগেই এখান থেকেই তাকে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে হবে।

এই রি-এন্ট্রির আবেদনের সময় আবেদনকারীকে অবশ্যই এদেশে উপস্থিত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনে একজন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

আপনি আপনার বোনের বিষয়ে আরো যা জানতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে স্পস্ট করে করে সবকিছু উল্লেখ করতে হবে। যা হয়তো সাক্ষাতে আলোচনা ক রার সময় আপনি উল্লেখ করতে পারবেন। এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইলে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য জানা দরকার।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পউসের জন্যে ইমিগ্রেশনের আইন অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন। কিন্তু সেই আবেদনকারী স্পাউসকে অবশ্যই এদেশে যথাযথ গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে বসবাস করতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে আবু হামিদের প্রশ্নঃ

আমি আজ এই চিঠিটি লিখছি আমার এক বন্ধুর জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে। আমার বন্ধুর চাচা একজন ইউএস সিটিজেন। তিনি আমার বন্ধুর বাবার জন্যে অর্থাৎ তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনে ঐ ভাইয়ের সন্তানেরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমার বন্ধুর বাবা অর্থাৎ আবেদনকারীর ভাই মারা গিয়েছেন। সে কারণে জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে এখন ঐ আবেদনের অবস্থা কেমন হবে?

আবু হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ



প্রথমেই আমাদের জানা থাকা দরকার যে একজন সিটিজেন এবং গ্রিনকার্ডধারী কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারীর সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটেগরী আছেঃ

১। ২১ নিম্ন এবং

২। ২১ উর্ধ বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটেগরিতে পড়ে।

একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারেঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

সন্তান (২১ নিম্ন/২১ উর্ধ)বিবাহিত ও অবিবাহিত

মা-বাবা এবং

ভাইবোন

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী ইউএস সিটিজেন তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মাবাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্সে পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর আত্মীয়দের অপেক্ষা করতে হয়না।

তবে ইউএস সিটিজেনের ভাইবোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন।এই ক্যাটেগরীর অপেক্ষার সময় আনুসাঙ্গিক দশ বছরের বেশি। আপনার বন্ধুর চাচা তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন।

এখন দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে আপনার বন্ধুর বাবা ছিলেন বেশি-ফিশিয়ারী এবং তিনি মারা গেছেন। এর ফরে অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারীর মৃত্যুর কারণে আবেদনেরও মৃত্যু ঘটেছে। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনের অন্তর্ভূক্ত আর কেউ এদেশে আসার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

কুইন্স থেকে ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নঃ

আমি কিছুদিন হয় পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড পেয়েছি। সেকারণে বাংলাদেশে গিয়ে আমার পছন্দের একজন মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করার পর আমার স্ত্রীকে এখানে আনার ব্যাপারে আমি উপযুক্ত হবো কিনা? আর গ্রিনকার্ড নিয়ে ঝামেলাহীনভাবে দেশে গিয়ে কতদিন অবস্থান করতে পারব?

ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তান-এর জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সেজন্যে আপনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

পিটিশনার যদি ইউএস এর গ্রিনকার্ডধারী হন তবে শুধু আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশান ফাইল করতে পারেন। আর বেনিফি-শিয়ারী যদি ইউএস সিটিজেন হন আর বেনিফিশিয়ারী যদি বাংলাদেশী হন হবে আই-১৩০ পিটিশান ফাইলের দরকার নেই।

ইউএস সিটিজেনের স্পাউস হবার কারণে বিয়ের পরেই তার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করা যাবে।

গ্রিনকার্ডধারীর স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) দ্বিতীয় প্রেফারেন্সে পড়েন। আর আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী তাই আপনি দেশে একবছরের কম সময় সেখানে অবস্থান করতে পারেন কোন অনুমতি ছাড়াই। আপনার যদি এক বছর বা তার বেশি সময় থাকার পরিকল্পনা থাকে তবে দুই বছরের অনুমতি নিয়ে দেশে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন। তবে এতে করে গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও আপনাকে আবারো একাধারে ক্রমাগত পাঁচ বছর এদেশে অবস্থান করতে হবে।

প্রয়োজনবোধে আপনি একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে কথা বলে আপনার প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

আর একটি কথা আমরা প্রায় সবসময় বলে থাকি আর তা হচ্ছে যে আপনার যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ক্ষমতার পালাবদলের পাঁচালি



গোলাম মাওলা রনি

আপনি যদি সংবেদনশীল মানুষ হন এবং আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি বা কমন সেন্স যদি একেবারে সাধারণ মানের হয় তবুও বিষয়গুলো আপনি সহজে বুঝতে পারবেন। আপনি যদি রগচটা প্রতিশোধপরায়ণ মানুষ হন তবুও কেবল একটি মনুষ্য শরীর ও মনের কারণে আপনি অমন পরিস্থিতিতে রাগ করতে পারবেন না। আপনার নিষ্ঠুরতা যদি খুবই নিকৃষ্ট মানের হয় এবং নিজের অসভ্যতা দেখে যদি আপনি নিজেই মাঝে মধ্যে আঁতকে ওঠেন তবুও আপনি কিছু লোকের সাথে ইচ্ছা করলেও নির্মমতা দেখাতে পারবেন না। আপনার মধ্যে যদি ফ্যাসিজম-নাৎসিজমের মতো অপরাধপ্রবণতা থাকে– চেঙ্গিস, হালাকুদের মতো রক্ত নিয়ে হোলি খেলা এবং মনুষ্য মাথার খুলি দিয়ে পিরামিড বানানোর নিদারুণ শখ থাকে তবুও আপনি কিছু মানুষকে চেষ্টা করলেও অপমান করতে পারবেন না।

আপনি যদি দেখেন আপনার বাপ-দাদা, ময়মুরুব্বি ও পাড়া প্রতিবেশীরা কাউকে বহুকাল ধরে সম্মান করে আসছেন তবে সেই শ্রেণীর মানুষকে অপমান করার জন্য আপনাকে মনুষ্য শ্রেণীর বাইরে নিয়ে নতুন ধাতু দিয়ে গঠিত অমানুষ হতে হবে। আপনি নিজে যাকে সম্মানিত অবস্থায় দেখেছেন কিংবা যার অধীনে কাজ করেছেন এবং যার শিক্ষা-দীক্ষা ও যোগ্যতার বিষয়ে আপনার যখন কোনোকালে সন্দেহ ছিল না সেই প্রকৃতির মানুষজনের সাথে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন এবং তাদেরকে সামাজিক ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার মতো যোগ্যতা যদি আপনার অর্জন করতে হয় তবে শয়তানির সর্ব নিম্নস্তরে নেমে এসে আপনাকে মনুষ্য উপাধি পরিত্যাগ করে নতুন জীবে রূপান্তরিত হতে হবে।

আমাদের বর্তমান দেশ-কাল-সমাজের যে কী হাল হয়েছে তা বোঝানোর জন্যই মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে মস্তবড় একটা ভূমিকা টানলাম। আমাদের সমাজে এখন যে সব বিরোধ হয় সেগুলোর কার্যকারণ মেলানো যায় না। আমাদের রাজনীতি অর্থনীতি, সমাজ-সংসার, পরিবার থেকে শুরু করে নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, পরিবেশ-প্রতিবেশ কোনো কিছুই নিয়মমাফিক চলছে না। কোথাও গিয়ে দু'দন্ড শান্তি লাভ, আশ্রয় গ্রহণ, নিরাপত্তাবোধ, প্রাণ খুলে কারো কাছে মনের দুঃখের কথাগুলো বলা এবং কারো বিচার-বিবেচনা অথবা বিবেকের ওপর নিজেকে সঁপে দেয়ার মতো পরিবেশ কোথাও নেই। সর্বত্রই সাপের ভয়াল ফোঁস ফোঁস শব্দ বিরক্তিকর ঝিঁঝি পোকার ডাক এবং রক্তপাতের চমকানির মতো ভয় সৃষ্টিকারী উপাদান জীবনকে অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরে আছে। মানুষ যে প্রাণভয়ে একটু চিৎকার করবে কিংবা ব্যথা-বেদনায় উহ আহ শব্দ করবে সেই শক্তিটুকু কতজনের রয়েছে তা নিয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ।

আপনি যদি দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীদের দিকে তাকান তবে অনায়াসে দু'টো সমীকরণ দাঁড় করাতে পারবেন। যাদের ক্ষমতা রয়েছে তাদের অর্থ-বিত্তের ঝলকানিতে আপনার চোখের আলো নিভে যেতে পারে। তাদের কণ্ঠের বজ্রনিনাদে আপনি বধির হতে বাধ্য এবং তাদের জিহ্বার ধার এবং সুচালো অগ্রভাগের নড়াচড়া দেখলে আপনি তলোয়ার-গজাল-পেরেক, বর্শা, ভোজালি, রামদা অথবা কুড়াল-কোদালের নাম পর্যন্ত ভুলে যেতে পারেন। আপনি যদি তাদের পেটের ধারণক্ষমতা এবং পরিপাকতন্ত্রের হজম প্রণালী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন তবে বুঝবেন, ওদের পেটে পৃথিবীর সব কিছু অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে এবং সেগুলো অবলীলায় হজম হয়ে বর্জ্যে পরিণত হতে পারে। ওরা ময়লা-আবর্জনা থেকে শুরু করে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা, মান-ইজ্জত, ক্ষমতা থেকে শুরু করে অন্যের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-ভালোবাসা এবং মানবিক অধিকার সবকিছু রাক্ষসের মতো গলাধঃকরণ করে যখন পশ্চাৎদেশ দিয়ে বের করে দেয় তখন সবকিছুর রূপ-রস-গন্ধ আমাশয় রোগীর বিষ্ঠার মতো হয়ে যায়।

আপনি যদি ক্ষমতাধরদের হাঁকডাক, হুঙ্কার শোনেন তবে পৃথিবীর যাবতীয় তাল-লয় সঙ্গীত, সারেগামা, কবিতা এবং গীতিনাট্যকে ভুলে যেতে বাধ্য হবেন। তাদের বজ্রনিনাদে আপনি সত্য-মিথ্যার পার্থক্য ভুলে যাবেন এবং মাথা নিচু করে সব অন্যায় কিভাবে মেনে নিতে হয় তা খুব সহজে রপ্ত করে ফেলবেন। তাদের জীবনযাত্রা, রং-ঢং, হর্ষ বিলাস দেখলে আমাদের মধ্যকার সহজাত শালীনতাবোধ এবং অশ্লীলতার প্রতি বিরোধ কর্পূরের মতো উড়ে যাবে। আপনি তখন অনায়াসে এবং নির্বিকারভাবে যেকোনো লোকের উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা, অশ্লীল কর্মকান্ড, নোংরামি এবং অনাচারকে অনুকরণীয় শুদ্ধাচাররূপে মেনে নেয়ার অদ্ভুত এক যোগ্যতার অধিকারী হয়ে পড়বেন।

আপনি যদি ক্ষমতাধরদের হাঁকডাক, হুঙ্কার শোনেন তবে পৃথিবীর যাবতীয় তাল-লয় সঙ্গীত, সারেগামা, কবিতা এবং গীতিনাট্যকে ভুলে যেতে বাধ্য হবেন। তাদের বজ্রনিনাদে আপনি সত্য-মিথ্যার পার্থক্য ভুলে যাবেন এবং মাথা নিচু করে সব অন্যায় কিভাবে মেনে নিতে হয় তা খুব সহজে রপ্ত করে ফেলবেন। তাদের জীবনযাত্রা, রং-ঢং, হর্ষ বিলাস দেখলে আমাদের মধ্যকার সহজাত শালীনতাবোধ এবং অশ্লীলতার প্রতি বিরোধ কর্পূরের মতো উড়ে যাবে।

উপরোক্ত অবস্থায় আপনার চলাফেরার মধ্যে একধরনের মাতলামির লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কথা-বার্তার মধ্যে তোতলামিসহ অন্য সব বাকযন্ত্রের জড়তা প্রকট হবে। দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যাবে এবং চিন্তাশক্তি কেবলমাত্র বর্তমানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে। মানুষের কণ্ঠের সাথে, মেজাজ-মর্জি, ইচ্ছা-অনিচ্ছার সাথে এবং হুকুমের সাথে তাল মেলানোর অসাধারণ এক ক্ষমতা আপনি পেয়ে যাবেন। তখন আপনার বাঁচতেও ইচ্ছে করবে না– আবার মরতেও চাইবেন না। স্বপ্ন দেখা, কল্পনা করা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা অথবা অন্যের কল্যাণের কথা ভাবা আপনার কাছে রীতিমতো ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে।

আপনি যদি অলৌকিকভাবে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যে আক্রান্ত হয়ে না যান তবে নিম্নোক্ত বিষয়াদি আপনার নজরে আসবে। আপনি রাস্তা-ঘাটে, গ্রাম-গঞ্জে কিছু রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে দেখতে পাবেন যাদেরকে কিছু লোক সরকারবিরোধী লোক বলে প্রচার করে থাকে। আপনি যদি খোঁজখবর নেন তবে নিশ্চয়ই জানতে পারবেন, তথাকথিত সরকারবিরোধী লোকজনেরও একসময় অনেক ক্ষমতা ছিল এবং তাদের বেশির ভাগ লোকই ক্ষমতার দাপটে বর্তমান জমানার ক্ষমতাধরদের চেয়ে কোনো অংশে অযোগ্য ছিলেন না। এমন একটা সময় ছিল যখন তাদের চামড়ায় স্নেহ-জাতীয় পদার্থের আধিক্য এবং পোশাক-আশাকে অযাচিত কৌলীন্য ছিল। তারা উচ্চৈঃস্বরে অট্টহাসি দিতেন এবং আঙ্গুল উঁচিয়ে কথা বলতে পছন্দ করতেন। তারা চলাফেরার সময় ডানে-বামে ঘাড় ঘোরাতেন যেন লোকজন তাদেরকে চিনতে পারে এবং কারণে-অকারণে সালাম দেয়। তারা মাঝে মধ্যে এমনভাবে বাচালতা দেখাতেন যার ফলে তাদের কথার ফুলঝুরির সামনে অন্য কেউ মুখ খুলতে সুযোগ পেত না। এরপর তারা আবার হঠাৎ করেই গম্ভীর হয়ে যেতেন যেন লোকজন তাদের গাম্ভীর্যতা দেখে ভয় পেয়ে খামোশ হয়ে যায়। আপনার দেখা আদিকালের উল্লিখিত লোকজনকে যদি বর্তমান জমানায় দেখেন তবে লক্ষ করবেন, তাদের শরীর থেকে স্নেহজাতীয় পদার্থ ঝরে গেছে। ক্ষমতার দাপটে তাদের মধ্যে যাদের চোখ হরিণের মতো মায়াবী হয়ে উঠেছিল সেই চোখ এখন গোল হয়ে এমনভাবে কোটরাগত হয়ে পড়েছে যা দেখে আপনার মনে হতে পারে, ওখানে দুর্ভিক্ষ বাসা বেঁধেছে। অন্য দিকে ক্ষমতার গরমে একদা যাদের চোখ লাল হয়ে থাকত ওগুলো এখন ফ্যাঁকাসে হয়ে পড়েছে। যারা বাজখাই গলায় কথা বলত তাদের কণ্ঠস্বর কেমন যেন মিনমিনে হয়ে পড়েছে। রেডিওর ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে বক্তার কণ্ঠ যেমন ম্যাড়-ম্যাড় করে তদ্রূপ ক্ষমতা হারিয়ে বাজখাই গলাগুলোতে সিজনাল ফ্লুর আক্রমণে মারাত্মক বিবর্তন ঘটে গেছে।

যদি তাদের পোশাক-আশাকের দিকে লক্ষ করেন তবে দেখবেন, পাঞ্জাবি পাজামাগুলো আর আগের মতো ঝিলিক দেয় না। সেগুলোর রং বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। ঠিকমতো মাড় দেয়া হয় না– ইস্ত্রিও নিয়মিত হয়ে ওঠে না। ফলে কাপড়ের অবাঞ্ছিত ভাঁজের কারণে কেমন যেন একটা অভাবী অভাবী পরিবেশ ফুটে ওঠে। তারা যখন কোথাও বসেন এবং সেখান থেকে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করেন তখন পাজামা ও পাঞ্জাবির পেছনের কিছু অংশ শরীরের ফাঁকে এমনভাবে গুঁজে থাকে যা দেখে আপনার মনে অবশ্যই মায়ার উদ্রেক হবে। তাদের হাঁটা-চলা, কথা-বার্তার মধ্যে সব সময় একধরনের ভীরুতা এবং জড়তা বিরাজ করে। তাদের কান সব সময় পুলিশের বাঁশির শব্দে আতঙ্কিত বোধ করে এবং পুলিশের লাঠির দৃশ্য তাদের চোখ-মন-মস্তিষ্ক এবং শরীরের মধ্যে ভয়ঙ্কর এক রসায়ন সৃষ্টি করে। চলতে ফিরতে তারা লাঠি-বাঁশি, দৌড়, জেল-মামলা-হামলা, কোর্ট-কাচারি, জামিন-মুক্তি এবং সংসারের চাল-ডালের চিন্তা একত্রে করতে গিয়ে সব কিছুতে তালগোল পাকিয়ে ফেলে।

উল্লিখিত শ্রেণীর লোকজনকে দেখলে আপনার মধ্যে এক ধরনের দরদ উথলে উঠবে। মনে হবে আ-হারে। আমার যদি ক্ষমতা থাকত তবে লোকগুলোর দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিতাম। আপনার আরো মনে হবে, যদি লোকগুলোকে সম্মান নাও করতে পারি কিন্তু মরে গেলেও অপমান করব না। লোকগুলোর মধ্যে যারা নিরপরাধ তাদের জন্য আপনার দোয়া করতে ইচ্ছে হবে এবং যারা অপরাধী তাদের বর্তমান দুরবস্থার কারণে আপনি হয়তো তাদেরকে লঘু শাস্তি অথবা ক্ষমা করে দেয়ার কথা ভাববেন।

আপনি যদি দেখেন, ক্ষমতাহীন অসহায় লোকগুলোর ওপর ক্ষমতাধররা একটার পর একটা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে যাচ্ছে এবং ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ না পেয়ে ক্ষমতাধরদের জেদ বেড়ে যাচ্ছে; তখন আপনার ইচ্ছে হবে নিজের গালে চপেটাঘাত করতে। আপনি যদি এ রূপটি হতে দেখেন তবে নিশ্চিতভাবে বুঝে নেবেন, ক্ষমতাধররা মিথ্যার বেসাতি করছে এবং চোরাবালির ওপর তাসের ঘর বানিয়ে ওপরে ওপরে দাম্ভিকতা দেখালেও মনে মনে নিদারুণ আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় মরণ যন্ত্রণা ভোগ করছে। আপনি যদি ক্ষমতাধরদের এক দিকে অত্যাচার এবং অন্য দিকে উল্লাস করতে দেখেন তবে বুঝবেন, মানুষ নামক পদটি তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। আপনি যদি তাদেরকে নিরাকার খোদার দোহাই দিয়ে পাথরের মূর্তির সামনে মাথা নত করতে দেখেন তখন ধরে নেবেন, তাদের দিন শেষ হয়ে আসছে এবং তারা সদলবলে ঝড়ের বেগে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

MITU DISABILITY CENTER





ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
686 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

বাইডেন ও মার্কিন গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

আলেক্সি ডি টকভিল (১৮০৫-১৮৫৯) মার্কিন গণতন্ত্রের একজন প্রতিষ্ঠিত ভাষ্যকার। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডেমোক্রেসি ইন আমেরিকা'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ সালে। সেখানে তিনি মার্কিন গণতন্ত্রের গতি-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন। তিনি দেখান যে, বিভিন্ন দেশ ও জাতির অভিবাসীর সমন্বয়ে মার্কিন গণতন্ত্রে সমতা ও সর্বজনীনতা প্রাধান্য পেয়েছে। এটি ইউরোপে ক্রমশ বিকশিত গণতন্ত্র থেকে ভিন্নতর। এ ধরনের নতুন সমাজের জন্য গণতন্ত্রই ছিল জুতসই কার্যব্যবস্থা। বিস্ময়ের ব্যাপার, ঐ গ্রন্থে টকভিল তার নিজ দেশ ফ্রান্সসহ ইউরোপে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে গণতন্ত্রের সার্থকতার শর্ত হিসেবে তিনি নাগরিক বহুত্ববাদকে প্রাধান্য দেন। আমেরিকার নিউ ইংল্যান্ড শহরে তিনি গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেন। জনগণের সার্বভৌমত্বই যে রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস, তিনি তার এ গবেষণা দ্বারা তা প্রমাণ করেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। প্রাতিষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তিনি নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের পরামর্শ দেন। নির্বাচনকে তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেন। এর মাধ্যমে দায়িত্বশীল নাগরিকতা এবং যৌক্তিক দেশপ্রেমের বিকাশ ঘটবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার রক্ষাকবচ হিসেবে তিনি নাগরিক স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক চর্চাকে আরো ভালোভাবে অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন। তিনি মনে করেন, গণতান্ত্রিক সমাজের সার্থকতা নির্ভর করে অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক চর্চায়। তিনি ধর্মকে মূল্যবোধের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। কিন্তু একই সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয় ধর্মের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করেন। সেকালে ইউরোপ থেকে নানা ধর্মের নাগরিকগণ আমেরিকায় বসবাসের জন্য যায়। তাদের মধ্যে বিভাজন এড়াতেই তিনি সম্ভবত এ পরামর্শ দিয়ে থাকবেন। টকভিল তার এসব রাজনৈতিক বিশ্লেষণের চেয়ে সুদূরপ্রসারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সমাজতাত্ত্বিক বিষয়াবলির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক যেসব কারণ মানুষকে বিভক্ত করে, সেই বিভাজন দূর করতে সমাজতাত্ত্বিক কার্যব্যবস্থাকে তিনি শ্রেয় মনে করেন। তিনি বলেন 'সন্দেহ নাই যে, গণতন্ত্র সর্বাধিক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখ নিশ্চিত করে।' এই সুখের মাত্রা নিয়ে গরিব, মধ্যবিত্ত ও অভিজাতদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, গণতন্ত্রে সবচেয়ে যারা শক্তিমান শুধু তারাই শাসন করেন না, 'সকলের তরে সকলে আমরা' বিষয়টি প্রাধান্য পায়। তবে এখানে বিপদের বিষয় হচ্ছে 'টাইরানি অব দ্য মেজরিটি' বা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। তিনি গরিষ্ঠ মতের নিবর্তন সম্পর্কেও সতর্ক করেন।

আলেক্সি ডি টকভিল মার্কিন গণতন্ত্র সম্পর্কে আজ থেকে ১৮৫ বছর আগে যে আশা-আশঙ্কার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তা যেন আজকের কথা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষরা এর বিশালত্ব, বিভাজন ও বৈচিত্র্যের কারণে এমন এক সংবিধান তৈরি করেন, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এসব সমস্যাকে ধারণ, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে বলা হয় সর্বশ্রেষ্ঠ লিখিত সংবিধান। যুক্তরাজ্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু যেসব সমস্যা যুক্তরাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে কখনো কখনো প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে সেসব সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সুলিখিত ও সুনির্দিষ্টকরণকে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান নির্মাতারা সতর্ক থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বড় বৈশিষ্ট্য হলো 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসাধন'। যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোর ক্ষেত্রে সংবিধানকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স বা ক্ষমতার ভারসাম্য বিধান হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। শত শত বছর ধরে সংবিধানটি অনুসৃত হওয়ার কারণে এটি প্রতিষ্ঠানিকতা অর্জন করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মতো যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান যখন-তখন সংশোধন করা যায় না। সংবিধানকে যখন সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়–এই দুই বিভাজনে ভাগ করা হয়, তখন বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। আর গণতন্ত্র হচ্ছে এর প্রাণ। প্রেসিডেন্ট যাতে একনায়কসুলভ আচরণ না করতে পারেন, সেজন্য বিচার বিভাগকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রণীত যে কোনো আইন অধ্যাদেশ ও বিধান সুপ্রিম কোর্টে আপিলযোগ্য। সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার রশি টেনে ধরার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ইউএস কংগ্রেসকে। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপরিষদকে বলা হয় 'সিনেট'। আর নিম্নপরিষদকে বলা হয় 'হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ'। তাদেরও রয়েছে নিজস্ব পৃথক পৃথক ক্ষমতা। সংবিধানের আর্টিকেল-১ ও সেকশন-১-এ বলা হয়েছে 'সকল আইনগত ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে নিহিত।' প্রেসিডেন্ট-প্রদত্ত যে কোনো নিয়োগ ও তার বিবিধ কার্যাবলি সিনেট ও 'হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ' দ্বারা বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত। অন্তর্ভুক্ত ৫০টি 'এস্টেট' বা রাজ্যের রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা। প্রতিটি রাজ্যের নির্ধারিত নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে। আবার নাগরিক সাধারণেরও প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এভাবে অঞ্চল ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। এসব করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখন্ডতা ও জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নয়। একটি নির্দিষ্ট ইলেকটোরাল কলেজ বা নির্বাচকমন্ডলীর প্রতিনিধিত্ব দ্বারা। বিষয়টি কিছুটা জটিল প্রকৃতির। এবারের নির্বাচন থেকে এই জটিল প্রকৃতির কিছুটা আঁচ পাওয়া গেছে।



যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্র, সেহেতু এই নির্বাচনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ বিশ্ববাসীর। একক পরাশক্তি হিসেবে পৃথিবীর শান্তি ও স্থিতিশীলতা নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের ওপর। আমেরিকান নেতৃত্ব যদি হয় শান্তিবাদী, তাহলে পৃথিবীর চিত্র হবে একরকম। আবার তিনি যদি হন হস্তক্ষেপপ্রবণ তাহলে পৃথিবী অশান্ত হয়ে উঠতে পারে। উড্রো উইলসনকে মনে করা হয় আমেরিকার সবচেয়ে শান্তিবাদী প্রেসিডেন্ট (১৯১৩-১৯২১)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানে ও জাতিসংঘ গঠনে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। আরেকজন শান্তিবাদী প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড। ইরানের ইসলামিক বিপ্লবের সময়ে সরাসরি হস্তক্ষেপে বিরত থাকেন। তার এই ভূমিকার জন্য দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হতে ব্যর্থ হন। উল্লেখ্য যে, মার্কিন সংবিধানে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগে যতটা ক্ষমতা ভোগ করেন ততটা ভোগ করেন না অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে। মার্কিন অঙ্গরাজ্যগুলো অনেকটাই স্বশাসিত। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের চেয়েও বেশি ক্রিয়াশীল। সংবিধান কর্তৃক গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতার সীমারেখা নির্ণীত হওয়ার কারণে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সীমাবদ্ধ। যখনই ক্ষমতার সীমারেখার ক্ষেত্রে বা গণতান্ত্রিক বিধিবিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘিত হয় তখনই বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই ধরনের বিরোধ নিরসনের সক্ষমতা সংবিধান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও নেতৃত্বের রয়েছে। এক্ষেত্রে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি ব্যতিক্রম। বিগত চার বছরে যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো তার ভূমিকার কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের সর্বজনীন ও সমানাধিকারের নীতির ব্যতিক্রম ঘটে। তিনি মূল আমেরিকান নাগরিক ও অভিবাসীদের মধ্যে বিরাজমান চিরাচরিত ঐক্য ও সংহতির বদলে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ান। যুক্তরাষ্ট্রকে বলা হয় অভিবাসীদের রাষ্ট্র। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে সমবেত হয়েছে মানুষ। সাম্প্রতিক কালে অভিবাসীদের ক্রমবর্ধমান অবস্থান গোড়া শ্বেতকায়দের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘকাল থেকে গড়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের আদর্শ ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচারণায় প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, ট্রাম্প তার যাপিত জীবনের মাধ্যমে যা প্রদর্শন করেছেন তা গণতন্ত্র নয় বরং অন্যকিছু। তার বক্তৃতার ভাষা, মানুষের প্রতি আচরণ এমনকি সমগ্র আমেরিকান জনগণের প্রতি তার আহ্বানে এটা কখনোই প্রমাণিত হয়নি যে, তিনি জীবনাচরণে গণতন্ত্রকে ধারণ করেন। অন্যদিকে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জীবনাদর্শে ও শাসনব্যবস্থায় যে গণতন্ত্রকে পথনির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন তা স্পষ্ট। তবে ট্রাম্প যে ক্ষত সৃষ্টি করেছেন তা সুচিকিৎসা করতে অনেকদিন সময় লাগবে। তৃতীয়ত, 'আমেরিকা ফার্স্ট' বলে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে নাগরিক সুবিধার কথা বলেছেন তা দৃশ্যত অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু এর মাধ্যমে অভিবাসী জনগণ, ধর্মীয় গোষ্ঠী, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তথা গোটা বিশ্বের সেবার পরিবর্তে যে বিরূপতা সৃষ্টি হয়েছে তা অগ্রহণযোগ্য। পঞ্চমত, দীর্ঘকাল ধরে একই ধারায় পরিচালিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি। কিন্তু ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে পৃথিবীব্যাপী আমেরিকান সহায়তা যেভাবে হ্রাস করেন তা সেবার মানসিকতার পরিবর্তে শক্তি প্রয়োগের মানসিকতার প্রমাণ দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনে বৈশ্বিক সহায়তা এবং অবশেষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সদস্যপদ প্রত্যাহার করে ট্রাম্প সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন। ষষ্ঠত, বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও মার্কিন মিত্রদের প্রতি তিনি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে ব্যয় হ্রাসের চাপ দিয়েছেন তা ন্যাটোকে খাটো করেছে। ইউরোপের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মনে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সপ্তমত, কূটনৈতিক সমাধানের পরিবর্তে তিনি যে শক্তি প্রয়োগের কৌশল অবলম্বন করেছেন তা শান্তির পরিবর্তে স্থায়ী উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। ইরান তার উজ্জ্বল উদাহরণ। অষ্টমত, ঐক্যের বদলে বিভেদ সৃষ্টি করে তিনি আরব বিশ্বকে বিভক্ত করেছেন। নবমত, খাশোগি হত্যা মামলায় সৌদি যুবরাজকে প্রশ্রয় দিয়ে তিনি ন্যায়ের ব্যতিক্রম করেছেন। দশমত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত ভঙ্গ করেছে, তা হচ্ছে নির্বাচনে গণরায়কে অস্বীকার করা। তৃতীয় বিশ্বে যে মামলার মানসিকতা অহরহ লক্ষ করা যায়, তা ট্রাম্পকে পেয়ে বসেছে।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মিয়ানমারের ভূকৌশলগত গুরুত্ব

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

মো: বজলুর রশীদ

যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট মাইক পম্পেও ও প্রতিরক্ষা সচিব মার্ক এসপার ভারত সফর করেছেন। এসপার সফর শেষে চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন। সফরটি চীনসহ বিশ্বকে তোলপাড় করেছে, গুরুত্বের কারণে। কূটনীতিকরা বিশ্বাস করেন, এ সফরে ভারতের নিরাপত্তা, সমরকৌশল ও আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। চীনের বিরুদ্ধে একটি বলয় তৈরির জন্য যুক্তরাষ্ট্র 'কোয়াড'কে কার্যকর এবং কোনো সামরিক মোর্চা তৈরির সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। ভারত ও চীনের মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা যুক্তরাষ্ট্র-চীন উত্তেজনার মতোই শক্তিশালী। এমন উত্তপ্ত সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান মনোজ বিক্রম নারাভানে ও বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা মিয়ানমার সফর করেন পম্পেও-এসপার ভারতে পৌঁছার কিছু আগে। এ সফরটি অনেকটা অখ্যাত থেকে যায় আগের সফরের ডামাডোলের কারণে। লাদাখে ভারত যখন চীনের সাথে মোকাবেলায় ব্যস্ত তখন মিয়ানমার এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী ও আতঙ্কবাদী সংগঠনগুলোর কার্যক্রমে দৃষ্টি রাখা উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন হয়ে উঠেছে।

ভারতের উত্তর-পূর্ব বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে বহু আগে থেকে মিয়ানমারের বিদ্রোহীদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ বিদ্রোহীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কাচিন ইনডিপেনডেন্স আর্মি। বিদ্রোহী দলগুলো মিয়ানমার সীমান্ত এলাকায় চীনের ইউনান প্রদেশের সাথে সংযুক্ত। রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সমস্যার বিস্তৃতির পর মিয়ানমার চীনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এভাবে চীন-মিয়ানমার সীমান্ত সশস্ত্র বিদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপের আখড়ায় পরিণত হয়। ভারতের আসামের 'উলফা' ও নাগাল্যান্ডের বিদ্রোহী দলগুলো চীনের ইউনানেও ঢুকে পড়ে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। ইউনান প্রদেশ মিয়ানমার, ভিয়েতনাম ও লাওসের সীমান্তের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। তাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে রয়েছে একট ভিন্ন মাত্রা। নতুন বর্ষে পানি খেলার বিষয়টি ইউনান ছাড়াও থাইল্যান্ড, মিয়ানমার ও লাওসে বহুল প্রচলিত। ইউনানের লোকজন মনে করে, 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' প্রকল্প তাদের জীবনধারার উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। থাইল্যান্ড, মিয়ানমার ও চীনের ইউনানের মধ্যে অনেক বিষয়ের মিল; যেমন খাবার, সামাজিক অনুষ্ঠান, নির্মাণশৈলী, পোশাক। চীনের এ অঞ্চলটির আসিয়ান দেশের সাথে মিল রয়েছে অনেক কিছুতে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জন্য ইউনান যেন স্বর্গ। ভারতের অভিযোগ, সেখানে ওরা প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র পেয়ে থাকে। মিয়ানমারে ২৬টি নৃতাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতাবাদী দল সংগ্রামরত। কাচিন ইনডিপেনডেন্স আর্মির ১৫ হাজারের ওপর শক্তিশালী প্রশিক্ষিত সেনা রয়েছে, যারা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সামনাসামনি যুদ্ধ করতে পারঙ্গম। ইউনাইটেড স্টেট আর্মির ২৫ হাজার সেনা রয়েছে; তারাও মিয়ানমার সেনাদের সাথে যুদ্ধরত। এটা আজকের কোনো কাহিনী নয়। অনেক দশক ধরে চলছে। এসব বিচ্ছিন্নতাবাদী ও আতঙ্কবাদীরা মিয়ানমারের প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে কাজ করতে সক্ষম। মিয়ানমারের সরকারবিরোধী জনগণও এসব বিদ্রোহীকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে এবং তথ্যবিনিময় করে। চীন রাজনৈতিক কারণে ভারত ও মিয়ানমারকে চাপে রাখার জন্য এ দলগুলোকে সহায়তা করে মর্মে উভয় দেশ অভিযোগ করে আসছে। চীন কাজের সুবিধার জন্য এসব দলের সাথে সংযোগ রক্ষা করে এবং তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি দেখার জন্য একজন পদস্থ 'অ্যামবেসেডর' ও লিয়াজোঁ অফিস রয়েছে বলে ভারতের অভিযোগ। মিয়ানমারের নতুন সংবিধান রচনা করার কাজে এই অফিসও সহায়তা করে থাকে বলে মিয়ানমার সূত্রে প্রকাশ। চীন মিয়ানমারের উন্নয়নের জন্য হেন কোনো সেক্টর নেই যেখানে সহায়তা করছে না।

এ সুবাদে চীন মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের সাথেও জড়িয়ে পড়েছে। মিয়ানমারের বন্দর, বাঁধ, রাস্তা, ব্রিজ, দামি পাথর সংগ্রহে খনির কাজ এবং খনিজ সম্পদ আহরণে চীন আর্থিক সহায়তা এবং বেইজিংয়ের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত দক্ষ ঠিকাদাররা কাজ করে থাকে। সহায়তাকারী চীনের বিরুদ্ধে মিয়ানমার কোনো আওয়াজ তোলেনি। সম্প্রতি কালাদান করিডোর রোড প্রজেক্টে কর্মরত পাঁচজন ভারতীয় প্রকৌশলীকে আরাকান আর্মির সদস্যরা তুলে নিয়ে যায়। কালাদান করিডোর ভারতের মিজোরাম ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দুর্গম স্টেটকে বঙ্গোপসাগরে মিয়ানমারের সিত্তুয়ে বন্দরের সাথে সংযুক্ত করছে। (এটা চীনের জন্য বড় দুসংবাদ, চীন যেন দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষেছে। ওই বন্দরে চীন নৌঘাঁটি করার চূড়ান্ত উদ্যোগ নিয়েছে। আমেরিকাও ভারত মহাসাগরে নৌবাহিনীর আধিপত্য বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন দেশের সাথে আলাপ চালাচ্ছে। এমন সময়ে কালাদান করিডোরকে চীন সহজভাবে নিচ্ছে না।) সিত্তুয়ে বন্দর কলকাতার মালামাল পরিবহনের জন্য সুবিধাজনক। বন্দরটি ভারতীয় সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে।

সম্প্রতি রাশিয়া সফরে মিয়ানমারের সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লিং রাশিয়ান স্টেট টিভির শোতে বলেন, এক বড় শক্তি আরাকান বাহিনীকে সহায়তা করছে। আরাকান বাহিনী যে অস্ত্র ব্যবহার করছে সেগুলো চীনের তৈরি। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে এরা গোপনে তৎপরতা চালায়। এখানে রোহিঙ্গারাও রয়েছে মর্মে মিয়ানমার অভিযোগ করেছে। বঙ্গোপসাগরে মিয়ানমারের সমুদ্রপাড়ে ভারত আস্তানা গাড়ছে। ভারতের ONGC তেল এলাকা অনুসন্ধান সমীক্ষা চালাচ্ছে। সিত্তুয়ে বন্দরেও ভারত রয়েছে। এটিও বঙ্গোপসাগরের তীরে। মিজোরামের পণ্যবহন এবং বঙ্গোপসাগর দিয়ে কলকাতা বন্দরের সাথে যোগাযোগ–এসবই প্রয়োজন ভারতের।

চীন ৭.২ বিলিয়ন ব্যয় করে বঙ্গোপসাগরের কিউকপিউ বন্দরে গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন এবং ইউনান প্রদেশের সাথে একে সংযুক্ত করতে চায়। ভারতের তৈরি করা সিত্তুয়ে বন্দর ও কিউকপিউ বন্দর বেশ কাছাকাছি। কিউকপিউ বন্দর কি শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দরের মতো ঋণের ফাঁদে জড়াবে? মিয়ানমার যদি চীনাদের কৌশলে ভীত হয় তা হলে তারা কি কোয়াডের দলে ভিড়বে? এমনি এক জটিল আবর্তে মিয়ানমার ধুঁকছে। এগুলোর সাথে সংযুক্ত হয়েছে রোহিঙ্গাদের সাথে যে বর্বরতা দেখানো হয়েছে, সেটি। ভারত ছাড়া সবাই এর বিরোধিতা করেছে, রোহিঙ্গাদের সাথে অসৎ আচরণ সু চির খেতাব কেড়ে নিয়েছে এবং তাকে অপদস্থ হতে হয়েছে। মিয়ানমার মনে করে, ভারতের কোলেই শান্তি! তা হলে কি মিয়ানমার কৌশলগত অবস্থা পরিবর্তন করবে?

মিয়ানমারের অবস্থান এমন যে, বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে সম্পর্ক রয়েছে অন্যান্য আসিয়ান দেশের সাথেও গভীরভাবে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর একটি হলো মিয়ানমার। 'কোয়াড' আসিয়ান বা দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানের জন্য বহুদিন ধরে হা করে বসে আছে। মিয়ানমারকে দলে ভেড়াতে ভারত বহুদিন ধরে বেসরকারি কোম্পানিকে সংগঠিত করার প্রয়াস নিয়েছে। মিয়ানমারের সাথে সামরিক (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372



Sultan's Dine
সুলতান ডাইন سلطان داين

SULTAN 001

বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika 25% off
অফারটি পেতে পত্রিকাটি সাথে আনুন

যে কোন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান,
ক্যাটারিং, টেইক আউট, ডাইন ইন-এর বিশ্বস্ত নাম

অভিজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট ও
শেফ-এর তত্বাবধানে পরিচালিত

সুলতান ডাইন-এ পাবেন সত্যিকারের স্বাদ। দোসা, থালি, বেঙ্গলি রিচ ফুড, স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি, মোরগ পোলাও, বিফ রেজালা, চিকেন টিক্কা বিরিয়ানি, আফগানি কাবাব, তান্দুরি কাবাব। পাবেন স্পেশাল ডিশ বিয়ে বাড়ির রোস্ট পোলাও। পাবেন পুরান ঢাকার খাবার সাথে ট্রেডিশন বোরহানি।

শতভাগ হালাল খাবার আমরা পরিবেশন করে থাকি।

● নিরিবিলি পরিবেশ ● রয়েছে পার্কিংয়ের সু-ব্যবস্থা।

সর্বনিম্ন ১৫ ডলারে দেয়া হয় ফ্রি ডেলিভারি।

Phone: (718) 846-2513
E-mail- sultansdineny@gmail.com
110-23 Jamaica Avenue, Richmond Hill, NY 11418
সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সপ্তাহের ৭দিনই খোলা আমাদের রেস্টুরেন্ট।

ভ্রমণ সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service Is Our Goal

Hajj & Umrah Specialist

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে ওমরাহ্‌র সুযোগ নিন
ওমরাহ্ ভিসা ও হোটেলের ব্যবস্থা করে থাকি

Emirates · KUWAIT · IATA · QATAR · Biman BANGLADESH AIRLINES · TURKISH AIRLINES · SAUDIA

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই
দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

১০০% সীট কনফার্ম করার পর টিকিট বিক্রয় করে থাকি

Placid Express
WORLDWIDE MONEY TRANSMITTER

Mowlana M K Rahman Mahmud
President & CEO
Tel: 718-205-3270
718-205-2677
Cell: 646-322-1654
718-205-3271

দ্রুত ও বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর
৩০টি দেশে অর্থ পাঠানোর সু-ব্যবস্থা

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza) Jackson Heights, NY 11372,
Email: rahmaniatravel@yahoo.com

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!



আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

স্মৃতির মণি-মাণিক্য

মমতাজ বিলকিস

সাংবাদিকতায় এসেছিলাম ১৯৭৩ সালে। চাকরি জীবনের শুরুতেই এ ইউ এম ফখরুদ্দীন সাহেবের মতো সৎ, সাহসী, বিনয়ী, সৃজনশীল একজন শিক্ষক পেয়েছিলাম। অধুনালুপ্ত 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় সেই সময় সম্পাদক ছিলেন আলহাজ শামসুল হুদা। তিনি লিখিত ইন্টারভিউ নিয়ে আমাকে বললেন, তুমি ফিচার পেজে কাজ করো। মাহবুবুল আলম ভাই ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক। তিনিও একমত হলে আমি ফিচারে যোগ দিলাম। সেখানেই পেলাম ফিচার এডিটর ফখরুদ্দীন সাহেবকে। এর পর থেকে ছেচল্লিশ বা সাতচল্লিশ বছর একসাথে পথ চলা। এমন জ্ঞানপিপাসু মানুষ যেমন কম দেখেছি, তেমনি নিজের প্রতি এতটা উদাসীন কেউ হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হতো না।

১৯৫৯ সালে রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাইয়ের পরিচালনায় ইত্তেফাকের কেন্দ্রীয় 'কচিকাঁচার মেলা'র আহ্বায়ক হিসেবে পত্রিকাটির সাথে তিনি যুক্ত হন। সেই থেকে লেখালেখির শুরু। দেশের প্রায় সব ইংরেজি দৈনিকে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। শিল্প-সাহিত্যসহ নানা বিচিত্র বিষয়ে তার অজস্র লেখা প্রকাশ পেয়েছে। দেশ ও জাতির উদ্দেশে কল্যাণমূলক সম্পাদকীয় লিখেছেন অসংখ্য। বাংলা ভাষায়ও অসামান্য দখল ছিল। বলতেন, মাতৃভাষা যে যত ভালো জানবে সে অন্য ভাষা তত সহজে রপ্ত করতে পারবে।

তিনি ছিলেন লন্ডনের ডেইলি মিররের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নানা কৌশলে লন্ডনে পাঠাতেন। ১৯৭১-এর এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে একটি প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য গ্রামগঞ্জ ঘুরে ঢাকায় এলে কবি আহসান হাবীব এবং কবি শামসুর রাহমান উনাকে জানালেন চিত্রালীর সম্পাদক পারভেজ ভাই বলেছেন, ফখরুদ্দীন যেন ঢাকায় না আসে, তাকে সামরিক গোয়েন্দারা খুঁজছে। একথা জানার পরও তিনি কর্তব্য থেকে একচুলও সরে না গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ব্রিটিশ হাইকমিশনের তথ্য বিভাগের কর্মকর্তা হক ভাইয়ের (অবজারভারের সাবেক সহসম্পাদক) কাছে এনেক্স ভবনে (ডিআইটি ভবনের পূর্বপাশে) ছুটে গেলেন। তারা একসাথে দেখা করলেন ডিরেক্টর হ্যাজেল সাহেবের সাথে। এরপর প্রতিবেদনটি পাঠানো সম্ভব হয়েছিল। এভাবে তিনি যুদ্ধকালীন সংবাদ বিদেশে পৌঁছে দিয়ে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন, যা সবিস্তারে লেখা হয়েছে ডেইলি মিররের তৎকালীন চিফ ইন্টারন্যাশনাল করেসপন্ডেন্ট জন পিলজারের 'দ্য হিরোজ' গ্রন্থে (প্রকাশক : জোনাথন কেপ, লন্ডন, ১৯৮৬)।

সংবাদপত্রের প্রধান কর্তব্য সমাজের সব অসঙ্গতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি জনসমক্ষে প্রকাশ করে প্রকারান্তরে শাসকবর্গকেই সহায়তা করা। যেন ওরা সুশাসন ও জনকল্যাণে মনোযোগী হন। এ আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে সম্পাদকরা বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার হয়েছেন, জেল জুলুম ভোগ করেছেন। ওই সব সাহসী কলম যোদ্ধাদের অনুসরণে গড়ে উঠেছিল ফখরুদ্দীন সাহেবের সাংবাদিক জীবন ও মানসিকতা।

আলাদা একটা জগতে বিচরণ করতেন ফখরুদ্দীন সাহেব। যেখানে কেবল বই আর বই। শব্দের সমুদ্রে অবগাহন করে প্রশান্তি পেতেন। এহেন বিষয় নেই যার ওপর তার পড়াশোনা ছিল না। আবার অন্যকে অকাতরে শেখানোর মধ্যেও পরম তৃপ্তি পেতেন। বন্ধুবান্ধব কিংবা সহকর্মীদের সাথে তার আলাপচারিতায় বেরিয়ে আসত



অজানা তথ্য বা ইতিহাস। আমি সমৃদ্ধ হতাম। কখনো এসবের কিছু তথ্য নোট করে রেখেছি। পরে নিজের কোনো লেখায় তা ব্যবহার করেছি। উনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, 'তুমি এটি জানলে কিভাবে? এটা জানতে তো অনেক স্টাডি করতে হয়, তোমার তো সেই সময় নেই। ভুলে যেতেন কবে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলেন।

এমনও হয়েছে যে, একটা শব্দের অর্থ জানতে গেছি। উনি শব্দের অর্থসহ নানা ব্যবহার এমনকি এর সূত্র ধরে নানা দেশের সাহিত্য কিংবা ইতিহাসেও পৌঁছে যেতেন। সে দিন আমার হাতে সব কিছু শোনার মতো সময় ছিল না। আমি রান্নাঘর, খাবার ঘর দৌড়ে দৌড়ে কাজ করছি– অফিসের সময় হয়ে আসছে কিংবা সন্তানদের খাবার দিতে হবে। উনি আমার পেছনে ঘুরে ঘুরে আমাকে শেখাতেন। কখনো বিরক্ত হয়ে বলতেন, কিছু জানতে চেয়ে অর্ধেক শুনে চলে আসো কেন? বললাম, চুলায় রান্না, পুড়ে যাবে তো। তার জবাব হতো, চুলা বন্ধ করে এসো আমি আজ খাবো না, তবু তুমি শেখো।

দুর্ভাগ্য, সেসব মণিমুক্তা গ্রহণ করতে পারিনি। নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে তত ভাবিনি। মনে একটাই তাগিদ ছিল, একজনকে তো সংসারের হাল শক্ত হাতে ধরতে হবে।

জীবনে কত শত রাত তিনি জেগে কাজ করেছেন তার হিসাব নেই। যখন কম্পিউটার যুগ আসেনি তখন কোনো দিন অফিস থেকে রাত দেড়টা-দুইটার আগে বাসায় ফেরেননি। পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বেরোলে তো বাসায় আসতে ভোর হয়ে গেছে। ইদানীং আমি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে দেখেছি বহুদিন তিনি কম্পিউটারে বসা। পরদিন সকালে উঠে তাকে একইভাবে একই অবস্থায় পেয়েছি।

এত সাদাসিধে চলেছেন তিনি, কোনো দিন একটা দামি জামা কাপড় নিজের জন্য কেনেননি অথচ আমাদের সেরা জিনিসটি কিনে দিতেন। সন্তানদের জন্য অনেক দামি খেলনা কিনে আনতেন। নিজের জন্য বরাদ্দ ছিল বইয়ের বাজেট। বেতন পেয়ে আগে গেছেন বইয়ের দোকানে আগের অর্ডার করা বই আনতে।

তখন বাসায় একটিমাত্র বইয়ের আলমারি ছিল। দেয়ালের তাকের শো পিস সরিয়ে রাখা হয়েছে বই। এরপরে দেয়ালে ক্ল্যাম্পের সাহায্যে তক্তা লাগিয়ে বই রেখেছি। এক দিন একসাথে অনেকগুলো বই নিয়ে এলে আমি বিরক্তি দেখিয়ে বললাম, কবে থেকে বলছি বই রাখার জন্য আলমারি কেনো। এরপরে আলমারি না এনে যদি বই আনো তা হলে বই পুড়িয়ে দেবো। এটি ছিল কেবল কথার কথা। কিন্তু এডিটর মানুষ শব্দের আক্ষরিক গুরুত্ব দেয়াই স্বাভাবিক। ফলে যা হওয়ার তাই হলো, আমাকে ভীষণ তিরস্কার করলেন, এ কথা কিভাবে বললে? একজন শিক্ষিত মানুষ হয়ে বই পুড়িয়ে দেয়ার কথা বলতে পারলে! এই কষ্টটা তার মনে অনেক দিন ছিল।

নিজেকে আড়ালে রাখতেই পছন্দ করতেন। কারো সাথে নতুন পরিচয় পর্বে আপনি কোথায় আছেন, কী করেন এমন প্রশ্নের উত্তরে লাজুক একটা হাসি দিয়ে বলতেন, এই আছি আর কী, একটা পত্রিকায় কাজ করি।

জীবনে যা লিখেছেন সেগুলো একত্র করলে কম করে হলেও ৫০টি বই হবে। কিন্তু লেখা পর্যন্তই উনার দায়িত্ব শেষ। লেখাগুলো যে গুছিয়ে রাখতে হবে সেটি তিনি ভাবতেনও না।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি একখানা দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন। যে গানে বাংলার ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য নতুন করে ফুটে ওঠে। প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক আলাউদ্দীন আলীর সুরে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী লিনু বিল্লাহর কণ্ঠে গানটি বিটিভিতে প্রথম পরিবেশিত হয়। পরে শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীনের কণ্ঠে কোটি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে যায়। আরো পরে শিল্পী আবেদা সুলতানা, ফেরদৌস আরা, ফাহমিদা নবীর কণ্ঠে গানটি রেকর্ড করা হয়। ১৯৮৪ সালে, ২৯/১ পরীবাগ শাহ সাহেব লেন থেকে প্রকাশিত গীতি কবি সংসদের সঙ্কলনে গানটি প্রকাশিত হয়। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের বাংলা দেশাত্মবোধক গান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৯১ সালে। জাগরণ সংস্কৃতিচর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে ২০০৯-এর 'বিজয়-দিবস' উদযাপন উপলক্ষে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শিখা চিরন্তনের মঞ্চে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান গানটির গীতিকার আবুল ওমরাহ ফখরুদ্দীনকে সম্মাননা দেয়া হয়।

১৯৭৯ সালে উনার বাল্যবন্ধু সাপ্তাহিক বিচিত্রার নির্বাহী সম্পাদক শাহাদাত চৌধুরী তাকে বলেছিলেন, কবিরা আত্মভোলা হয় জানি তবে, তোমার মতো ভোলানাথ দেখিনি বাবা। তোমার গানটা যে ছিনতাই হয়ে গেছে, খবর রাখো? শাহাদাত ভাই টাইপ করা একখানা কাগজ দেখালেন, যাতে লেখা ছিল 'গানের স্বত্ব এবং বাণিজ্যিক বেতার-৪ (অনুষ্ঠান ১০-৭৯-১৩১২-২২ এবং ২৯-১১-৭৮... জামান); (পুরো নামটা তিনি আমাকে বলেননি)। পরবর্তীতে বেতার তাদের ভুল শুধরে নেয়। এরকম আরো ঘটনা ঘটেছে ওই গান নিয়ে। তিনি খুব একটা আমলে নেননি।

সাংবাদিক ফখরুদ্দীন সম্পর্কে লেখার মতো উপযুক্ত আমি নই। এরই মধ্যে সোস্যাল মিডিয়ায় অনেক গুণীজন তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। সেসব লেখা থেকে নতুন প্রজন্মের অনেকেই তাকে চেনার সুযোগ পেয়েছে। সৎ ও প্রতিভাবান মানুষগুলোকে নতুনদের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদেরই। একজন আত্মনিবেদিত ও গুণী লেখক হিসেবে এটুকু ভালোবাসা তো সাংবাদিক, লেখক, গীতিকার এ ইউ এম ফখরুদ্দীন পেতেই পারেন।

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

বেগমপাড়ার ভূত ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ

ফারুক ওয়াসিফ

প্রথমে যাওয়া শুরু করলেন শ্রমিকেরা। তাঁরা ফিরে আসেন, টাকাও পাঠান। তাঁরা দেশের ভরসা। শিল্পীরা নাকি ভবিষ্যতের আভাস আগেভাগেই পান। নব্বই দশক থেকে যেতে থাকলেন অভিনয়শিল্পী-গায়ক ও সাহিত্যিকেরা। সাংস্কৃতিকভাবে তা দেশকে দুর্বল করেছে।

এরপর যাওয়া শুরু করলেন টাকাওয়ালা মানুষেরা। কেউ কেউ যাওয়া-আসার মধ্যে থাকলেও এখন বেশির ভাগই অন্য ভুবনের স্থায়ী বাসিন্দা। প্রবাসী শ্রমিকেরা বাদে বাকিদের অধিকাংশই এখানে বানানো সম্পদ এখন বিদেশে রাখা শুরু করেছেন। দেশে তৈরি হওয়া এসব সম্পদ পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন সম্পদ তৈরি করে না, চাকরির সুযোগ বাড়ায় না।

কানাডার বেগমপাড়ার কথা এখন কে না জানে? পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কিছু ধনী ও অতি ধনীর দ্বিতীয় ঠিকানা সেটা। কষ্ট করে টাকা বানাতে তাঁরা কষ্ট করে দেশে থাকবেন বটে। তবে তাঁদের দারা-পুত্র-পরিবার সেই টাকায় বিদেশে আলিশান জীবন কাটাবেন। কোনো মুশকিল নাই। যত দিন টাকা বানানো যাবে, তত দিন সাহেবেরা থাকবেন দেশে আর বেগমেরা থাকবেন বিদেশে। কিন্তু এখন সাহেবদেরও দেশ ছাড়ার খবর নিয়মিতই শোনা যাচ্ছে। স্বয়ং পররাষ্ট্রমন্ত্রীও বেগমপাড়ার বিপদ স্বীকার করেছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন সম্প্রতি বলেছেন, প্রাথমিক যে তথ্য তাঁরা পেয়েছেন তাতে তাঁরা দেখেছেন যে টাকা পাচারের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদের সংখ্যাই বেশি। তাঁর ভাষায়, 'প্রাথমিকভাবে কিছু সত্যতা পেয়েছি। মনে করেছিলাম রাজনীতিবিদদের সংখ্যা বেশি হবে। কিন্তু দেখা গেল রাজনীতিবিদ চারজন। সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা বেশি। এ ছাড়া কিছু ব্যবসায়ী আছে।' ২৮টি ঘটনার তথ্য তাঁরা পেয়েছেন যেগুলোর মধ্যে সরকারি কর্মচারীই বেশি। তাঁর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম, কেবল ঋণখেলাপি, লুটেরা ব্যবসায়ীরাই নন, অনেক সরকারি কর্মকর্তাও বেগমপাড়ায় ঠিকানা করে নিয়েছেন। এই যাওয়া চাকরি বা ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন বাড়াবার যাওয়া না। এই যাওয়া সম্পদ পাচারের জন্য দেশত্যাগ। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির হিসাবে, ২০১৫ সালে বাণিজ্যে কারসাজির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ছয় বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। জাতিসংঘের সংস্থা আঙ্কটাডের হিসাবে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের করের ৩৬ শতাংশই পাচার হয়।

কেবল বেগমেরা নন, সাহেবেরাও এখন প্রাণপ্রিয় স্বদেশে থাকা সাব্যস্ত করছেন না। অনেক বড় শিল্পগোষ্ঠী তাদের ব্যবসা ও অফিস নিয়ে যাচ্ছে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ায়। অনেকে সম্পদ সরিয়ে নিয়ে গেছেন ইউরোপ-আমেরিকা-কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায়। এটা শুধু বাংলাদেশের ঘটনা না। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জি-সেভেনভুক্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই প্রবণতার বাড়াবাড়ির কথা জানিয়েছে।

> **উন্নয়নের কান্ডারিরাও এভাবেই পগারপার হবেন। কিন্তু যাঁদের যাওয়ার মতো আর কোনো দেশ নেই, তাঁদের তো এমন বাস্তবতা লাগবে, যেখানে বৈধভাবে টাকাও বানানো যাবে এবং সেই টাকা বিনিয়োগ করে আরও লাভবান হওয়ার সুযোগও থাকবে। এভাবে যে কর্মসংস্থান তৈরি হবে, তা যুবকদের ভূমধ্যসাগরের ভেলায় কিংবা বসনিয়ার জঙ্গলে পাড়ি দেওয়া ঠেকাবে।**

গরিব মানুষ কেন সীমান্ত পার হয়, কেন জঙ্গলে বা সাগরে ঘুরে বেড়ায়; তার ব্যাখ্যা আমরা জানি। দেশে উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা নেই কিংবা যা আছে তাতে ভাগ্যবদল হয় না বলেই তাঁরা দেশ ছাড়েন। কারও হয়তো বিক্রি করার মতো জমি আছে, কিন্তু বিনিয়োগের নিশ্চিত ক্ষেত্র তাঁদের সামনে নেই। তারপরও গরিবের এই ছাড়া চিরতরে ছাড়া না। অভিবাসী শ্রমিকদের প্রায় সবাই-ই ফিরে আসেন। কিন্তু এলিট মহলের লোকেদের আপাতত ফেরার সম্ভাবনা কম। বিপুল পরিমাণ টাকা তছরুপ করা পি কে হালদারের মতো লোকেরা হয়তো অনুকূল সময়ে আবার ফিরতে পারেন। অনেকেই হয়তো দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ লোপাটের অভিযোগ মাথায় নিয়ে ফিরতেই চাইবেন না।

উন্নয়নশীল দেশের ক্ষমতাবানেরা স্বদেশে আর ভবিষ্যৎ দেখতে পান না কখন? কখন তাঁরা বিনিয়োগ তুলে নিয়ে যান, বিনিয়োগকারী কোটায় অন্য দেশে নাগরিকত্ব কেনেন। দেশে আর পরিবারও রাখেন না? এর শেষ ধাপ হলো সেই অশুভক্ষণ, যখন তাঁরা স্বদেশের নাগরিকত্বও ত্যাগ করেন–যদি দ্বৈত নাগরিকত্বের সুযোগ না থাকে।

সমস্যাটাকে কেবল দুর্নীতির গণ্ডির মধ্যে আর ফেলে দেখা যাবে না। এটা দেশের অস্তিত্বের সমস্যা। রাজনৈতিক দিক বাদ দিয়েও বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক জায়গা থেকে প্রশ্ন জাগে, কখন দেশের সবচেয়ে ধনবান-ক্ষমতাবান নাগরিকেরা আর দেশে থাকা সমীচীন মনে করেন না? উন্নয়নশীল দেশের ক্ষমতাবানেরা স্বদেশে আর ভবিষ্যৎ দেখতে পান না কখন? কখন তাঁরা বিনিয়োগ তুলে নিয়ে যান, বিনিয়োগকারী কোটায় অন্য দেশে নাগরিকত্ব কেনেন। দেশে আর পরিবারও রাখেন না? এর শেষ ধাপ হলো সেই অশুভক্ষণ, যখন তাঁরা স্বদেশের নাগরিকত্বও ত্যাগ করেন–যদি দ্বৈত নাগরিকত্বের সুযোগ না থাকে। এই গল্পের সাহেব-বিবিদের সংখ্যা এখন চিন্তার চেয়েও বেশি, জানাশোনার চেয়েও ব্যাপক। এসবের অর্থ কি এই, দেশের এলিট মহলে এই ভাবনা গেড়ে বসেছে যে এই দেশের ভবিষ্যৎ নেই? এখানে তাঁদের বানানো টাকা নিরাপদ না? নাকি এই পরিমাণ দুর্নীতি করেছেন যে ভবিষ্যতে জবাবদিহির ভয়ে পালাচ্ছেন? তাঁরা আর এই দেশটাকে 'আপন' ভাবতে পারছেন না? সে কারণেই কি বেগমপাড়ার মতো ঘটনার জন্ম?

অর্থনীতিবিদেরা দুর্নীতির বিভিন্ন মাত্রা চিহ্নিত করেছেন। এর শেষ ধাপ হলো আত্মঘাতী দুর্নীতি। অতিমাত্রায় দুর্নীতির কারণে যখন আইন-রাজনীতি-প্রতিষ্ঠান ও নিরাপত্তা ভেঙে পড়তে থাকে, তখন পুঁজি অধিকতর নিরাপদ দেশের দিকে যাত্রা করে। রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের যেসব কলকবজা ব্যবহার করে এসব দুর্নীতি ঘটেছে, সেসব যখন এলিটদের রক্ষার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে, তখন তাঁরা সেসব দেশের নাগরিকত্ব খোঁজেন বা সেসব দেশে বিনিয়োগ করেন, যেখানকার আইন-প্রতিষ্ঠান অটুট রয়েছে। এটাই হলো পরিহাস, অবৈধ সম্পদ অর্জন করতে গিয়ে যাঁরা প্রতিষ্ঠান নষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁরাই আবার সেই সম্পদের পাহারার খাতিরে উন্নত দেশের আইন ও প্রতিষ্ঠানের ভরসায় পাততাড়ি গুটিয়ে সেসব দেশে চলে যান।

আমাদের দুর্নীতিবিরোধী আইন, অভিযানের শোচনীয় ব্যর্থতা এসব বেগমপাড়া অভিমুখী দেশান্তর।

উনিশ শতকের কলকাতায় রাজা রামমোহনের মতো মনীষীরাও ভাবা শুরু করেছিলেন, 'সভ্য' ও 'আলোকিত' ইংরেজরা একসময় এই দেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করবে। তখন তারা এই ভারতবর্ষকে কেবল টাকা বানানোর কল ভাববে না, সাম্রাজ্যের মুকুট ভাববে না। ভারতবর্ষকে তাঁরা স্বদেশ ভাবা শুরু করবে এবং দেশের মঙ্গলে কাজ করবে। সেই স্বপ্ন সকালের শিশিরের মতো বাস্তবতা রোদের তাপে উবে গেছে। ইংরেজ রাজ সমৃদ্ধ বাংলাসহ ভারতবর্ষকে শুষে-ছিবড়ে নিয়ে গেছে। রেখে গেছে স্থায়ী দারিদ্র্য আর সামাজিক-রাজনৈতিক বিবাদের টেকসই নকশা।

উন্নয়নের কান্ডারিরাও এভাবেই পগারপার হবেন। কিন্তু যাঁদের যাওয়ার মতো আর কোনো দেশ নেই, তাঁদের তো এমন বাস্তবতা লাগবে, যেখানে বৈধভাবে টাকাও বানানো যাবে এবং সেই টাকা বিনিয়োগ করে আরও লাভবান হওয়ার সুযোগও থাকবে। এভাবে যে কর্মসংস্থান তৈরি হবে, তা যুবকদের ভূমধ্যসাগরের ভেলায় কিংবা বসনিয়ার জঙ্গলে পাড়ি দেওয়া ঠেকাবে।

বেগমপাড়ার গল্প তাই দুর্নীতির গল্প না, তা দুর্নীতির শীর্ষবিন্দু ছুঁয়ে ফেলার আলামত। সোনার ডিম পাড়া হাঁসটিকে মেরে ফেলার লক্ষণ। সত্যিকারের প্রাতিষ্ঠানিক ধসের ব্যারোমিটার হলো বেগমপাড়ামুখী অভিযান। এই পারদ আরও চড়ে গেরে প্রাতিষ্ঠানিক ধস ঠেকানোর আর কোনো উপায় থাকবে না। বেগমপাড়া যাঁদের গন্তব্য আর যাঁদের গন্তব্য বাংলাদেশ, তাঁদের ভবিষ্যৎ মোটেই এক হতে পারে না। বেগমপাড়ার ভূতেরা অর্থনীতির রক্ত চুষে খেতে থাকলে, বাংলাদেশর ভবিষ্যৎ নিয়ে সত্যিই আশা করা কঠিন হয়ে যাবে।

লেখক: প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক ও লেখক।

বেবী নাজনীন ও নার্গিস আহমেদ করোনায়

(শেষের পাতার পর)

ঘোণার পর সম্প্রতি করোনার প্রকোপ হ্রাস পাওয়ায় স্কুলগুলো খুলে এবং রিমোর্ট লার্নিং ক্লাশের পাশাপাশি একদিন বিরতি দিয়ে ক্লাসসমূহ চলছিলো। এদিকে করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় নিউইয়র্কের রেষ্টুরেন্টগুলো রাত ১০টার পর বন্ধ রাখা হলেও খাবার টেক আউট করা নেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

সিটি প্রশাসন থেকে আগেই বলা হয়েছিল যে করোনা সংক্রমণ তিন শতাংশে পৌঁছালে নিউইয়র্কের স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হবে। অবশেষে স্কুল বন্ধের সেই ঘোষণা এলো বুধবার। এদিন নিয়মিত ব্রিফিংয়ে নিউইয়র্ক মেয়র ডি ব্লাজিও বলেন, সংক্রমণ তিন শতাংশে পৌঁছায় বৃহস্পতিবার থেকে আবারও স্কুল বন্ধ থাকবে। পরবর্তী ঘোষণার না দেয়া পর্যন্ত এ নির্দেশনা বলবৎ থাকবে। তবে, চালু থাকবে রিমোট লার্নিং।

এদিকে নিউইয়র্কের গভর্নর এন্ড্রু কুমো জানিয়েছেন গত ১৭ নভেম্বর মঙ্গলবার নিউইয়র্ক সিটিতে সংক্রমণের হার ছিল ২ দশমিক ৯ শতাংশ। যা এক সপ্তাহে ২ দশমিক ৫ শতাংশ। গভর্নর এন্ড্রু কুওমো জানান, মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) রাজ্যে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৪৩৪ জনকে পরীক্ষা করে করোনা ধরা পড়েছে ৫ হাজার ২শ' ৯৪ জনের। এতে সংক্রমণের হার ৩ দশমিক ৪৩ শতাংশ।

নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীরা আবার চিন্তি হয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যেই একাধিক বাংলাদেশী করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গত সপ্তাহে করোনায় আক্রন্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'আমব্রেলা সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র সহ সভাপতি আব্দুল খালেক খায়ের মৃত্যুবরণ করেছেন। ইতিপূর্বে সোসাইটির সভাপতি কামাল আহমেদ ও কার্যকরী সদস্য বাকের আজাদ সহ আড়াই শতাধিক বাংলাদেশী প্রাণ হারিয়েছেন।

অপরদিকে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ফোবানা কনভেনশন-২০১৯ কনভেনর নার্গিস আহমেদ এবং বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড' খ্যাত বেবী নাজনীন সহ আরো অনেকেই করোনায় আক্রান্তের খবরে কমিউনিটিতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছে। কমিউনিটির সকল মহল থেকে তাদের আশু রোগ মুক্তি কামনা করা হয়েছে।

জানা গেছে, নার্গিস আহমেদ ছাড়াও তার এক কন্যা, ছোট ভাই জহির মাহমুদ সহ পরিবারের কয়েকজন গত সপ্তাহে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

এদিকে নার্গিস আহমেদ সহ তার পরিবারের সকলের রোগমুক্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ সর্বশক্তিমান আল্লাহপাকের কাছে সুস্থতা কামনা করে বলেছেন, সকলের দোয়ায় নার্গিস আহমেদ ও তার পরিবার সুস্থ হবেন ইনশাআল্লাহ। এই তথ্য জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম।

বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী বেবী নাজনীন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। কিডনির জটিলতা নিয়ে গত বুধবার (১৮ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে ভর্তি হলেও পরবর্তীতে পরীক্ষা কভিড- ১৯ পজিটিভ আসে তার। তিনি বুধবার রাতে নিউজার্সীর জার্সী সিটি মেডিক্যাল সেন্টারে নেফ্রোলজি ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হন। শুক্রবার (২০ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে তার করোনা আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তিনি জার্সী সিটি মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন।

বাংলাদেশের অপর জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রিজিয়া পরভিনও অসুস্থ হয়েছেন। তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন কিনা তা নিশ্চিত করা যায়নি। তবে তিনি ঠান্ডা-জ্বরে ভুগছেন বলে রোববার জানিয়েছেন শোটাইম মিউজিক-এর আলমগীর খান আলম।

করোনায় বিপর্যস্ত অসংখ্য

(শেষের পাতার পর)

চলেছে সারা বিশ্বের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবাসীরা। যার প্রমাণ আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কোভিড ১৯ বা করোনা পরিস্থিতি প্রবাসীদের জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে সেটা শুধু প্রবাসীদের পরিবার ছাড়া আর কেউ অনুভব করতে পারবে না।

সারা বিশ্বের অসংখ্য প্রবাসীরা কর্মহীন হয়েছে, নষ্ট হয়েছে প্রবাসীদের নিজেদের এবং পরিবারের জীবনমান, করোনার প্রভাবে অর্থিক সংকটে থাকলেও কমেনি প্রবাসীদের পরিবারের খরচ বা চাহিদা। প্রবাসীদের সন্তাদের পড়াশোনা বা স্কুল বন্ধ থাকলেও স্কুলের বেতন ঠিকই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু প্রবাসীদের আয় বন্ধই রয়েছে, অনেক প্রবাসীই সন্তাদের ভালোভাবে মানুষ করা এবং সুশিক্ষিত করার লক্ষে পরিবার নিয়ে শহরে বসবাস করতেন কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে অর্থিক সংকটের কারণে ছাড়তে হয়েছে শহরের বাসা-বাড়ি। বাধ্য হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে গ্রামে।

প্রবাসীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, পরিবারের চাহিদা মেটাতে না পারায় অনেককে বিচ্ছিন্ন হতে হচ্ছে পরিবার থেকে। কেউ হারাচ্ছে নিজ স্ত্রী-সন্তান। এই করোনা-ভাইরাস বহু প্রবাসীর পরিবারকে করেছে নিঃস্ব। অনেকেই নিজের পরিবারের শেষ সম্বলটুকু দিয়ে করোনা ছড়িয়ে পড়ার আগে বিভিন্ন দেশে পাড়ি জামিয়েছিলেন ভাগ্যবদলের আশায়। কিন্তু করোনার ভয়াল থাবায় ভাগ্য আর পরিবর্তন হয়ে উঠেনি। ব্যাংক ঋণের কারণে হারাতে হচ্ছে নিজের শেষ সম্বলটুকু। জীবনের সাথে যুদ্ধ করে না পেরে উঠায় অনেকে বেছে নিয়েছেন আত্মহত্যার পথ। এমনটাই ঘটেছে এই করোনা পরিস্থিতিতে।

দেশের জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা এই মানুষগুলো বরাবরই অবহেলিত প্রবাসে। যাত্রার শুরু থেকে আবার দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে হয়রানির শিকার হতে হয়। প্রবাসে অবস্থান করা অবস্থায় হাইকমিশনগুলোতে টাকা দিয়েও সঠিক সেবাটা পায় না রের্কড সংখ্যা অর্থপ্রেরণ করা প্রবাসীরা। যারা জিডিপিতে এই করোনা পরিস্থিতিতেও দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে সেই সকল রেমিট্যান্স যোদ্ধার তো এমন পরিস্থিতি বা হয়রানি অবহেলা হওয়ার কথা না। এই দায় কার কে নেবে, এই সব রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের দায়িত্ব? অবশ্যই দেশের সরকার এবং প্রবাসী মন্ত্রণালয়ের এ দায়িত্ব নিতে হবে।

প্রতি বছর বাজেটে প্রবাসীদের জন্য কি পরিমাণ বাজেট হয়, কোথায় ব্যবহৃত হয় সেই অর্থ? প্রবাসীদের কল্যাণ নিশ্চিতে মন্ত্রণালগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে। প্রবাসীদের প্রতি সরকারের নজর এবং বাজেট বৃদ্ধি নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রবাসীদের সেবা নিশ্চিত করতে না পারলে দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণে আগ্রহ হারাবে প্রবাসীরা। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের অর্থনীতি। যে সব দেশে প্রবাসীরা মানবতর জীবনযাপন করছে হাইকমিশনের পক্ষ থেকে তাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত। প্রবাসীদের জন্য এমন কিছু পরিকল্পনা করা প্রয়োজন যেন কোনো প্রবাসী কর্মহীন হয়ে পড়লেও দেশে ফিরে পরিবার নিয়ে চলতে পারে, কাগজে কলমে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে অনেক কাজই দেখা যায় কিন্তু বাস্তবে প্রবাসীরা সুফল পাচ্ছে না। তাই আমাদের সরকারের উচিত রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের উপর গুরুত্ব দিয়ে যুগোপযোগী পরিকল্পনা করা এবং সেটার বাস্তবায়ন করে তোলা।

থ্যাংকস গিভিং ডে

(প্রথম পাতার পর)

উইয়র্ক সহ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে পালিত হবে দিনটি। প্রতি বছরের নভেম্বর মাসের শেষ বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রে 'থ্যাংকস গিভিং ডে' সরকারীভাবে উদযাপন করা হয়। থ্যাংকস গিভিং ডে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা'র একটি জনপ্রিয় উৎসবের দিন। প্রত্যেক বছরের নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রে এবং অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সোমবার কানাডায় এই দিনটি পালন করা হয়। ঐতিহাসিকভাবে থ্যাংকস গিভিং ডে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কিন্তু বর্তমানে এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উত্তর আমেরিকার সর্বত্রই দিনটি উদযাপন করা হয়ে থাকে। দিনটির প্রথম আকর্ষণ হচ্ছে টার্কি ভোজ। থ্যাংকস গিভিং ডে-কে অনেকে 'দ্য টার্কি ডে'ও বলে থাকে। দিনটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে পার্টির আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বাসায় বাসায় থ্যাংকস গিভিং ডে পার্টির আয়োজন করেন। তবে মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে এবছর আড়ম্বরপূর্ণভাবে কোথাও দিনটি পালিত হচ্ছে না। বাতিল করা হয়েছে প্রতিবছরের মতো এবারে থ্যাংকস গিভিং ডে-তে ম্যাসি'র প্যারেড। ম্যানহাটানে আয়োজিত ম্যাসি'র প্যারেড ছিলো নিউইয়র্কের অন্যতম আকর্ষণ। প্রচন্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে সর্বস্তরের হাজার হাজার নর-নারী ম্যানহাটানের রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে প্যারেড উপভোগ করতেন এই প্যারেড। করোনার কারণে এবছর সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছেন নিউইয়র্কবাসী।

এদিকে থ্যাঙ্ক গিভিং ডে উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন ও জনপ্রতিধির উদ্যোগে টার্কি সহ নানা খাবার বিনামূল্যে পরিবেশন করা হচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে টার্কি ক্রয়ের ভাউজার।

ইতিহাস বলে, ১৬২১ সালের এক হেমন্তে, আমেরিকার আদি জন গোষ্ঠীর সাথে প্রধানত ইংল্যান্ড থেকে আগত যাজকদের এক শুভ সন্ধিক্ষণে পরস্পরের মধ্যে উৎপাদিত শষ্য এবং পণ্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে 'থ্যাংকস গিভিং' উৎসবের সুত্রপাত ঘটে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৮৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন সেদিনের সেই বন্ধুত্ব এবং শান্তির অমেয়বানী সমগ্র আমেরিকাবাসীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে রাস্ট্রীয়ভাবে এই দিনটিকে- 'থ্যাংকস গিভিং হলি ডে' হিসাবে ঘোষণা করেন। সেই থেকে প্রতি বছর বন্ধুত্ব এবং সংহতি প্রকাশের সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে স্মরণীয়-বরণীয় করে তুলতে নানা আয়োজনে মেতে উঠে সমগ্র উত্তর আমেরিকাবাসী। দিনটি আমেরিকায় সরকারী ছুটির দিন। 'থ্যাংকস গিভিং ডে' যুক্তরাষ্ট্রের অন্যসব উৎসবের তুলনায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটি সর্বজনীন উৎসব। এই উৎসবই ক্রমশ: জনপ্রিয় হচ্ছে বাংলাদেশী কমিউনিটিতেও। মূলধারার পাশাপাশি উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশীরাও পারিবারিক কিংবা সামাজিক পরিবেশে 'থ্যাংকস গিভিং ডে' পালন করে চলেছে। থ্যাংকস গিভিং ডে'র মূল উদ্দেশ্য, পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবসহ সবাই একত্রিত হয়ে সবার জীবন এবং দেশ ও জাতির সাফল্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো।

আপনি কি জানেন?
UBHSBS প্রদত্ত বিশেষ সুযোগটি ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে?

অর্থের কোন পুঁজি ছাড়া মাল্টি ন্যাশনাল ব্যবসার ৬০ শতাংশ মালিকানা জনগণের হাতে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। বলা হয়েছেঃ (১) এতে কোন না কোনভাবে যারা যোগদান করবে তাদেরকে এই ব্যবসার অংশীদার করা হবে। (২) অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি এমনকি তার পরিবারকে ভবিষ্যত নিয়ে তখন আর ভাবতে হবে না। (৩) যে লোকটি চাকরি খুঁজে হয়রান সে এখানে যোগদান করে ২ থেকে ৪ মাসের মধ্যে চাকরিদাতা হিসাবে পরিচিতি লাভের নিশ্চয়তা পেতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখানে ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে যোগদানকারীদের ফ্রি যোগদানের বিশেষ সুযোগ শেষ হয়ে যাচ্ছে। ডিসেম্বর পরবর্তী সময় ভর্তি ফি ১শত ডলার এবং ফেরতযোগ্য জামানত ৫শত ডলার প্রযোজ্য হবে। ফ্রি যোগদানের ঘোষাণাটি যদি কাউকে বেকায়দায় ফেলে থাকে তাদের জন্য আজ এখানে নতুন একটি খবর/ ঘোষণা রয়েছে।

বেকায়দায় পড়ার কারণ যেমনঃ সব মানুষ ফ্রি যোগদানের পক্ষে নাও থাকতে পারে। এমন যদি কারো বেলায় হয়ে থাকে তাহলে তাকে বাধ্য হয়ে জানুয়ারি পর্যন্ত বসে থাকতে/অপেক্ষা করতে হবে। কারো বেলায় যদি এমন হয় তাহলে সে এখন রেজিঃ ফি ১শত ডলার এবং ফেরতযোগ্য জামানত ৫শত ডলার প্রদান করে অংশীদার হতে পারে। এ জন্য তাকে বসে থাকতে হবে না। এই সুযোগ বিশ্বের যে কোন দেশ থেকে কাজে লাগানো যাবে।

অর্থের পুঁজিছাড়া ব্যবসাটির মালিক+চাকরির জন্য প্রায় ২শত রকমের নিয়ম রয়েছে। চাকরির হিসাব হলোঃ ২-১ ঘন্টা সময় ব্যয় করে ২ থেকে ৪ মাস এর মধ্যে বেতন, আবার কারো কারো ক্ষেত্রে বা নির্ধারিত কিছু কাজ শুরু থেকেই ঘন্টায় ১শত ডলার প্রদান করা হবে। যেমনঃ আপনি যদি কোথাও কোন অনুষ্ঠানে গিয়ে এই সম্পর্কে কথা বলতে পারেন তবে ৫মিঃ এর জন্য ১শত ডলার প্রদান করা হবে।

২ থেকে ৪ মাসের মধ্যে চাকরি + মালিকানার হিসাব হলোঃ এই খবরগুলি প্রচার করা (২) টকশোঃ যে যেখানে রয়েছে সেখানে রাস্তায় / চায়ের দোকান বা ঘারোয়াভাবে ২-৩ জন একত্রিত হয়ে নির্ধারিত বিষয়ের উপর আলোচনা ভিডিও আমাদের নিকট পাঠিয়ে দেয়া। তবে এই আলোচনা একজনকে দিয়ে হতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণে লোক যখন হয়ে যাবে তখন যোগদানের কাজটি এত সহজ থাকবেনা। তাই আগে আসলে আগে পাওয়ার নিয়মে আগ্রহীগণ এগিয়ে আসতে পারে।

বিস্তারিত জানার জন্য অনলাইন থেকে যাদের জন্য সহজ নয়। তাহারা ক্ষুদ্র বই আকারে ব্যবসা বিষয়ে বিস্তরিত ১০ ডলার এবং অন্যান্য কিছু মিলিয়ে প্যাকেজ ২৫ ডলার দিয়ে সংগ্রহ করতে পারবে। আমাদের অপিস অথবা নিউইয়র্কের কোন কোন দোকান থেকে অথবা ৩০ ডলার দিয়ে ডাকযোগে সংগ্রহ করা যাবে। অনলাইন থেকে ফ্রি জানার জন্যঃ www.ubhsbs.com ওয়েব সাইটস ফেইসবুক + ইউটিউন + ইনস্টগ্রাম + টুইটার এসব জায়গাও আমাদের খুঁজে পাবেন যোগাযোগঃ

UBHSBS
Phone: 718-864-9451
E-mail:kamalnyc123@gmail.com
Ubhsbs2020@gmail.com : web:
www.ubhsbs.com
37-48 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও **HHA** সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি **HHA** অথবা **PCA** হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP *প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।*

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency
by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

মেট্রোপলিটন লার্নিং ইন্সটিটিউট, ইন্ক

নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
কাউন্সিল অন অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এডক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত
একটি অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমাদের প্রোগ্রাম সমূহঃ
(সিওই অনুমোদিত এবং ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত)

- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট
- একাউন্টিং এসিস্টেন্ট
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ মেডিকেল বিলিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ বুককিপিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ ইংলিশ (শুধুমাত্র ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)
- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট - সংক্ষিপ্ত (শুধুমাত্র প্রধান এবং ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)

শর্ট প্রোগ্রাম
(সিওই অনুমোদিত তবে ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত নয়)

- নার্স এসিস্টেন্ট / এইড (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- পেসেন্ট কেয়ার টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ফ্লেবোটমি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ইকেজি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)



সুবিধাজসক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশঃ সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশঃ বিকাল ৫:১৫ টা থেকে রাত ১০:১৫টা

শনি ও রবিবার (শুধুমাত্র শর্ট প্রোগ্রামের জন্য)
সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা

রয়েছে জব প্লেসমেন্ট সুবিধা
ফিনান্সিয়াল এইড
যোগ্যদের জন্য রয়েছে ফিনান্সিয়াল এইড সুবিধা

ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ (ESL)
(২য় ভাষা হিসাবে ইংরেজি) - লেভিল ওয়ান টু এইট

যোগাযোগঃ
ডা. মাসুদুল হাসান
ডিরেক্টর মেডিকেল প্রোগ্রাম,
রিগোপার্ক শাখা

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ www.gettraining.org

প্রধান ক্যাম্পাস
৯৭-৭৭ কুইন্স বুলোভার্ড (৯ম তলা)
রিগো পার্ক, নিউইয়র্ক ১১৩৭৮
ফোনঃ ৭১৮-৮৯৭-০৪৮২

এক্সটেনশন ক্যাম্পাস
৫৬০ ৫৯ স্ট্রীট, ৫ম এভিনিউ
ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২২০
ফোনঃ ৭১৮-৪৯২-২১২০

তাসলিমা খান - ৩৪৭-৮৩৬-২২২৬
খালেদা পারভিন - ৯২৯-৩০১-৯২৭৫
কাউসার জাহান - ৯১৭-৩৪০-৪৩৫৯

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুনঃ www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ট্রাম্পের আশায় গুড়েবালি

(প্রথম পাতার পর)

পাল্টে দেওয়ার আশাও শেষ হয়ে গেছে ট্রাম্পের। তবে ট্রাম্প এখনও নিজের পরাজয় স্বীকার করেননি। ট্রাম্প মিশিগানের প্রভাবশালী দুই রিপাবলিকানকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানান। রাজ্য সিনেট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা মাইক সিরকেই এবং রাজ্য আইনসভার স্পিকার লি চ্যাটফিল্ড শুক্রবার হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন। ওয়াশিংটন পৌঁছানোর পর বিমানবন্দরে একদল বিক্ষোভকারী তাদের দেখে স্লোগান দেন। বিক্ষোভকারীরা মিশিগানের ভোট অবিলম্বে প্রত্যয়ন করার দাবি জানান।

হোয়াইট হাউসে রাজ্যের আইনপ্রণেতাদের ট্রাম্পের সঙ্গে সভা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দেয়। সভা থেকে বেরিয়ে রিপাবলিকান পার্টির এ দুই নেতা সাফ জানিয়ে দেন, মিশিগানের ভোট যথানিয়মেই প্রত্যয়ন হবে। ফলাফলের কোনো পরিবর্তনের তথ্য তাদের কাছে নেই। ধারণা করা হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্ভবত তাদের যুক্তির সঙ্গে একমত হয়েছেন। তাই ওই দুই কর্মকর্তা পরোক্ষভাবে বাইডেনকেই জয়ী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মিশিগানে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী বাইডেন জিতেছেন। ভোটের ফল প্রত্যায়ন করা নিয়ে সেখানে নাটকীয় অবস্থা তৈরি হয়। কাউন্টি নির্বাচন বোর্ডের দুই রিপাবলিকান সদস্য প্রথমে সার্টিফিকেটে সই দিতে অস্বীকার করেন। পরে গণরোষের ভয়ে তারা স্বাক্ষর করেন। অবশ্য স্বাক্ষর দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর তারা দাবি করেন যে তাদের কাছ থেকে চাপ দিয়ে স্বাক্ষর আদায় করা হয়েছে।

নির্বাচন-সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি মামলায় হেরে চাপে পড়েন ট্রাম্প। তখন তিনি তার দলের নেতাদের বোঝাতে শুরু করেন বাইডেনের জয়কে তারা যেন কোনোভাবেই স্বীকৃতি না দেন। পেনসিলভানিয়ার নেতাদের সঙ্গেও ট্রাম্প বৈঠকে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু শেষমেশ তা আর হয়নি।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আবারও নির্বাচনে তার বিজয় নিয়ে ভিত্তিহীন দাবি তুলেছেন। শুক্রবার হোয়াইট হাউসে এক সংক্ষিপ্ত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, নির্বাচনে আমি জয়ী হয়েছি। তিনি সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্ন না নিয়ে সংবাদ সম্মেলন স্থল ছেড়ে চলে যান। নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে ট্রাম্পের এই অনাস্থা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে নজিরবিহীন বলে বিশ্লেষকরা মন্তব্য করেছেন। ট্রাম্পের আইনজীবী সিন্ডি পাওয়েল দাবি করেছেন, সব ত্রুটি দোদুল্যমান রাজ্যের ভোটে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে। এসব নিয়ে তারা সর্বোচ্চ আদালতে যাচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন।

এদিকে বাইডেন ডেলাওয়ারে নিজের বাড়িতেই অবস্থান করছেন। স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি ও সিনেটর চার্লস শুমারের সঙ্গে তিনি বৈঠক করেছেন। নবনির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তারা কভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। নাগরিকদের জন্য প্রণোদনা আইন দ্রুত পাস করা নিয়েও কথা বলেছেন। বাইডেনের টিম যথারীতি ট্রাম্প প্রশাসনের কোনো সহযোগিতা ছাড়াই ক্ষমতা গ্রহণের কাজকর্ম এগিয়ে নিচ্ছে।

পেনসিলভানিয়ার নির্বাচনের ফল সার্টিফাই বন্ধে আরও আগেই আবেদনটি করে রেখেছিল ট্রাম্পের প্রচার শিবির। সুপ্রিমকোর্টের ফেডারেল বিচারক ম্যাথিউ ব্র্যান আবেদনটি গ্রহণের পক্ষে কোনো প্রমাণ পাননি। তাই তিনি মামলাটি খারিজ করে দেন। তিনি রায়ে বলেন, ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হয়েছে, আবেদনের পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই রাজ্যে ভোটে অনিয়মের কোনো ভিত্তি নেই।

তবে ট্রাম্প শিবির বলছে, তারা এই রায়ের বিপক্ষে আপিল করবে। ট্রাম্পের আইনজীবী রুডি জুলিয়ানি বলেন, আবেদন খারিজ হওয়ায় তাদের জন্য ভালো হয়েছে।

এদিকে ভোটের অনিয়মের অভিযোগ তুলে যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকানদের বিক্ষোভ এখনও চলছে। আটলান্টায় স্থানীয় সময় গত শনিবার দিনভর ট্রাম্প-সমর্থকদের বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে।

ওয়াশিংটন ডিসিসহ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ২০ নগরীতে বিক্ষোভ সমাবেশে ট্রাম্প-সমর্থকরা ভোট কারচুপি হয়েছে বলে স্লোগান দেন। শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে তারা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে আহ্বান জানিয়েছেন। কোথাও কোনো সহিংসতার খবর পাওয়া যায়নি।

ট্রাম্পের আইনজীবীরা জানাচ্ছেন, তাদের কাছে ভোট কারচুপি নিয়ে কয়েকশ অ্যাফিডেভিট জমা পড়েছে। এসব অ্যাফিডেভিট নিয়েই তারা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিমকোর্টে যাবেন। নির্বাচনের ফল বাতিল চেয়ে কংগ্রেসের হস্তক্ষেপে জয়-পরাজয় নির্ধারণের আইনগত যুক্তি তারা তুলে ধরবেন।

কেবিনেটে ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে রাখতে

(প্রথম পাতার পর)

জয়ী জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। তাদের একজন বিবেক মূর্তি। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সার্জন জেনারেল। অন্যজন পশ্চিমবঙ্গের অরুণ মজুমদার, তিনি স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক। খবর এনডিটিভির।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী, বাইডেন-হ্যারিসের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে ২০ জানুয়ারী।

করোনাভাইরাস সংকট মোকাবেলায় বাইডেনের উপদেষ্টা দলের শীর্ষে থাকা দুজনের অন্যতম (কো-চেয়ার) বিবেক মূর্তিকে তাদের কেবিনেটে স্বাস্থ্য ও মানবকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিতে চাইছেন বাইডেন-হ্যারিস।

আর স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অরুণ মজুমদার বাইডেন প্রশাসনে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেতে যাচ্ছেন। এ দুটি মন্ত্রণালয়ই মার্কিন প্রশাসনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সিএনএনের খবরে বলা হয়েছে, বাইডেন প্রশাসনে যুক্ত হতে যাওয়া কয়েকজনের নাম গত মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়। এতে মাইক ডোনিলনের নামও এসেছে। তিনি বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে করোনা টিকা দেয়া শুরু

(প্রথম পাতার পর)

এগুলো পাঠানোর সক্ষমতা অর্জন।'

স্লাউই বলেন, 'তাই আমি আশা করছি অনুমোদন পাওয়ার দ্বিতীয় দিন, ১১ বা ১২ ডিসেম্বর' থেকে এটি দেওয়া শুরু হবে।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, টিকার অনুমোদনের ব্যাপারে আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ ও খাদ্য প্রশাসন ৮ থেকে ১০ ডিসেম্বর বৈঠকে বসবেন। জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে ১২ লাখের বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এ ছাড়া এখন পর্যন্ত ২ লাখ ৫৫ হাজার মানুষ করোনায় সংক্রমিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

আমাদের হেনস্থা করা হচ্ছে:

(প্রথম পাতার পর)

ইভাঙ্কা ট্রাম্প। এক টুইট বার্তায় ইভাঙ্কা বলেন, 'পরিষ্কারভাবেই আমাদের হেনস্তা করা হচ্ছে। নিউনিয়র্ক ডেমোক্র্যাটদের তদন্ত পরিষ্কারভাবেই রাজনীতি প্রভাবিত। আমরা যদি কর সুবিধা পেয়েও থাকি তা বেআইনি পথে হয়নি।' খবর সিএনএন ও ফক্স নিউজ।

খবরে বলা হয়, ট্রাম্পকন্যা ইভাঙ্কার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ৭ লাখ ৪৭ হাজার ডলার কর চুরি করেছেন। তবে এ ব্যাপারে নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল বা ট্রাম্পের প্রতিষ্ঠান কেউই মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এদিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কয়েক কোটি ডলার কর ফাঁকির মামলা হয়েছে। এ ব্যাপারে তার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে নিউইয়র্ক কর্তৃপক্ষ।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ভুয়া রাইট-অফ দেখিয়ে এই অর্থ ফাঁকি দেয়া হয়েছে। রাইট-অফ বলতে এমন কাজ বোঝায়, যার মাধ্যমে আইনিভাবেই কর কমানো যায়। এই তদন্তের সঙ্গে জড়িত এক ব্যক্তি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিস এই তদন্ত পরিচালনা করছে। তবে কর ফাঁকির এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের সংগঠনের জেনারেল কনসাল অ্যালান গারটেন টাইমসকে বলেন, 'যা হয়েছে পুরোপুরি নিয়ম মেনে হয়েছে। আমরা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও আইনের বিধান ছাড়া কিছুই করিনি।'

এ ব্যাপারে প্রথম অভিযোগ করে নিউইয়র্ক টাইমস। সংবাদমাধ্যমটি জানায়, রাইট-অফের নামে ২৬ মিলিয়ন ডলার কর ফাঁকি দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি কনসালটেন্ট ফির নামে এসব রাইট-অফ দেখিয়েছেন।

আর নভেম্বরের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নতুন প্রেসিডেন্ট পেয়েছে। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় হেরে গেছেন ট্রাম্প। তবে প্রেসিডেন্টের আসনটি হারিয়ে ট্রাম্প শুধু তার ক্ষমতা হারাননি, আরও সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন তিনি। শুধু তাই নয়, ক্ষমতা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কারাগারে যেতে হতে পারে বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্রাম্পের চার বছরে শাসনামলে হওয়া কয়েকটি কেলেঙ্কারি প্রকাশ পেয়েছে যার জন্য তাকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার পর ফৌজদারি বিচারের পাশাপাশি একটি কঠিন আর্থিক পরিস্থিতির সম্মুখীন করতে পারে। কারণ প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার বিরুদ্ধে সরকারি পদক্ষেপের জন্য মামলা করা যায়নি। তাই প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অপসারণের পর ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সরকারি মামলা পরিচালিত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে গেছে। কিন্তু ক্ষমতা ছাড়ার আগেই তার বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়ে গেছে।

করোনা থেকে সুরক্ষিত রাখতে

(শেষের পাতার পর)

আসা কারো সংস্পর্শে এতে থাকেন, তাহলে সেই ব্যক্তি ১৪দিন পর্যন্ত একটি হোটেল রুমে থাকার যোগ্য হতে পারেন। যাতে তিনি নিরাপদে আলাদা থাকতে পারেন এবং অন্যদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারেন। হোটেলগুলো নিরাপদ, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক। যা বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। বয়স্কদের পাশাপাশি শিশুরাও হোটেলগুলো ব্যবহার করতে পারবে। এই হোটেলগুলোর নামকরণ করা হয়েছে 'পরিচর্যা হোটেল'।

নিউইয়র্ক সিটির হেল্‌থ এন্ড হসপিটাল বিভাগের কমিউনিটি কেয়ার ইউনিট সূত্রে জানা গেছে, কোভিড-১৯ এ যারা আক্রান্ত বা যারা এই ভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকতে চান বা যারা হোটেলগুলো পেতে চান তাদের সিটি প্রদত্ত অন্য কোন সুযোগ-সুবিধা বা বেনিফিট-এর উপর কোন প্রভাব ফেরবে না। এমনকি পরিচর্যা হোটেল গ্রীণ কার্ডের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে কারো সক্ষমতাকেও প্রভাবিত করবে না। সেই সাথে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত চিকিৎসা বা প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা পরিসেবাগুলো পাবলিক চার্জ নিয়মের অধীনে বিবেচনা করা হবে না।

কভিড-১৯ 'পরিচর্যা হোটেল' এ যেসকল সেবা পাওয়া যাবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: হোটেলে আসা-যাওয়ার জন্য রাউন্ড ট্রিপ পরিবহন এবং যেকোন প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট, ব্যক্তিগত রুম ও বাথরুম, অনসাইট কভিড-১৯ পরীক্ষা, বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই এবং কেবল টিভি, সংযুক্ত থাকতে আনলিমিটেড লোকাল ফোন কল, প্রতিদিন সকালের নাস্তা, লঞ্চ ও ডিনার (ডায়েটের চাহিদা অনুসারে খাবারসমূহ তৈরী করা হবে), দোভাষী পরিসেবা, ওষুধ ডেলিভারী, দক্ষ ডাক্তার নার্স দ্বারা প্রদত্ত অনসাইট স্বাস্থ পরিসেবা এবং বিশেষজ্ঞ মানবিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের এক্সেস করতে টেলিসাইকিয়াট্রি প্রভৃতি।

কভিড-১৯ 'পরিচর্যা হোটেল' এর পরিসেবা পেতে আগ্রহী বা সংশ্লিস্টদেরকে প্রয়োজনী তথ্যের জন্য ২১২-২৬৮-৪৩১৯ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইট দেখুন: testandtrace.nyc

ওবামার লেখা বইয়ের বিশ্বরেকর্ড

(প্রথম পাতার পর)

মার্কিন ৪৬তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়ে যাওয়ার মাত্র দুই সপ্তাহ পর ১৭ নভেম্বর বইটি প্রকাশ পায়। প্রকাশক পেঙ্গুইন র‍্যানডম হাউসি বইটির প্রথম সংস্করণ ৩৪ লাখ কপি ছাপিয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দিনই বিক্রি হয়ে গেছে প্রায় ৯ লাখ কপি। বহু পাঠক আগেই বইটির অর্ডার দিয়ে রেখেছিলেন। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটি বলছে, এ পর্যন্ত যতগুলো বই বাজারে এসেছে, প্রথম দিনে বিক্রির দিক থেকে সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে 'আ প্রমিজড ল্যান্ড'।

ইউএসএ টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের লেখা 'মাই লাইফ' প্রকাশের দিন ৪ লাখ কপি বিক্রি হয়। আর আরেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের 'ডিসিশন পয়েন্ট' প্রকাশের দিন ২ লাখ ২০ হাজার কপি বিক্রি হয়। এই দুটি বই এ পর্যন্ত যথাক্রমে ৩৫ লাখ ৪০ লাখ কপি বিক্রি হয়েছে। ওবামার লেখা এই বইটি আরও বেশি বিক্রি হবে বলে আশা করছে প্রকাশনী সংস্থা। পেঙ্গুইন বলছে, তারা 'আ প্রমিজ ল্যান্ড' বিক্রির পরিসংখ্যান দেখে অবাক।

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪তম প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এর আগে তিনটি বই লেখেন। এগুলো হলো 'ড্রিমস ফ্রম মাই ফাদার', 'দ্য অডাসিটি অব হোপ' ও শিশুদের জন্য লেখা বই 'অব দ্য আই সিং'। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামাও স্মৃতিকথা প্রকাশ করেন, যা পাঁচ মাসের মধ্যে ১ কোটির বেশি কপি বিক্রি হয়।

ডেমোক্র্যাট নেতা বারাক ওবামা ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত দুই মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ওবামা ছিলেন ব্যাপক জনপ্রিয়। হোয়াইট হাউসে থাকতে তিনি যা বলতে পারেননি এই বইয়ে তা প্রকাশ করেছেন।

সদ্য প্রকাশিত বই প্রসঙ্গে ওবামা টুইট করেন, 'একটি বই লিখে শেষ করার মতো অনুভূতির সঙ্গে আর কোনো কিছুর তুলনা হয় না। আমি এটি করতে পেরে গর্বিত।" প্রকাশনী সংস্থা পেঙ্গুইন র‍্যানডম হাউস বলছে, ৭৬৮ পাতার ওই স্মৃতিকথা ২৫টি ভাষায় প্রকাশ করা হবে।

বইটিতে ওবামা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট, স্বাস্থ্যসেবা সংস্কার আইন, ২০১১ সালে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযানে আল কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনের নিহত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

কত সম্পদের মালিক বাইডেন?

(প্রথম পাতার পর)

সম্পদের পরিমাণ কত তা নিয়ে এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করে সংবাদ মাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা।

'মিডল ক্লাস জো' নামে পরিচিত হলেও বাস্তবে বাইডেনের সম্পত্তির মূল্য কয়েক লক্ষ ডলার। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় জমা দেওয়া সম্পত্তির হলফনামায় ২০১৬, ১৭ এবং ১৮ সালের স্টেট এবং ফেডেরাল আয়কর রিটার্নের যে হিসাব পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে ফোর্বসের ২০১৯-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাইডেনের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৯০ লক্ষ ডলার।

এই সম্পদের মধ্যে ডেলাওয়ারে রয়েছে ৪০ লক্ষ ডলারের দুটি বাড়ি। নগদ এবং বিনিয়োগ মিলিয়ে রয়েছে আরও ৪০ লক্ষ ডলার। এবং ১০ লক্ষ ডলার পেয়েছেন ফেডেরাল পেনশন হিসেবে।

১৯৭৩ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত সিনেটর ছিলেন বাইডেন। সিনেটের হিস্টোরিক্যাল রেকর্ড বলছে, এই সময়ের মধ্যে বাইডেনের বেতন ৪২ হাজার ৫০০ ডলার প্রতি বছর থেকে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ডলার পর্যন্ত হয়েছে। বাইডেন তখন উপহাস করে বলতেন, 'আমি কংগ্রেসের সবচেয়ে গরিব মানুষ'।

২০০৯ সালে ভাইস প্রেসিডেন্ট হন বাইডেন। ২০১৭ পর্যন্ত ওই পদে ছিলেন তিনি। এই সময় তার বেতন এক ধাক্কায় ৩০ শতাংশ বাড়ে। প্রতি বছরে সেই বেতন দাঁড়ায় প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার ডলার। ২০১৯ সালে বাইডেন যখন তাদের আর্থিক সম্পত্তির পরিমাণ প্রকাশ্যে আনেন তখন তিনি জানিয়েছিলেন, ২০১৭ এবং ১৮ সালে তার এবং স্ত্রী জিলের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৫ লক্ষ ডলার।

করোনায় যুক্তরাষ্ট্রে মৃতের

(প্রথম পাতার পর)

হারের উল্লম্ফনের কথা উল্লেখ করে নিউইয়র্কের সরকারি স্কুল ব্যবস্থার শ্রেণিকক্ষে দেয়া নির্দেশনা স্থগিত করা হয়েছে। রাজ্যটির সব স্কুল বন্ধ ও বাড়িতে বসে ভার্চুয়াল শিক্ষায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য মিলেছে। আর এমন সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের এই সিদ্ধান্ত এসেছে, যখন কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে করোনার বিস্তার আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। হাসপাতালগুলোতে রোগীদের ভিড় অসহনীয় পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। আট মাস পর নিউইয়র্ক শহর মহামারীর অন্যতম কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হওয়ার পর সেখানকার হাসপাতালগুলো রোগীতে ভরে গেছে। আর রাস্তাঘাটে মানুষের তৎপরতা শূন্যে নেমে এসেছে।

তবে জনস্বাস্থ্য সংকটের কেন্দ্রস্থল পরিবর্তন হয়ে আপার মিডওয়েস্টের দিকে চলে গেছে।

মিনেসোটার সব রেস্তোরাঁ, বার, ব্যায়ামাগার ও বিনোদন কেন্দ্রগুলো বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন গভর্নর টিম ওয়ালজ। আগামী চার সপ্তাহের জন্য সব ধরনের যুব ক্রীড়া অনুষ্ঠানও বাতিল করা হয়েছে। অঞ্চলটিতে জনপ্রতি সর্বোচ্চ আক্রান্তের হার পিছু ছাড়ছে না। রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় অর্ধেকটায় হাসপাতালের ৯০ শতাংশের বেশি নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র রোগীদের দখলে চলে গেছে। সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে ওয়ালজ বলেন, আমরা মহামারীর এক বিপজ্জনক পর্যায়ে আছি।

নিউইয়র্কের স্কুল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন সেখানকার মেয়র বিল ডি ব্লাসিও। টুইটারে ঘোষণার এই পোস্ট দেয়ার পর শিক্ষকদের জন্য তা স্বস্তি নিয়ে এসেছে। স্কুল খোলা রাখলে অতিসংক্রামক করোনা মহামারীর ঝুঁকি নিয়ে তাদের অনেকেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। কিন্তু কর্মজীবী বাবা-মায়েদের জন্য এতে নতুন করে কষ্ট নিয়ে আসবে।

বুধবার আক্রান্তে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই লাখ ৫০ হাজার ১৬ জন।

মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত এক কোটি ১৫ লাখ মানুষ ভাইরাসটিতে সংক্রমিত হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে এক হাজার ৪০০ জনের। রয়টার্সের হিসাব বলছে, বুধবার থেকে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ৭৯ হাজার রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। মঙ্গলবার যেটা ছিল ৭৫ হাজার।

বিশ্বে করোনা আক্রান্ত ৫

(প্রথম পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএইচইউ) প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী- রোববার সকাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী মহামারি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ৮০ লাখ ৭৬ হাজার ৭৫ জনে। এছাড়া কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ১৩ লাখ ৭৯ হাজার ৫০৮ জনে দাঁড়িয়েছে।

জেএইচইউ এর তথ্য অনুযায়ী- এদিন সকাল পর্যন্ত সারা বিশ্বে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়েছেন ৩ কোটি ৭১ লাখ ৬৭ হাজার ৭০৩ ব্যক্তি।

গত বছর চীনের উহানে প্রথম করোনা শনাক্ত হয়। পরে চলতি বছরের ১১ মার্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)করোনাকে মহামারি ঘোষণা করে। এর আগে ২০ জানুয়ারি জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা করে ডব্লিউএইচও।

এদিকে করোনাভাইরাসে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্ত ১ কোটি ২০ লাখ ৮৫ হাজার ৩৮৯ জনে দাঁড়িয়েছে এবং ২ লাখ ৫৫ হাজার ৮২৩ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। পৃথিবীর দ্বিতীয় জনবহুল দেশ ভারত রয়েছে করোনা আক্রান্ত দেশের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল আক্রান্ত দেশের তালিকায় তৃতীয় স্থানে থাকলেও সর্বাধিক মৃতের সংখ্যায় রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারতে মোট আক্রান্ত ৯০ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ এবং মারা গেছেন ১ লাখ ৩২ হাজার ৭২৬ জন। ব্রাজিলে মোট শনাক্ত রোগী ৬০ লাখ ৫২ হাজার ৭৮৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৬৮ হাজার ৯৮৯ জনের।

বাংলাদেশ পরিস্থিতি

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬ হাজার ৩৫০ জনে। এছাড়া, নতুন করে ১ হাজার ৮৪৭ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হওয়ায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪ লাখ ৪৫ হাজার ২৮১ জনে পৌঁছেছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, দেশের সরকারি ও বেসরকারি ১১৭ ল্যাবে গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১২ হাজার ৪৫৮টি এবং পরীক্ষা করা হয়েছে আগের নমুনাসহ ১২ হাজার ৬৪৩টি। এ নিয়ে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হলো ২৬ লাখ ৩৫ হাজার ২০২টি। নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ১৪ দশমিক ৬১ শতাংশ। আর মোট পরীক্ষায় এ পর্যন্ত শনাক্ত হার ১৬ দশমিক ৯০ শতাংশ।

নতুন যে ২৮ জন মারা গেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ ১৮ এবং নারী ১০ জন। এখন পর্যন্ত মোট মারা যাওয়াদের মধ্যে পুরুষ ৪ হাজার ৮৮১ জন বা ৭৬ দশমিক ৮৭ শতাংশ এবং নারী ১ হাজার ৪৬৯ জন বা ২৩ দশমিক ১৩ শতাংশ। শনাক্ত বিবেচনায় মোট মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৪৩ শতাংশ।

এদিকে, করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন আরও ১ হাজার ৯২১ জন। এ নিয়ে দেশে মোট সুস্থ ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৬০ হাজার ৩৫২ জনে। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৮০ দশমিক ৯৩ শতাংশ।

গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্তের পর ১৮ মার্চ প্রথম একজনের মৃত্যুর কথা জানায় স্বাস্থ্য অধিদফতর।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

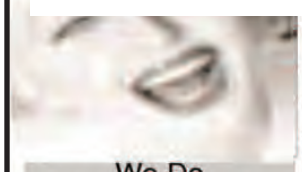
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

ENTAL



আমার পরিবারের সবার জন্য দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

We Do
Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights





হিলসাইড ফার্মার্স

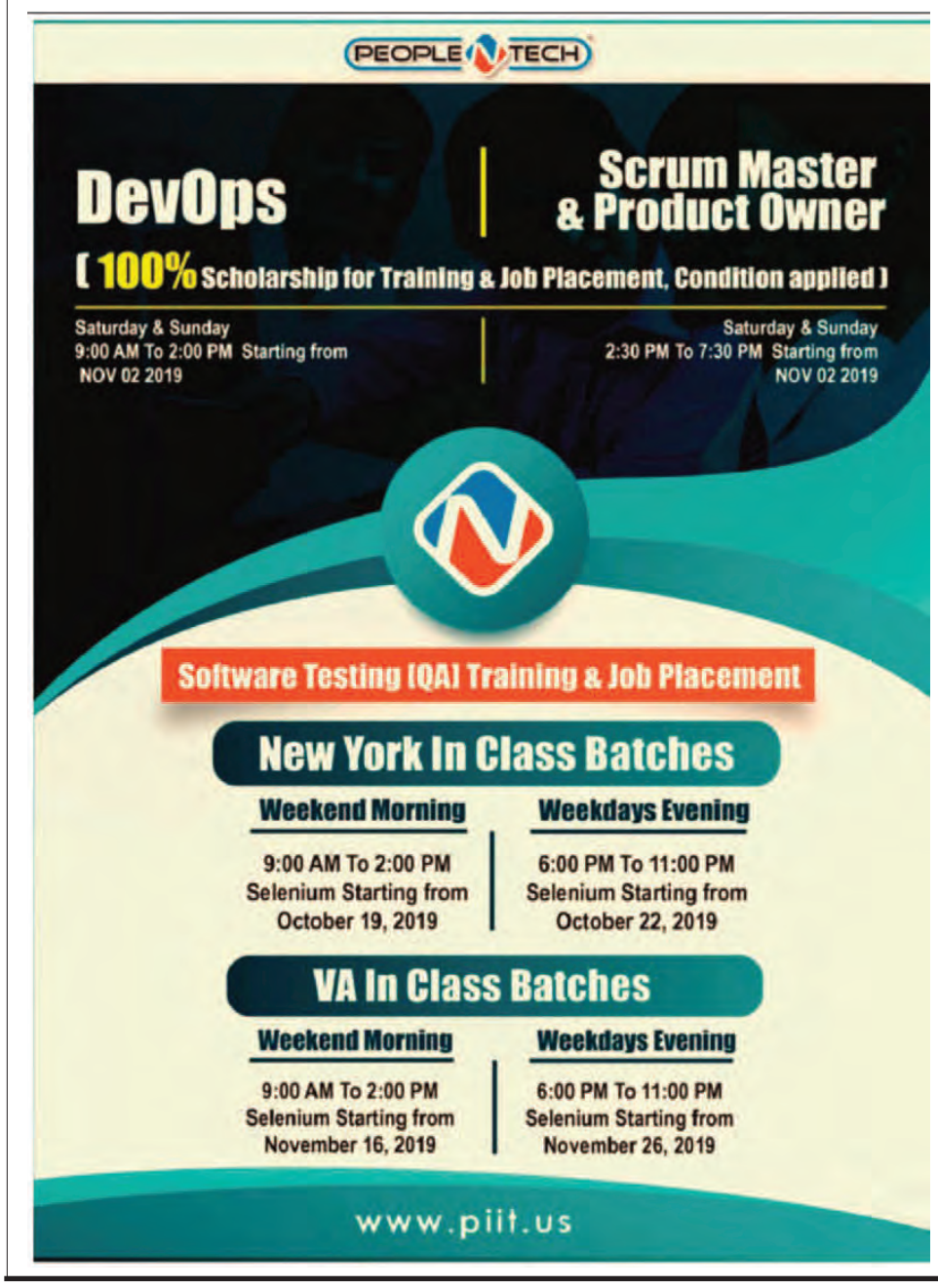
(শেষের পাতার পর)

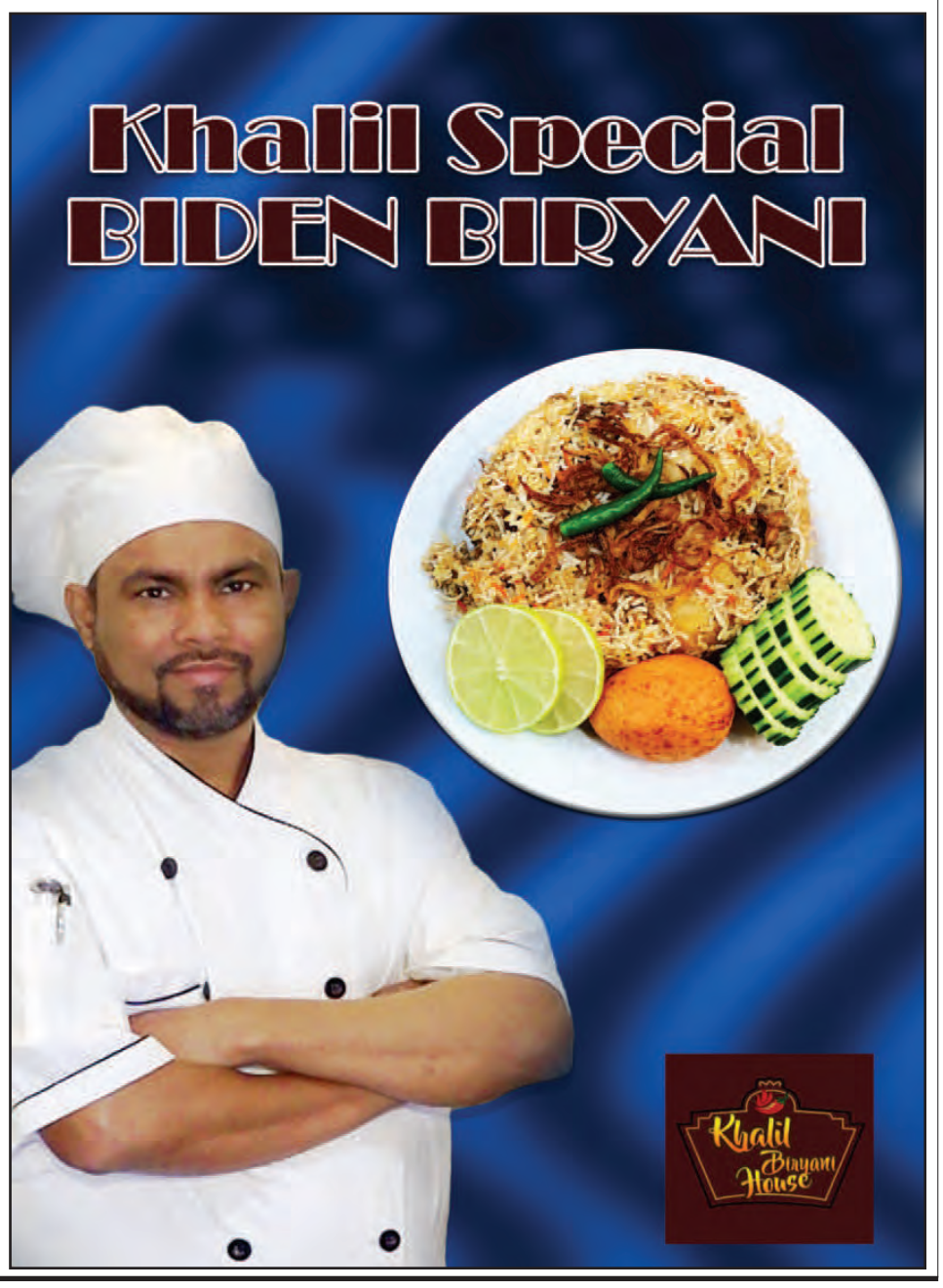
ফার্মার্স মার্কেট'র নামের সুবিশাল সুপার মার্কেটটি গত ২৯ নভেম্বর শুক্রবার বাদ জুম্মা উদ্বোধন করা হয়।

১৭৯-০১ হিলসাইড এভিনিউ ঠিকানায় প্রতিষ্ঠিত সুপার মার্কেটটির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ঐদিন এক দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে বিশেষ দোয়া পরিচালনা এবং ফিতা কেটে এর উদ্বোধন করেন স্থানীয় মসজিদ মিশন-এর ইমাম (হাজী ক্যাম্প মসজিদ) মওলানা মঞ্জুরুল করীম। এসময় 'হিলসাইড ফার্মার্স মার্কেট'র মূল ব্যবস্থাপক রায়হান পারভেজ সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। রায়হান পারভেজ জানান, স্থানীয় ক্রেতাদের কথা বিবেচনা করে সুলভমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রির মাধ্যমে সেবা দানই আমাদের মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, মূল তঃ এই মার্কেটটি একটি 'ওয়ান স্টপ' মার্কেট। হালাল মাংস সহ চাল, ডাল, শাক-সবজি থেকে শুরু করে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় সব কিছুই এই সুপার মার্কেটে পাওয়া যাবে। এর প্রসাসে তিনি সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।









মওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকীতে

হককথা.কম'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, আফ্রো-এশিয়ার মজলুমদের নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী'র মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ওয়েবপোর্টাল হককথা.কম বিশেষ সংখা প্রকাশ করেছেন। এই বিশেষ সংখ্যায় মওলানা ভাসানীর জীবনের বিভিন্ন দিক দেশ ও প্রবাসের লেখক, কলামিস্ট, সাংবাদিকের লেখায় তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৭ নভেম্বর মঙ্গলবার ছিলো মওলানা ভাসানীর ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী। খবর ইউএনএ'র।



মওলানা ভাসানী'র উপর প্রকাশিত প্রবাসের সাবেক ছাত্রনেতা ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আতিকুর রহমান সালু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ফার্মাসিস্ট সৈয়দ টিপু সুলতান, বিশিষ্ট কবি, লেখক, সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মাহবুব হাসান, বিশিষ্ট কলামিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মাহমুদ রেজা চৌধুরী, অধ্যাপক ড. এম ওয়াহিদুজ্জামান, সাংবাদিক সালাহউদ্দিন আহমেদ এবং মিজানুর রহমান খান আপেল-এর লেখা ছাড়াও সময়ের প্রয়োজনে বাংলাদেশের লেখক-কলামিস্ট-রাজনীতিকদের মধ্যে শেখ শওকত হোসেন নিলু (মরহুম), স্টালিন সরকার, গোলাম মওলানা রনি, এম গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া প্রমুখের লেখা পুন মুদ্রিত হয়েছে।

এছাড়াও বিশেষ সংখ্যাটিতে মওলানা ভাসানী-কে নিয়ে লেখা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমান ও কবি বুলবুল খান মাহবুব-এর বিখ্যাত কবিতা যথাক্রমে 'সফেদ পাঞ্জাবি' ও 'চর ভাসানের মওলানা' কবিতা-ও প্রকাশ করা হয়েছে। মওলানা স্মরণে কবিতা লিখেছেন প্রবাসের বিশিষ্ট কবি তমিজ উদদীন লোদী।

হককথা.কম সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত ২৪ পৃষ্ঠার এই বিশেষ সংখ্যার মূল প্রতিবেদনে (মন্তব্য প্রতিবেদন) মওলানা ভাসানীকে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্মরণ করার দাবী জানানোর পাশাপাশী তাঁকে জানতে তাঁকে নিয়ে দেশ ও প্রবাসে আরো গবেষণা করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সংখ্যাটি পড়তে ব্রাউজ করতে হবে- hakkatha.com।

জসিম উদ্দিনের মায়ের মৃত্যুতে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান এর শোক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা, জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জসিম উদ্দিন এর মা এবং শিক্ষাবিদ মরহুম আবদুল বারী মাষ্টার এর স্ত্রী কাজি রুছিয়া খাতুন (৯৬) ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন। তিনি শনিবার সকাল ৯টায় কুমিল্লার হরিপুর এলাকার নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৩ ছেলে ও ৪ মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি নেতা জসিম উদ্দিন এর মা কাজি রুছিয়া খাতুন এর মৃত্যুতে সংগঠনের নেতৃবৃন্দও গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমান বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান এর প্রেস সেক্রেটারী (২) খন্দকার দেলোয়ার জালালী জানান, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি নেতা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং নিউইয়র্কের বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী জসিম উদ্দিন এর মা কাজি রুছিয়া খাতুন এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান ও বিরোধী দলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এমপি। এক শোক বার্তায় মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন তিনি। পাশাপাশি শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনাও জানিয়েছেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান।

শোক বার্তায় জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের আরো বলেন, মরহুমা কাজি রুছিয়া খাতুন ছিলেন একজন মানব দরদী নারী। তিনি অসহায় ও দুঃস্থ্য মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। সমাজ সেবায় তাঁর অবদান অক্ষয় হয়ে থাকবে।

এছাড়াও জসিম উদ্দিন এর মা কাজি রুছিয়া খাতুন এর মৃত্যুতে একই ভাবে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন জাতীয় পার্টি মহাসচিব জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু।



'বায়তুল মোকাররমের টিকেট ঘর!'

(শেষের পাতার পর)

ওই জায়গাটায় রাস্তার পাশে একটা টিকেট ঘর ছিল। বেশ বড়ই। এখান থেকে স্টেডিয়ামে প্রবেশের টিকেট বিক্রি করা হতো। এই টিকেট ঘরের ছাদকে মঞ্চ বানিয়ে এক সময় নেতারা জনসভা করতেন। দর্শক-শ্রোতা থাকতো নাক বরাবর গুলিস্তানমুখী রাস্তায় আর ডান ধারে জিপিও'র সামনেটায়। এক সময় এই স্পটটাই ছিল রাজধানীতে জনসভা অনুষ্ঠানের প্রধান ভেন্যু।

এর আগে ছিল পল্টন ময়দান, আজকের হকি স্টেডিয়াম। বড় দলগুলো তাদের জনসভা এই মাঠেই করতো। তারও আগে- ঢাকা শহর যখন 'ফুলবাড়িয়া রেলগেটের' এ পাশে উঠি উঠি করছে তখন জনসভা হতো 'ঐতিহাসিক আরমানিটোলা ময়দা নে' বংশাল এলাকার 'পাকিস্তান মাঠ' (পরে বাংলাদেশ মাঠ) এবং গেন্ডারিয়ার ধুপখোলা মাঠে। এইসব মাঠে প্রধানত তরুন যুবকরা খেলাধুলা করতো। মাঝেসাঝে রাজনৈতিক দলগুলো সভা সমা বেশ করতো। ষাটের দশক থেকে ঢাকা শহর সম্প্রসারিত হতে শুরু করলে 'ফুলবাড়িয়া রেলগেটে'র অদুরে পল্টন এলাকার খোলা জায়গাটায় জনসভা অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ থেকে জায়গার নাম হয় 'পল্টনের মাঠ' বা 'পল্টন ময়দান'। পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে এই মাঠে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জনসভা হয়েছে। স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর এই মাঠের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। বড় বড় দলগুলো এখানেই বড় সমাবেশ ডাকতো। অনেকটা শো ডাউনের প্রয়োজনেও ব্যবহার হতো এই মাঠ।

'৭৪ সালের পর থেকে এখানে জনসভা অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। '৭৫এর গোড়ার দিকে বাকশাল আইন পাশ হলে সকল বিরোধী দল নিষিদ্ধ হয়। তাদের কারও পক্ষে তখন সভা সমাবেশ করা সম্ভব ছিল না। আগষ্ট পর্যন্ত বাকশাল- গঠনের পর্যায়ে। তাদেরও কোন বড় সমাবেশ বা শোডাউনের প্রয়োজন ছিল না। ফলে মাঠটি প্রায় পরিত্যক্তই থাকে। ছেলেরা এ কোনা ও কোনায় গোলপোস্ট বানিয়ে ফুটবল খেলতো। প্রায় চার বছর পর প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরু হলেও এই মাঠ আর তখন জনসভা অনুষ্ঠানের উপযোগী ছিল না। ইতিমধ্যে জিয়াউর রহমান পেছনের কিছু অংশ খালি রেখে বাকি মাঠটায় হকি স্টেডিয়াম বানিয়ে ফেলেছিলেন। হয়তো চেয়েছিলেন দেশে রাজনৈতিক কর্মকান্ড সীমিত রাখতে, অথবা চান নাই শহরের মাঝখানে কোন জনসভার জায়গা থাকুক। সে সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে তার এই উদ্যোগের প্রতিবাদ করা হয়েছিল। ঐতিহাসিক এ জায়গাটিকে স্টেডিয়াম কাম মার্কেট না বানাতে অনুরোধও করা হয়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল মাঠের পেছনের অংশ তো থাকছেই। হকি স্টেডিয়াম হয়ে যাওয়ার পরও পেছনের খালি অংশে কোন কোন দল কিছুদিন জনসভা করেছে। কালেক্রমে এ জায়গাটাও খেলাধুলার কাজে ব্যবহার শুরু হলে রাজনৈতিক অনুষ্ঠান পালন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

এমনি একটা সময়ে বিকল্প হিসেবে ওই 'টিকেট ঘরের' ব্যপক ব্যবহার শুরু হয়। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন ছোটখাট রাজনৈতিক দল বা পল্টন ময়দানে পর্যাপ্ত জন সমাগমের আয়োজন করতে অপারগ দলগুলো এখানে সভা সমাবেশ করতো। সাধারনত: এসব সমাবেশের নাম হতো 'গন জমায়েত'। কিন্তু পল্টন ময়দান বন্ধ হয়ে গেলে এই 'বায়তুল মোকাররমের টিকেট ঘর'ই রাজধানীতে জনসভা অনুষ্ঠানের প্রধান ভেন্যু হয়ে ওঠে। প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন দল এখানে সভা সমাবেশ ডাকতো। ফলে পুরো গুলিস্তান এলাকাই স্থবির হয়ে পড়তো।

পল্টন ময়দান বন্ধ ক রে দি লেও জিয়াউর রহমান সচিবালয়ের পুব পাশে রাস্তার ধারের সড়ু খালি জায়গাটিকে সভা সমা বে শের স্থান হি সে বে নির্বাচন করেন। তখনকার মেয়র আবুল হাসনাত ওখানে একটা পার্মানেন্ট মঞ্চও বানিয়ে দেন। নামকরন করা হয় 'মুক্তাঙ্গন'। কিন্তু খুব একটা জমে না। কেন যেন কোন দলই ওখানে সভা সমাবেশে আগ্রহী হতো না। এরশাদ আম লে এর সংস্কার করা হয়। তা তেও কাজ হয় না। কালেক্রমে স্থান টি পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং এক (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)







খলিল বিরিয়ানী হাউসের উদ্যোগে জো বাইডেনের জন্মদিন পালন

(শেষের পাতার পর)

বিরিয়ানী হাউস। গত ২০ নভেম্বর শুক্রবার রাতে রেস্টুরেন্টের সামনে খোলা আকাশের নীচে বিপুল সংখ্যক বাইডেন ভক্তদের উপস্থিতিতে কেক কেটে এই জন্ম দিন পালন করা হয়। খলিল বিরিয়ানী হাউসের প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও শেফ খলিলুর রহমান আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে নিয়ে জন্ম দিনের কেক কাটেন। অতিথিরা এসময় প্রেসিডেন্ট (ইলেক্ট) জো বাইডেনের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাধ্যে ব্রঙ্কস বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি এ ইসলাম মামুন, বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি বিলাল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন চৌধুরী, কার্যকরী সদস্য কামরুজ্জামন বাবু, বাংলা ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো: মামুনুর রশীদ, সুন্দরবন গ্রোসারীর সত্বাধিকারী স্বপন তালুকদার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট বি-ল্লাল হোসাইন, আবুল কালাম আজাদ, সামসুদ্দিন জাফর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সাংবাদিক হাবিব রহমান,সাংবাদিক দিদার চৌধুরী ও সাংবাদিক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ৭ নভেম্বর মিডিয়ায় ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেন বিজয়ী হওয়ার ঘোষণা আসার পরই নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের এই বিজয়কে সেলিব্রেট করতে খলিল বিরিয়ানী হাউসে 'বাইডেন বিরিয়ানি' চালু করা হয়। নিউইয়র্কের কুলিনারী ইন্সটিউট থেকে গ্রাজুয়েশন করা শেফ খলিলের নতুন রেসিপিতে তৈরি এই বাইডেন বিরিয়ানী চালুর প্রথম দিন থেকেই বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। এই ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত রয়েছে। নিউইয়র্কের ট্রাই স্টেট ছাড়াও এই পেন্ডামিকের মাঝেও অন্যান্য স্টেট থেকে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক ক্রেতা বাইডেন বিরিয়ানীর স্বাদ গ্রহণ করতে আসেন বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী খলিলুর রহমান। তিনি আরো জানান, বাইডেন বিরিয়ানি চালুর প্রথম দিনই নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর লুইস সিপুলভিদা সহ মুল ধারার অনেকে এই বাইডেন বিরিয়ানীর স্বাদ গ্রহন করে তাকে উৎসাহিত করেছেন। ক্যাটারিংয়ের অর্ডারও পাচ্ছেন অনেক। জো বাইডেন যতদিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় থাকবেন ততদিন এই বিরিয়ানি চালু রাখবেন বলে ঘোষনা দেন শেফ খলিল। তিনি প্রবাসীদের বাইডেন বিরিয়ানীর স্বাদ নেবার জন্য প্রবাসীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।



জাতীয় স্মৃতিসৌধের ম্যুরাল

(শেষের পাতার পর)

কমিউনিটিতে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে নিউইয়র্ক থেকে কন্সাল জেনারেল তারেক মোহাম্মদ-এর সাথে মিডিয়ার পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'তিনি বাইরে আছেন, পরে কথা বলবেন।' অবশ্য পরে আর কল করেননি।

প্রবাসে কমিউনিটির মানুষ যেখানে জাতীয়তাবোধের অনুভূতি থেকে লিটল বাংলাদেশ তথা দেশ ও জাতির ইতিহাস এবং কৃষ্টিকে তুলে ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সেখানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হয়েও কমিউনিটির সাথে একাত্ম হয়ে সমর্থন প্রদর্শন না করায় প্রবাসীরা ক্ষুব্ধ এবং মনক্ষুন্ন।

ক্ষুব্ধ প্রবাসীরা জানান, লস এঞ্জেলেসে বাংলাদেশীরা বসবাস করে বলেই এই সিটিতে কন্স্যুলেট অফিস স্থাপিত হয়েছে। প্রবাসীদের সুখ-দুঃখে একাকার হয়ে কাজের জন্যেই সরকার কন্সাল জেনারেল নিয়োগ করেছেন। অথচ জাতীয় স্মৃতিসৌধ'র মতে সর্বজনীন একটি ম্যুরালের উদ্বোধনীতে অংশ নিতে কন্সাল জেনারেলের সীমাহীন উদাসীনতা প্রবাসীদের মনে দাগ কেটেছে। করোনার কারণে তিনি উপস্থিত হতে পারবেন না বললেও প্রবাসীরা তা সহজভাবে নিতেন না। কারণ, ইতিপূর্বে কয়েকটি জনসমাগমে তার উপস্থিতি ঘটেছে।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ স্থাপনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লিটল বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি ও লিটল বাংলাদেশ বিউ-টিফিকেশন প্রজেক্টের আহ্বায়ক কাজী মশহুরুল হুদা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক লস্কর আল মামুন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে দুই দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন কোরিয়ান অপেরা শিল্পী এস্তেহার জিন। উল্লেখ্য, তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রপ্ত করে পরিবেশন করেন এবং ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। তাকে প্রশিক্ষণ দেন সঙ্গীত শিল্পী ও প্রশিক্ষক শাহনাজ বু-লবুল। লাল ফিতা কেটে ম্যুরালটি উদ্বোধন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা নূর বাবুল ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদ খান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও বাংলাদেশী আমেরিকান ডেমোক্রেটিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক মমিনুল হক বাচ্চু। তিনি কমিউনিটির সকলকে আহ্বান জানান আগামীতে সকল জাতীয় দিবসগুলো এই স্মৃতিসৌধের সামনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পালন করার জন্য।

বাচ্চু বলেন, জাতীয় দিবস উদযাপন কমিটি গঠন করে আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে এর যাত্রা শুরু হবে। এ সময় ক্যালিফোর্নিয়া আওয়ামী লীগের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সোহেল রহমান বাদল বলেন, 'লিটল বাংলাদেশ অর্জনের ১০ বছর পর লিটল বাংলাদেশ বিউ-টিফিকেশন প্রজেক্টের সৃষ্টিশীলতা দ্বিতীয় অর্জন।'

ক্যালিফোর্নিয়া আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশী-আমেরিকান ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি মোহম্মদ শামিম হুসাইন বলেন, জাতীয় স্মৃতিসৌধের ম্যুরাল নতুন প্রজন্ম ও মূলধারার কাছে বাংলাদেশের ইতিহাস তুলে ধরার একটি ক্ষেত্র। এটি দেশাত্মবোধের অনন্য একটি উদাহরণ।

ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপি নেতা ফারুক হাওলাদার বলেন, যাদের পরিকল্পনায় এই সৌন্দর্য বিষয়ক প্রজেক্ট গড়ে উঠেছে আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। ক্যালিফোর্নিয়া আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক টি জাহান কাজল বলেন, আজকের দিনটি একটি গর্বের দিন, চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে দিনটি। সবশেষে সংগঠনের সভাপতি কাজী মশহুরুল হুদা সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, 'লিটল বাংলাদেশ' এলাকায় জাতীয় স্মৃতিসৌধের পাশাপাশি ইতিমধ্যে শহীদ মিনারও নির্মিত হয়েছে। পথের উপর অঙ্কিত হয়েছে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক আলপনা।

'বায়তুল মোকাররমের টিকেট ঘর!'

(২২ পাতার পর)

সময় ভাড়ার ট্যাক্সিচালকরা দখল করে নেয়। টিকেট ঘরই হয়ে ওঠে ঠিকানা। তবে এরশাদ আমলে রাজনৈতিক দলগুলো যখন তখন যে কোন রাস্তা আটকে জনসভা করতে পারতো। এসব সভা সমাবেশের জন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন পড়তো না। বেগম খালেদা জিয়ার আমলেও এই চল ছিল। মনে আছে আমি নিজেও এমন কিছু জনসভায় বক্তৃতা করেছি। '৯৬ এ নির্বাচনকালীন তত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগ প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তা আটকে 'জনতার মঞ্চ', জাতীয় পার্টি 'টিকেট ঘরের' ছাদকে 'গনতন্ত্র মঞ্চ' বানিয়েছিল। জামায়াতে ইসলামী বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে বসিয়েছিল 'কেয়ার টেকার মঞ্চ'। ওদিকে নয়া পল্টনে বিএনপিও রাস্তা আটকে অনুরূপ এক মঞ্চ বানিয়ে বক্তৃতা গান বাজনার আয়োজন করেছিল। আমার মনে আছে এই 'টিকেট ঘরের' ছাদে দাঁড়িয়ে আমিও বক্তৃতা করেছি। একবার কোন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একটা নাটকই মঞ্চস্থ করে ফেলেছিলাম।

বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে আজকাল আর কোন সভা সমাবেশ হয় না। সেই 'টিকেট ঘর'ও নাই। যেখানে সেখানে রাস্তা আটকে এখন কোন সভা সমাবেশও করা যায় না (শাহবাগ মোড় বাদে)। অনুমতি নিতে হয়। জনসভার জন্য নির্দ্ধারিত স্থান এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। প্রধান কয়েকটি দল বাদে এখানে জনসভা করার সঙ্গতি অনেকের নাই। ফলে একমাত্র ভেন্যু হয়ে উঠেছে প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তা। এখানেই সমাবেশ এখানেই গণ জমায়েত এখানেই মানব বন্ধন, ওখা নেই অবস্থান ওখা নেই অনশন।

সংযুক্ত ছবিটি দেখেই এতগুলো কথা মনে পড়লো। আমার সংগ্রহে অনেক দিন। কবেকার তোলা বলতে পারবো না, তবে এটি টিকেট ঘরের ছাদের। কোন এক জনসভায় নেতারা মঞ্চে উপবিষ্ট। সম্ভবত: জিয়াউর রহমানের শাসনকালের। ছবিতে নেতাদের মধ্যে সবার বাঁয়ের জনের নাম মনে করতে পারছি না। তার পাশে আ স ম আব্দুর রব, এরপর রাশেদ খান মেনন, শাহজাহান সিরাজ, মেজর জলিল, মীর্জা সুলতান রাজা, হায়দার আকবর



বাড়ির ভিতরে হোক বা বাইরে, আপনার মুখের আবরণ পরে থাকুন।

বাড়ির ভিতরে COVID-19 দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
আপনার মুখের আবরণ পরে থাকুন এবং বিস্তার রোধে সহায়তা করুন।

nyc.gov/health/coronavirus এ আরো জানুন।

NYC Health
Bill de Blasio
মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc
কমিশনার


NYC, মাস্ক এবং সামাজিক
দূরত্ব কাজ করছে!
COVID-19 এর সাথে লড়াই এ
পরবর্তী ধাপ কি?
এখন, ছড়িয়ে পড়াটা কম করার জন্য আমাদের সবাইকে মাঝে
মাঝে পরীক্ষা করাতে হবে, এমনকি কোন লক্ষণ না থাকলেও।
আপনি বিনামূল্যে সহজ এবং নিরাপদ পরীক্ষণ স্থানটি খুঁজতে:
NYC.GOV/COVIDTEST দেখুন বা
212-COVID19 নম্বরে ফোন করুন
NYC
Test & Trace Corps

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে তারেক রহমানের ৫৬তম জন্মদিন পালন





নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান-এর ৫৬তম জন্মদিন উপলক্ষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংগ্রাম পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কেক কেকে তারেক রহমানের জন্মদিন পালন করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতৃবৃন্দ। গত ১৯ নভেম্বরও নিউইয়র্কেও জ্যাকসন হাইটস পালকি সেন্টারে সংগঠনের সভাপতি পারভেজ সাজ্জাদের সভাপতিত্বে সন্ধ্যা ৭ টায় কেক কেটে, বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে জাকজমকপূর্ণভাবে জন্মদিন পালন করা হয়। এসময় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহবিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দলীয় নেতার জন্মদিন দলীয় সংগীত ও তারেক রহমানের জন্মদিন শুভ হউক বলে স্লোগান দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা মর্শাল মুরাদ, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী, যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির আর্ন্তজাতিক সম্পাদক আবদুল বাতিনসহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ।

প্রত্যাবর্তন পরিষদেও সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের ও সহসাধারণ সম্পাদক খলকুররহমানের পরিচালনায় জাতীয়তাবাদী ফোরাম সভাপতি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, প্রধান উপদেষ্টা একেএম রফিকুল ইসলাম ডালিম, মিজানুর রহমান, লিটন খান, আমজাদ হোসেন। অন্যান্যও মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুবদল নেতা মিজানুর রহমান, আবুল কাশেম, মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান, ব্রুকলীন বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, শ্রমিক দলের সভাপতি এম জাহাঙ্গীর আলম, কোকো পরিষদ সভাপতি শাহাদাত হোসেন রাজু, জাতীয়তাবাদী ফোরাম সভাপতি নাছিম আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মোতাহের হোসেন, ফারুক হোসেন মজুমদার, সাইদুর খান ডিউক, মাহবুবুর রহমান মুকুল, জামালুর রহমান চৌধুরী, বাচ্চু মিয়া, কামরুজ্জামান, তারেক জামান, জাসাস সিটি সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন, সহসভাপতি বদরুল হক আজাদ, খুরশেদ আলম, মতিউর রহমান লিটু, জাহাঙ্গীর সরওয়ার্দী ,এম আজিজ হিরু, শোয়েব আহমেদ, মুক্তাদির আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক আহসানুল্লাহ মামুন, আনোয়ার হোসেন, অর্থ সম্পাদক মোঃ হানিফ, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক সফিক আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক আহসানুল্লাহ মামুন, আবদুর রহিম বাহার, আবদুল্লাহ আল মামুন (সবুজ), ইসমাঈল হোসেন, ইকবাল হোসেন, নাজমুল হোসেন, মোজাম্মেল সোহাগ, আল মামুন, মশিউর রুবেল, রিয়াদ হোসেন, আবদুর রহিম, মশিউর রহমান মণ্ড, সাইফুল ইসলাম, ওমর ফারুক, মোঃ ফারুক, আতিকুল্লাহ, মিরসরাই জাতীয়তাবাদী ফোরাম সভাপতি সাইফুদ্দিন ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক কাজী সাইফুল আলম, সিনিয়র সহ সভাপতি মাঈন উদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদক ইমাম হোসেন, আশিকুর মান্নান খান, ইসমাঈল হোসেন, অনিক, তাজুল ইসলাম, সোলেমান উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন বলেন, আওয়ামী লীগের স্বৈরতন্ত্রে দেশের মানুষ অতিষ্ট। আর বেশী সময় নেই বিএনপি নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে এদেও পতন সংগঠিত হবে। তাই জন্মদিনে সবাইকে শপথ নিতে হবে এই সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাব।

জাকির এইচ চৌধুরী বলেন, দেশের মানুষ এই সরকারের হাতে কোনভাবেই নিরাপদ নয়। খুন, গুম, লুটপাট এদের নৈত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। যত দ্রুত এদেও ক্ষমতাচ্যুত করা যায় ততই জাতির মঙ্গল।

আবদুল বাতিন বলেন, জাতির এক ক্রান্তিকালে বিএনপির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং বিএনপি ক্ষমতাসীন হয়েছিল। সে সময় দেশের মানুষ শান্তিতে ছিল। আর এখন স্বৈরচারী সরকার আওয়ামী লীগের হাতে কোন মানুষ নিরাপদ নয়। তাই স্বৈরাচারী ও অবৈধদে রহাত থেকে এই সরকারকে পদত্যাগে ব্যাধ্য করানোই আজকের দলীয় নেতার জন্মদিনে শপথ নেয়ারআহবান জানান।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংগ্রাম পরিষদেও সভাপতি পারভেজ সাজ্জাদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপিসহ দেশের মানুষ স্বৈরচারী আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। তাদেরকে জনগন আর এক মুহূর্তও ক্ষমতায় দেখতে চায়না। আমার প্রাণ-প্রিয় নেতা তারেক রহমানের জন্মদিনে সবাইকে এক হয়ে কাজ করা এবং গুম, খুনের নায়ক আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে এক হওয়ার আহবান জানান। এ ছাড়া বিএনপি চেয়ারপার্সন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা সকল মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপনের বিরোধিতাকারীদের গ্রেফতারের দাবি

নিউইয়র্ক: রাজধানী ঢাকার ধোলাইরপাড়ে 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপনের বিরোধিতাকারীদের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং তাদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ।

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ড. নুরুন নবী ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রাফায়েত চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেন, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের বিরোধিতা করে মৌলবাদী শক্তি আজ বাংলাদেশকে অস্বীকার করছে, বাংলাদেশে এবং বঙ্গবন্ধু এক ও অভিন্ন। বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে ভাস্কর্য রয়েছে। ভাস্কর্য আর মূর্তি এক জিনিস নয়। ভাস্কর্য ও মূর্তির পার্থক্য এই মৌলবাদী শক্তি বুঝে না বুঝার ভান করছে। এই পার্থক্য কাঠামোগত নয়, এটা চেতনাগত। চেতনার মাধ্যমে মূর্তির আরাধনা করা হয়। অন্যদিকে একটি ভাস্কর্য জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতীক। স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় ৫০ বছর পরও আজকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি দেখতে হয়। একাত্তরের পরাজিত শক্তির বীজ আমরা আজও দেখতে পাই। যেই দেশের জন্য বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, চার হাজার ছয়শ বিরাশি দিন কারাবরণ করেছেন, সেই বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণের বিরোধিতার ধৃষ্টতা দেখায়। আসুন অমরা এই মৌলবাদী অপশক্তিকে রুখে দাঁড়াই। আমরা যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে এই ধর্মান্ধ ও জ্ঞানপাপী মৌলবাদীদের গ্রেফাতের এবং এই ধরনের রাষ্ট্র বিরোধী আস্ফালন যাতে ভবিষ্যতে দেখাতে না পারে, তার যথাযত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।



১৯৯৭ সাল থেকে আমেরকা হতে সাফল্যের সাথে হজ্ব কাফেলা পরিচালনা করছি।
আরবী ভাষায় আমাদের দক্ষতা রয়েছে এবং ধর্মীয় বিভিন্ন পবিত্র স্থান সম্পর্কে রয়েছে স্বচ্ছ ধারণা ও পরিচিতি।

ভিআইপি গ্রুপঃ $৮,৯০০

প্রতি রুমে ৪জন
মক্কাঃ ৫ স্টার হোটেল (ক্লক টাওয়ার) ১১ দিন
সাথে বুফে সকালের নাস্তা ও রাতের খাবার
মদিনাঃ ৫ স্টার হোটেল (আনয়ার আল-মদিনা মুভেনপিক) ৩দিন
সাথে বুফে সকালের নাস্তা ও রাতের খাবার
যাওয়াঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ২৫ জুলাই, ২০২০ (শনি) জেদ্দা
আসাঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ০৯ আগস্ট, ২০২০ (বনি) মদিনা



এক্সপ্রেস গ্রুপঃ $৭,৭০০

প্রতি রুমে ৪জন
মক্কাঃ ৩ স্টার হোটেল-১১দিন
(৩-৪ মি, হাঁটার দূরত্ব) সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
মদিনাঃ ৩ স্টার হোটেল-৩দিন
সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
যাওয়াঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ২৫ জুলাই, ২০২০ (শনি) জেদ্দা
আসাঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ০৯ আগস্ট, ২০২০ (বনি) মদিনা

ডিলাক্সা গ্রুপঃ (৪০ সালাত) ঃ $৭,৫০০

প্রতি রুমে ৪জন
মক্কাঃ ৩ স্টার হোটেল-১৯দিন
(৩-৪ মি, হাঁটার দূরত্ব) সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
মদিনাঃ ৩ স্টার হোটেল-৮দিন
সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
যাওয়াঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ১৮ জুলাই, ২০২০ (শনি) জেদ্দা
আসাঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ১৫ আগস্ট, ২০২০ (শনি) মদিনা

কাস্টমস গ্রুপঃ (৪০ সালাত) ঃ $৭,৭০০

প্রতি রুমে ৪জন
মক্কাঃ ৩ স্টার হোটেল-১১দিন
(৩-৪ মি, হাঁটার দূরত্ব) সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
মদিনাঃ ৩ স্টার হোটেল-৮দিন
সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
যাওয়াঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ২৫ জুলাই, ২০২০ (শনি) জেদ্দা
আসাঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ১৫ আগস্ট, ২০২০ (শনি) মদিনা

ইকোনমি গ্রুপঃ (৪০ সালাত) ঃ $৫,৯৫০

প্রতি রুমে ৪জন
মক্কাঃ ইকোনমি হোটেল-২০দিন
(১৫ মি, হাঁটার দূরত্ব) সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
মদিনাঃ ইকোনমি হোটেল-৮দিন
সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
যাওয়াঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ১৭ জুলাই, ২০২০ (শুক্র) জেদ্দা
আসাঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ১৫ আগস্ট, ২০২০ (শনি) মদিনা

ট্যাক্স, হজ্ব ফি ও কোরবানী বাবদ জনপ্রতি অতিরিক্ত ৬০০ ডলার পরিশোধ করতে হবে। ভেক্সিনেশন ফি অন্তর্ভুক্ত নয়
(হজ্ব শেষে আপনি ইচ্ছ করলে বাংলাদেশ, পাকিস্তান অথবা ইন্ডিয়া ঘুরে আসতে পারবেন, অতিরিক্ত চার্জ ৬০০ ডলার)

আজিজিয়ায় রাখা হবে না শিফটিং হবে না

আরাফা ট্রাভেলস্ এন্ড ট্যুরস্, ইন্ক
হজ্ব এবং ওমরাহ'র জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

- প্রতি গ্রুপের জন্য রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসের ব্যবস্থা।
- উপমহাদেশীয় খাবারের সুব্যবস্থা আছে।
- প্রতিটি গ্রুপের সাথে অভিজ্ঞ গাইড থাকবেন।
- বিজ্ঞ আলেম দ্বারা বদলী হজ্বের সুযোগ আছে।

Tel: 718-777-8744 • Cell: 917-446-5188
70-50 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
arafahajj55@yahoo.com • www.arafahajjusa.com

CONTACT
Burhan Uddin (Atlanta): Ph: 678-772-2599 Mohammed Bawa Yusof (Indiana): Ph: 260-206-7275
Syed Chowdhury (Michigan): Ph: 586-873-6890 Rasheed Al Rabbi (Virginia): Ph: 703-867-2201





মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশনার কর্তৃক নাইজেরিয়া সরকারকে পিপিই প্রদান

নাইজেরিয়া: দু'দেশেরমধ্যে বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ এবং 'মুজিববর্ষ' উদযাপনের অংশ হিসেবে ১৬ নভেম্বর নাইজেরিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনার মো: শামীম আহসান নাইজেরিয়া ফেডারেল সরকারের সচিব এবং কোভিড-১৯ বিষয়ক প্রেসিডেন্সিয়াল টাস্ক ফোর্সেও সভাপতি বস মোস্তাফা-কে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি (পিপিই) হস্তান্তর করেন। এ সময় নাইজেরিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রী ওসাগি এমানুয়েল এহানিওে, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ড. এডেলেকে অলুরুন্নিম্বে মামোরা, মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ হাইকমিশনার তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তরিক সম্পর্কেও ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে দু'দেশ অন্যান্যদের সাথে কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলা করছে যা তাদেরকে ঘনিষ্ঠতর করেছে। হাইকমিশন কর্তৃক বছরব্যাপী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালনের সময়ে প্রতীকী নিদর্শন স্বরূপ পিপিই হস্তান্তর করতে পারায় হাইকমিশনার আহসান বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বস মোস্তাফা বাংলাদেশ সরকারের বন্ধুত্বপূর্ণ উপহারের জন্য হাইকমিশনারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়া প্রতিরক্ষা সহযোগিতাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে একযোগে কাজ কওে যাচ্ছে। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্বব্যাপী মহামারির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আন্তরিক উপহার স্বরূপ পিপিই হস্তান্তর বন্ধুপ্রতিম দু'দেশের বিদ্যমান সম্পর্ককে ভবিষ্যতে গভীরতর করবে।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকোর পিপিই সামগ্রিতে সু কভার, ফেইস মাস্ক, গ্লাভস ইত্যাদি রয়েছে। মিশনের প্রথম সচিব বিদোষ চন্দ্র বর্মন এসময় উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162



জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী বেবী নাজনীন করোনায় আক্রান্ত

বিনোদন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী বেবী নাজনীন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। কিডনির জটিলতা নিয়ে গত বুধবার (১৮ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে ভর্তি হলেও পরবর্তীতে পরীক্ষা কভিড- ১৯ পজিটিভ আসে তাঁর।

জানা যায়, গত বুধবার রাতে নিউজার্সীর জার্সী সিটি মেডিক্যাল সেন্টারে নেফ্রোলজি ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হন বেবী নাজনীন। নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় শুক্রবার (২০ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে তার করোনা আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। বর্তমানে তিনি জার্সী সিটি মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসাধীন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন নিউইয়র্কের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজক আলমগীর খান আলম। তিনি বলেন, বেবী নাজনীনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে সন্ধ্যা সাতটার দিকে। সেই সময়ই তার কভিড-১৯ পজিটিভ রিপোর্ট পাওয়া গেছে। বর্তমানে তিনি ভালো আছেন। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরেই বেবী নাজনীনের কিডনির জটিলতা আছে। সেই কারণেই তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। পরবর্তীতে করোনা পরীক্ষা করলে ফল পজিটিভ আসে। তিনি সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগীতশিল্পী বেবী নাজনীন ১৯৭৬ সালে তার মিউজিক ক্যারিয়ার শুরু করেন। তার জনপ্রিয় গানের তালিকায় আছে 'ঘুম ভাঙ্গায়া গেল রে মরার কোকিলে', 'দু'চোখে ঘুম আসে না', 'কাল সারা রাত ছিল স্বপনের রাত', 'এলোমেলো বাতাসে উড়িয়েছি শাড়ির আঁচল' সহ অসংখ্য গান।



প্রথমবারের মতো এক সিনেমায় শাহরুখ সালমান ও আমির খান

বিনোদন ডেস্ক: প্রথমবারের মতো এক সিনেমায় দেখা যাবে বলিউডের তিন খানকে। 'লাল সিং চাড্ডা' নামের সিনেমাটিতে শাহরুখ খান, সালমান খান ও আমির খানকে দেখা যাবে একসঙ্গে। বলিউডের 'মিস্টার পারফেক্ট' আমির খান দুর্দান্ত অভিনয় দিয়ে সিনেমাপ্রেমীদের মাঝে আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা অর্জন করে নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি ব্যস্ত রয়েছেন 'লাল সিং চাড্ডা' সিনেমা নিয়ে। এ ছবি দিয়ে দর্শকদের জন্য নিয়ে আসছেন দারুণ কিছু চমক।

বেশ কদিন আগেই খবরে প্রকাশিত হয়, এ সিনেমার জন্য স্বল্পসময়ের একটি ক্যামিও চরিত্রে দেখা মিলবে বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের। খবরটি পুরনো না হতেই মুম্বাই মিরর তাদের খবরে প্রকাশ করেছে, সিনেমাটির জন্য শুধু শাহরুখই নন, সালমান খানকেও অন্তর্ভুক্ত করতে যাচ্ছেন আমির খান।

অর্থাৎ প্রথমবারের মতো তিন খান এক হতে চলেছেন কোনো সিনেমায়।

মুম্বাই মিরর বলেছে, সিনেমাটিতে শাহরুখের চরিত্রের মতো সালমানের চরিত্রটিও বাছাই করেছেন আমির নিজে। করোনার পর সিনেমাশিল্পকে চাঙ্গা করতেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমির খান। প্রসঙ্গত টম হ্যাংকস অভিনীত হলিউডের 'ফরেস্ট গাম্প' সিনেমার রিমেক 'লাল সিং চাড্ডা'। চলতি বছরেই শুটিং শুরু হয় এ সিনেমার। কিন্তু করোনার কারণে বেশিদূর এগোয়নি শুটিং। সিনেমাটিতে আমিরের বিপরীতে অভিনয় করছেন তারকা অভিনেত্রী কারিনা কাপুর। সময় মতো সিনেমাটির শুটিং শেষ হলে, আগামী বছরের বড়দিনে মুক্তি পাবে 'লাল সিং চাড্ডা'।

প্রকাশ পেল বেলাল খানের নতুন গান

বিনোদন ডেস্ক: 'পাগল তোর জন্য রে', 'এক মুঠো স্বপ্ন', 'একলা প্রহর' গানসহ বেশ কিছু জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগীতশিল্পী বেলাল খান। তারই ধারাবাহিকতায় এবার প্রকাশিত হয়েছে জনপ্রিয় এই শিল্পীর নতুন গান 'দহন জ্বলে পুড়ে মন' শিরোনামে। 'জ্বলে পুড়ে মন হয়েছে দহন, জানি না রে জানি না কখন...' এমন কথায় গানটি সুর করার পাশাপাশি লিখেছেন আকাশ নিবিড়। সংগীতায়োজন করেছেন শামীম মাহমুদ। ক্যামেরায় ছিলেন নাহিয়ান বেলাল ও এইচ এম জামান।



গানটি প্রসঙ্গে বেলাল খান বলেন, 'গানটির কথা, সুর ও সংগীত আয়োজন অনেক সুন্দর হয়েছে। 'দহন জ্বলে পুড়ে মন' গানটি আমারও খুব পছন্দের। মজার ব্যাপার, হলো গানটিতে মডেল হয়েছেন আলোচিত মডেল নায়লা নাঈম। গানটির মিউজিক ভিডিও ঢাকা ইউনিভার্সিটির রমনা কালীমন্দিরে চিত্রায়িত হয়েছে। ভিডিওটিও বেশ ভালো হয়েছে। আশা করছি, গানটি সবার ভালো লাগবে।'

চির অবসরে কিংবদন্তী

বিনোদন ডেস্ক: সৌমিত্রের বিদায়ে স্মৃতির ডানা মেললেন সকল তারকা। কী এক অনবদ্য জীবন পার করলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়! অভিনয়, চিত্রকলা, বাচিকশিল্প, কথাসাহিত্য সর্বোত্রই নিজেকে বিস্তৃত করে সমৃদ্ধ করেছেন একটা জীবন। তার পরবর্তী কয়েক প্রজন্মের অভিনেতার কাছে তিনি শিল্পের সবচেয়ে উচ্চতর পাঠ হয়েই বেঁচে থাকবেন। তার এই মহাপ্রয়াণে অগণিত ভক্ত তারকা প্রকাশ করেছেন একজন সৌমিত্রর সঙ্গে তার শখ্য, ভক্তি, কাটানো স্মৃতির গল্প। তারই কিছু গল্প তুলে ধরা হলো শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবেড়

সৌমিত্র'র সঙ্গে আমার বন্ধুত্বে কোনোকিছুই বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি: অপর্ণা সেন

কখনো মনে হয়নি আমি একটা বড় ছবিতে অভিনয় করছি। মনে হয়নি ছবির পরিচালক এক বিরাট মাপের মানুষ। আর আমার পাশে দাঁড়ানো নায়ক মানুষটিও আমার চাইতে ১০ বছরের বড়। অপুর সংসার সিনেমা থেকেই প্রথম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ। বয়সের পার্থক্য থাকলেও সৌমিত্রর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বে কোনোকিছুই বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আমাদের যে খুব নিয়মিত যোগাযোগ ছিল এমন নয়। কিন্তু যখনই কথা হয়েছে, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গে গড়িয়ে গিয়েছে আড্ডা। কারণ সৌমিত্র ছিলেন সেই বিরল এক মানুষ, যিনি যেকোনো সময়ে যেকোনো বিষয়ে অনর্গল কথা বলে যেতে পারতেন।

তিনি কথা বললে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম: ববিতা

সৌমিত্র দার সঙ্গে আমার কত স্মৃতি, এগুলো কয়েক মিনিটে বলা সম্ভব নয়। আজ 'অশনি সংকেত' ছবির শুটিংকালীন অনেক স্মৃতিই মনে পড়ছে। ছবিটির দৃশ্যধারণ হয়েছিল শান্তিনিকেতন ও বীরভূমে। তারা ছিলেন বলেই আমি 'অনঙ্গ বউ' হয়ে উঠতে পেরেছিলাম। বেশ ব্যক্তিত্ববান ছিলেন সৌমিত্র। সংস্কৃতির সকল শাখা-প্রশাখা নিয়ে তার জানা-শোনা। তিনি কথা বললে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম। দারুণ কবিতা আবৃত্তি করতেন, লিখতেনও। তার মতো নক্ষত্ররা সবসময় আলো ছড়িয়ে যান। তিনিও যাবেন।

বেঁচে গেলেন তিনি: শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

আমার ডাকনাম 'অপু', সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অপুর সংসার' দেখে আমার জ্যাঠতুতো দাদা নামটা দিয়েছিলেন। বাবা সেটা অনায়সে মেনে নেন। সেই থেকে আমি 'অপু'।

আজ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্য কষ্ট হলেও একটা কথা খুব মনে হচ্ছে- বেঁচে গেলেন তিনি। অনেকদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিন্তু আমাদের মাথার ওপর থেকে যেন ছাতাটা সরে গেল। শেষের দিকে শৈবাল মিত্রের ছবিতে কাজ করেছিলাম তার সঙ্গে। শেষ দেখা 'বসু পরিবার' করতে গিয়ে। বাংলা সংস্কৃতি চর্চার এক যুগের অবসান হলো।

রোজ কাজের পর আমাদের আড্ডা জমতো নানা বিষয়ে: শর্মিলা ঠাকুর

ভীষণ খারাপ লাগছে। আজ আমার জীবনের এক গভীর শোকের দিন। উনি ছিলেন আমার বহু পুরনো বন্ধু। ওনার মতো কে আছে আর? ওনার অভিনয়, নাট্য পরিচালনা, সাহিত্যে যা অবদান তা যে ঐতিহ্যের পত্তন করেছে, তা চিরন্তন। ওনার আবৃত্তি অসাধারণ। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবির শুটিংয়ে উত্তরবঙ্গের এক ডাকবাংলোয় সৌমিত্র, শুভেন্দু ও আমি ছিলাম। রোজ কাজের পর আমাদের আড্ডা জমতো নানা বিষয়ে। উনি এত বিষয়ে গভীরভাবে জানতেন যে, বারবার মুগ্ধ হয়েছি।

উত্তম কুমার বাংলা সিনেমার চে গেভারা আর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কাস্ত্রো: পরমব্রত

'জানো জেঠু, আমার মনে হয়, উত্তম কুমার বাংলা সিনেমার চে গেভারা আর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হচ্ছেন ফিদেল কাস্ত্রো।' জেঠু (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) বললেন, 'কেন? এমনটা কেন মনে হয় তোর?' আমি বললাম, 'দেখো, উত্তম কুমার যখন তার খ্যাতি ও সাফল্যের চূড়ায় তখন মারা গিয়েছিলেন। ফলে তার সেই নায়ক ইমেজটা থেকে গিয়েছে। ঠিক যেমন রাজনীতিতে চে। আর ফিদেল? তাকে কত কিছু দেখতে হয়েছে। ঠিক তোমার মতো।'

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আলোচিত ১০ সিনেমা

দীর্ঘ দিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে অবশেষে হার মানলেন উপমহাদেশের বর্ষিয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। গত ১৫ নভেম্বর রোববার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে কলকাতার বেলভিউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি জায়গা করে নিয়েছেন অজস্র সিনেমা প্রেমী মানুষের হৃদয়ে। তার ক্যারিয়ারে অভিনয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন চরিত্র ফুটে তুলেছেন এই অমর অভিনেতা।

১৯৫৯ সালে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় 'অপুর সংসার' সিনেমায় প্রথম অভিনয় করেন সৌমিত্র। যার সঙ্গে ১৪টি সিনেমায় কাজ করেছেন এ মহাপুরুষ। এছাড়াও মৃণাল সেন, তপন সিনহা, তরুণ মজুমদার, গৌতম ঘোষ, ঋতুপর্ণা ঘোষ, অপর্ণা সেন, কৌশিক গাঙ্গুলী, অতনু ঘোষ, সৃজিত মুখার্জীর সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনিত সেরা ও আলোচিত ১০টি সিনেমার কিছু অংশ তুলে ধরা হলো নিচে-



১. ক্লাসিক অপু : ক্লাসিক অপুর সংসার সিনেমায় নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন কিংবদন্ড্রি সৌমিত্র। সিনেমাটি প্রকাশ হওয়ার পর আলোড়ন সৃষ্টি করে। 'খাওয়ার পর একটা করে, কথা দিয়েছ'; শর্মিলা ঠাকুরের সাথে তার এ সংলাপ ও রসায়ন এখনও বাঙালির মনে ঢেউ তোলে। পরে নারী মহলে ঢেউ তোলা এ সুদর্শন পুরুষকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

২-৩. সোনার কেলা ও জয় বাবা ফেলুনাথ (ফেলুদা চরিত্র): ভারতের উপমহাদেশের জনপ্রিয় চরিত্র ফেলুদা। সত্যজিৎ রায় রচিত এ চরিত্রের অবলম্বনে নির্মাণ করা হয় সিনেমা। এখানে চরিত্রটিকে বড় পর্দায় জীবন্ত করে তুলেছিলেন ওই গুণী সৌমিত্র। ১৯৭৪ সালে সোনার কেলা এবং ১৯৭৮ সালে জয় বাবা ফেলুনাথ ছবিতে ফেলুদা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন টলি সিনেমার এ বৃহৎ নায়ক।

৪. দেবী : ১৯৬০ সালে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত এ ছবিতে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, ছবি বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এ সিনেমা সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চলচ্চিত্রের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার রাষ্ট্রপতি রৌপ্য পদক লাভ করে ১৯৬০ সালে। এছাড়াও ১৯৬২ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে পালমে ডি'অর এ মনোনীত হয়েছিল সেই সময়।

৫. হীরক রাজার দেশে: এটি ভারতীয় বাঙালী চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় পরিচালিত একটি জনপ্রিয় চলচ্চিত্র। রূপকের আশ্রয় নিয়ে চলচ্চিত্রটিতে কিছু ধ্রুব সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এটি গুপী গাইন বাঘা বাইন সিরিজের একটি চলচ্চিত্র। এর একটি বিশেষ দিক হচ্ছে মূল শিল্পীদের সকল সংলাপ ছড়ার আকারে করা হয়েছে। তবে কেবল একটি চরিত্র ছড়ার ভাষায় কথা বলেননি। তিনি হলেন শিক্ষক। এ দ্বারা বোঝানো হয়েছে একমাত্র শিক্ষক মুক্ত চিন্তার অধিকারী, বাদবাকি সবার চিন্তাই নির্দিষ্ট পরিসরে আবদ্ধ।

৬. চারুলতা: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় গল্প 'নষ্টনীড়' এর কাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে এর চিত্রনাট্য। 'নষ্টনীড়' গল্পে দেখানো হয়েছে নব্বই দশকের (১৮৭৯) ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত এ সিনেমার সার্থকতা বয়ে আনার জন্য গল্পের কাহিনীতে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৯৬৪ সালে মুক্তি পাওয়া এ সিনেমা ইংরেজিভাষী বিশ্বে সবার কাছে 'দ্য লনলি ওয়াইফ' নামে পরিচিত।

৭. বাক্স বদল: ১৯৬৫ সালের নিত্যানন্দ দত্ত পরিচালিত 'বাক্স বদল' চলচ্চিত্রটি সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গীতায়োজনে প্রকাশ করেছিল ডিএম প্রডাকশন্স হাউজ। এতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও আরও অভিনয় করেছেন অপর্ণা সেন, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সুব্রত সেন, এবং সাবিত্রি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সিনেমাটি সম্পূর্ণ কমেডি ধাঁচের।

৮. কাপুরুষ: ১৯৬৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'কাপুরুষ' সিনেমার মূল নাম 'কাপুরুষ মহাপুরুষ'। দুটি পৃথক গল্পকে একত্র করে নির্মিত এ সিনেমা। প্রথম গল্পের নাম কাপুরুষ; এর মূল গল্পকার সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের জনৈক কাপুরুষের গল্প থেকে নেয়া।

৯. বেলা শেষে: ২০১৫ সালের মে মাসের ১ তারিখে কলকাতায় মুক্তি পায় এ ভারতীয় চলচ্চিত্রটি। এতে সাহিত্যপ্রেমী সৌমিত্র দুর্গা উৎসব উপলক্ষে ছেলে, ছেলের বউ, তিন মেয়ে এবং মেয়ের জামাইদের একত্র করেন। সকলের চিন্তা ভাবনা- বাবা বোধয় তার সম্পত্তির উইল পড়ে শোনাবেন তাদের; কিন্তু না। উপস্থিত সবাইকে অবাক হওয়ার মতো বার্তা শোনান সৌমিত্র। দীর্ঘ ৪৯ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি চান তিনি। স্ত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্তার সাথে আর একত্রে থাকবেন না। বিবাহ বিচ্ছেদ চাইছেন। তাই আদালতের দ্বারস্থ হলে তাদের ১৫ দিন একসঙ্গে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। পরবর্তীতে তারা আবার সেই আগের মতো শুরু করেন জীবন-যাপন।

১০. প্রাক্তন: ২০১৬ সালের ২০ মে মাসে সিনেমাটি কলকাতা ও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে একযোগে ৯০টি সিনেমা হলে মুক্তি পায়। কলকাতার বাইরেও সিনেমাটি ভারতের অন্যান্য ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ শহর, যুক্তরাষ্ট্রের ৭টি এবং কানাডার একটি শহরে মুক্তি পায়। টলি সিনেমার ইতিহাসে এটাই বিশাল মুক্তির ছবি।

এ সিনেমায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আরও অভিনয় করেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা, অপারিজাতা আঢ্য, বিশ্বনাথ বসু, মানালি দে, সাবিত্রি চট্টোপাধ্যায়, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

টলি সিনেমার এ মহাপুরুষ অভিষেকের পরই যেন কেড়ে নেন লাইমলাইট। তিনি একে একে 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'দেবী', 'ঝিন্দের বন্দি', 'স্বরলিপি', 'সমাপ্তি তিনকন্যা', 'কিনু গোয়ালার গলি', 'আগুন', 'বেনারসি', 'অভিযান', 'শেষ প্রহর', 'কাচ কাটা হীরে', 'অশনি সংকেত' ও 'সাতপাকে বাঁধা' সহ উলেখযোগ্য ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে নিজের অবস্থান শক্ত করে তুলেন। এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে তার অনবদ্য অভিনয়ের মধ্যে রয়েছে অংশুমানের ছবি (২০০৯), হেমলক সোসাইটি (২০১২), শেষ চিঠি (২০১৭), বসু পরিবহন (২০১৮) এবং অবাক কান্ড (২০১৮) সিনেমাসমূহ।

ঢাবি ছাত্রীকে ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন

আদালতে মজনুর ‘হুলুস্থুল’



ঢাকা ডেস্ক: রাজধানী ঢাকার কুর্মিটোলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে ধর্ষণ মামলার আসামি মজনুকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) বিকেল ৩টায় ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭ এর বিচারক বেগম মোসাম্মৎ কামরুন্নাহার এ রায় ঘোষণা করেন। যাবজ্জীবন কারাদন্ডের পাশাপাশি মজনুকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী ধর্ষণ মামলার আসামী মজনুকে দুপুরে আদালতে আনা হয়। আদালতের কাঠগড়ায় তোলার সময় মজনু অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকেন। পুলিশ ও আইনজীবীদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি ও চেঁচামেচি করেন তিনি। এ সময় চিৎকার করে মজনু বলেন, ‘আমি ধর্ষণ করি নাই, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি বাড়ি যাব। আমাকে ছেড়ে না দিলে লাফ দিয়ে মরে যাব।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি ধর্ষণ করি নাই, ধর্ষণ করছে চারজন মিলে। কিন্তু পুলিশ তাদের ধরছে না। আমি গরিব দেখে আমাকে ধরেছে। আমার নাম মজনু পাগল, আমার গায়ে শক্তি নাই। আমাকে ছেড়ে দেন।’ এক পর্যায়ে মজনু গণমাধ্যম কর্মীদের গালিগালাজ করে ধাওয়া দেন। পরে পুলিশ এসে পরিবেশ শান্ত করে।

রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি আফরোজা ফারহানা আহম্মেদ অরেঞ্জ বলেন, ঢাবি ছাত্রী ধর্ষণ মামলার একমাত্র আসামি মজনুর যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়ায় আমরা সন্তুষ্ট। এ রায়ে আমরা ন্যায়বিচার পেয়েছি।

মজনুর আইনজীবী (সরকার থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত) রবিউল ইসলাম বলেন, রায়ে আমরা ন্যায়বিচার পাইনি। রায়ের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চ আদালতে যাব। সেই সঙ্গে তিনি আরো বলেন, সেই ছাত্রীর ফরেনসিক রিপোর্টে একাধিক লোকের ডিএনএ পাওয়া গেছে, যেখানে মজনুর ডিএনএও পাওয়া যায়।

চলতি বছরের ৫ জানুয়ারী বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে সন্ধ্যা ৭টার দিকে রাজধানীর কুর্মিটোলা বাসস্ট্যান্ডে নামেন ওই ঢাবি ছাত্রী। এরপর অজ্ঞাত এক ব্যক্তি তার মুখ চেপে ধরে সড়কের পেছনে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ ও শারীরিক নির্যাতন করে। নির্যাতনের একপর্যায়ে জ্ঞান হারান ওই ছাত্রী। ডাক্তারি পরীক্ষায় নির্যাতনের শিকার ছাত্রীর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গেছে।

রাত ১০টার দিকে জ্ঞান ফিরলে নিজেকে একটি নির্জন জায়গায় আবিষ্কার করেন ওই ছাত্রী। পরে সিএনজি অটোরিকশা নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে যান তিনি। রাত ১২টার দিকে তাকে ঢামেক হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করেন সহপাঠীরা।

পরদিন সকালে অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামি করে ওই ছাত্রীর বাবা ক্যান্টনমেন্ট থানায় মামলা করেন। মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব পায় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি উত্তর)। ৮ জানুয়ারী মজনুকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। ৯ জানুয়ারী সাত দিনের রিমান্ডে নিয়ে মজনুকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পুলিশকে অনুমতি দেন আদালত। ১৬ জানুয়ারী ধর্ষণের দায় স্বীকার করে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেন অভিযুক্ত।

গত ১৬ মার্চ ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে মজনুর বিরুদ্ধে চার্জশিট (অভিযোগপত্র) দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক আবু বক্কর। ২৬ আগষ্ট ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭ এর বিচারক বেগম মোসাম্মৎ কামরুন্নাহার ভার্চুয়াল আদালতে মজনুর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন।

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্‌স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকস
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুপ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্ধরুক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

INSURANCE
New/ Renewal

❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.



BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED

TDS Insurance Brokerage Corp.
Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311
BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

ক্ষমতা হস্তান্তর জটিলতা

(৪ পাতার পর)

প্রচেষ্টা তাকে যে পেছন দিকে ঠেলে দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অসহিষ্ণু ও উগ্র আচরণের দ্বারা তাঁর এমন একটি ভাবমূর্তি জনগণের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে, ট্রাম্পের নেতৃত্বের প্রতি শ্বেতাঙ্গ, অশ্বেতাঙ্গ, অভিবাসী কোনো পক্ষই পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেননি। পক্ষান্তরে জো বাইডেনকে শুরুতে অনেকেই সপ্রতিভ মনে না করলেও ট্রাম্পের বিপরীতমুখী ব্যক্তিত্ব দ্বারা নির্বাচনে মানুষের আস্থা অর্জন তাঁর জন্য খুব সহজ হয়ে যায়। বাইডেনের বিজয় অবশ্যই ডেমোক্রেটিক পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও নির্বাচনী কৌশলের বিজয়; কিন্তু এ বিজয়কে তাঁর চারিত্রিক সততার, জবাবদিহির, সময়ানুগ প্রতিশ্রুতি প্রদানের এবং মানুষের প্রতি অবজ্ঞার বিপরীতে সহানুভূতি প্রদর্শনের বিজয় বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন। বাইডেন-হ্যারিস জুটির প্রতি মানুষের আস্থা হলো বৈচিত্র্য, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির প্রতি আস্থার মতো।

সবার প্রত্যাশা, যুক্তরাষ্ট্রে যখন চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে, অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে ওঠা কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, করোনা মহামারিতে প্রতিদিন যেখানে এক লাখেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, এ রকম সময়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর ক্ষমতাকালের শেষ পর্যায়ে রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকা পালন করার জন্য গলফ ক্লাবের মাঠ থেকে ফেরত আসবেন। অবজ্ঞা প্রদর্শন করে একের পর এক টুইট প্রদান করা বন্ধ করে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে সাবলীল করার প্রয়োজনীয় কাজে মনোযোগী হবেন। সারা বিশ্বের মানুষ প্রত্যাশা করে, যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান সরকার ওয়াশিংটন ডিসির রাজপথে ক্ষমতায় পুনর্বহাল হওয়ার জন্য লোক জমায়েত না করে গণতন্ত্রের পতাকা ও বৈচিত্র্যের সৌন্দর্যকে মহিমান্বিত করার পথে এগিয়ে যাবেন। প্রযুক্তির জাদুকরী উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়ন, পণ্য ও সেবা খাতে সহযোগিতা পৃথিবীর দেশগুলোকে এত কাছাকাছি নিয়ে এসেছে যে একটি গ্রামের অধিবাসীরা যেমন এককালে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে বেঁচে থাকত, পৃথিবীর দেশগুলোকেও এখন একইভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতি এই মুহূর্তে যে দুটি খাত থেকে শক্তি সঞ্চয় করছে, সে দুটি খাতের সংকোচন ও প্রসারণের সঙ্গে আমেরিকার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের রসায়নের সংকোচন ও প্রসারণ ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। আমরা চাই গণতন্ত্রের মূল বাণী বহন করে আব্রাহাম লিংকন, মার্টিন লুথার কিংয়ের যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার অগ্রবর্তী ও নির্ভরশীল দেশ হিসেবে আমাদের সামনে দাঁড়াক। আমরা মানবিক, উদার, সহমর্মী যুক্তরাষ্ট্র দেখার প্রত্যাশায় আছি।

লেখক: উন্নয়ন গবেষক ও কলামিস্ট

ডবাই আত্মম্ভরী

(৪ পাতার পর)

নির্বাচনী অভিযানে ঘোষণা করেছিলেন, 'তিনি মুসলমানদের আমেরিকায় প্রবেশ বন্ধ করে দেবেন।' সাদেক খান এই বক্তব্যের নিন্দা প্রকাশ করেছিলেন। তাই ট্রাম্প সাদেক খানকে কয়েকবার অযোগ্য বলে অভিহিত করে বলেন, লন্ডনের এক নতুন মেয়র প্রয়োজন। সাদেক খান ট্রাম্পের পছন্দের মানুষ ছিলেন না, কারণ তিনি মুসলমান। বিদ্বেষ ও গোঁড়ামিকে ভিত্তি করে রাজনীতি করা ট্রাম্পের সাদেক খানকে ভালো লাগত না। কিন্তু যেখানে ট্রাম্পের নিজের স্বার্থ, সেখানে তিনি মুসলমান হলেও বাদশাহদের সাথে নাচতেও গর্ব অনুভব করতেন। ট্রাম্পের এ 'ইউটার্ন' তাকে পরাজয় থেকে রক্ষা করতে পারেনি। আর ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, খ্রিষ্টান-মুসলমান, বৃদ্ধ-যুবক সবাই মিলে ট্রাম্পকে পরাজিত করেছেন। এটা একজন ব্যক্তির নয়, বরং দৃষ্টিভঙ্গির পরাজয়। বিশ্বের বেশির ভাগ গণতান্ত্রিক দেশে যুবক নেতা প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। কিন্তু আমেরিকা ৭৮ বছর বয়স্ক জো বাইডেনকে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে এ বার্তা দিয়েছে যে, তাদের একজন এমন চিন্তাশীল ও অভিজ্ঞ নেতার প্রয়োজন, যিনি আমেরিকাকে এক করতে রাখতে পারেন। জো বাইডেন আদর্শিক বা অনেক বড় বিপ্লবী নেতা নন। ত্রিশ বছর বয়সে প্রথমবার সিনেটর হন এবং আটাত্তর বছর বয়সে প্রেসিডেন্ট হলেন। তার জয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, যার কারণে জো বাইডেনকে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ও এশিয়ান মার্কিনিরা বিশাল সংখ্যায় ভোট দেন। ট্রাম্প আমেরিকান সমাজে এতটাই বিদ্বেষ ও শঙ্কা ছড়িয়ে রেখেছিলেন যে, বিজয়ের ঘোষণায় বাইডেনের সমর্থকরা অতি আবেগের কারণে কাঁদতে থাকেন। তাদের মনে হয়েছে, আমেরিকা দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা অর্জন করল। জো বাইডেনের বিজয়ে মজলুম কাশ্মিরিরাও আনন্দিত। কেননা তারা মনে করেন, ৫ আগস্ট, ২০১৯ সালে কাশ্মিরের যে পতন হয়েছে, তাতে নরেন্দ্র মোদি-ট্রাম্পের নীরব সমর্থন লাভ করেছিলেন। জো বাইডেন ও কমলা হ্যারিস ৫ আগস্ট, ২০১৯-এর পর কাশ্মিরিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের নিন্দা করেছিলেন। ওবামার শাসনকালে জো বাইডেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি নওয়াজ শরিফ, আসিফ জারদারি ও পারভেজ ইলাহিকে বেশ ভালো করে জানেন। জারদারি তো তার শাসনকালে বাইডেনকে হেলাল-ই-পাকিস্তান উপাধিও প্রদান করেছিলেন। ৭ নভেম্বর আসিফ জারদারি ও নওয়াজ শরিফের মধ্যে ফোনে কথাবার্তা হয়েছে। সেখানে পারভেজ ইলাহির কথাও আসে। পরের দিন তারা সবাই বাইডেনকে অভিনন্দন বার্তাও প্রেরণ করেন। অপর দিকে ট্রাম্প আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করার ঘোষণা দেন। তার অভিযোগ, নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। হতে পারে তিনি কনটেইনারে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং আন্দোলনের ঘোষণা দেবেন। তবে হোয়াইট হাউজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তার জন্য মিথ্যা বলা কঠিন। তিনি যা কিছুই মিথ্যা বলবেন, টুইটারসহ সব আমেরিকান টিভি চ্যানেল বিশ্বকে জানিয়ে দেবে, 'ট্রাম্প মিথ্যাবাদী। মিথ্যা বিশ্বকে বিভক্ত ও অনিরাপদ করে দিয়েছে।' সময় এসেছে, বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে মিডিয়া ট্রাম্পের মতো মিথ্যাবাদী ও আত্মম্ভরীদের সামনে বুক টান করে দাঁড়িয়ে যাবে এবং তাদের মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন করে জনগণকে এমন অশিষ্টাচারীদের থেকে মুক্তি দেবে।

লেখক: পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট
পাকিস্তানের দৈনিক জংয়ে ০৯ নভেম্বর প্রকাশিত। উর্দু থেকে ভাষান্তর করেছেন ইমতিয়াজ বিন মাহতাব

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ শায়েখ মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating
ভর্তি চলছে
Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

আন্তর্জাতিক নেতা ছিলেন মওলানা ভাসানী : সৈয়দ আবুল মকসুদ

৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকীতে মওলানা ভাসানীকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, আফ্রো-এশিয়ার মজলুমদের নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদা ও নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয়েছে। গত ১৭ নভেম্বর মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকায় ওয়ার্কার্স পার্টি, ন্যাপ, জাগপাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আলোচনা সভার আয়োজন করে। টাঙ্গাইলের সন্তোষে মাজার প্রাঙ্গনে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিএনপি, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, ভাসানী পরিষদ, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), গণসংহতি আন্দোলনসহ বিভিন্ন বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হন। দিবসটি পালনে ভোর থেকেই টাঙ্গাইলের সন্তোষে ভাসানীর মাজার প্রাঙ্গনে রাজধানী ঢাকা, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজনের আগমন ঘটতে থাকে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে মাজার প্রাঙ্গণে হাজার হাজার ভক্ত, অনুরাগী ও সাধারণ মানুষের ঢল নামে।

মওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল, ভোজ, বুক স্টল, চিত্র প্রদর্শণীর আয়োজন করা হয়। সকাল সাড়ে ৭টায় ভাসানীর মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. মো. আলাউদ্দিন। এসময় তার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এরপর ভাসানী পরিবার, জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সহ সভাপতি সিরাজুল হক আলমগীর, সদর উজেলা চেয়ারম্যান শাহজাহান আনসারী, পৌরসভার মেয়র জামিলুর রহমান মিরন, মহিলা লীগ নেত্রী নাহার আহমেদ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে বিএনপির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু, খালেদা জিয়ার বিশেষ সহকারী শিমুল বিশ্বাস, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়াও গণস্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ, জেলা জাতীয় পার্টি, ওয়ার্কাস পার্টি, পিপলস পার্টি, গণসংহতি, ন্যাপ ভাসানী, ভাসানী ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

মাজার জিয়ারত শেষে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু বলেন, বিএনপি জ্বালাও পোড়াও রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। সারা দেশে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে এক লাখের উপরে মামলা দেয়া হয়েছে। মামলার ভয়ে আমরা রাজপথ ছাড়িনি। দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাইনি। ১২ বছর ধরে রাজপথে থেকে আন্দোলন সংগ্রাম করে যাচ্ছি। প্রয়োজনে আরও ১২ বছর সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। ভোটবিহীন সরকারকে পতন ঘটানোর জন্য নেতা-কর্মীদের মওলানা ভাসানীর আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, জনগণের কণ্ঠকে রোধ করে গণতন্ত্রকে কবর দেয়া হয়েছে। চারিদিকে অরাজকতা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ মাফিয়ার দিকে চলে যাচ্ছে। ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য সবাইকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

গণসংহতি আন্দোলনের জোনায়েদ সাকি বলেন, বর্তমান সরকার দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে। নির্বাচন কমিশনার মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে তামাশা করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। বিদেশি শক্তি ও দেশিয় বিশেষ বাহিনীকে খুশি করে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এদিকে মওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আলোচনা সভার আয়োজন করে। এসব সভায় বক্তারা মওলানার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং



বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁর মতো নেতার বড় প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন।

ওয়ার্কার্স পার্টি: মওলানা ভাসানী স্মরণে ঢাকায় ওয়ার্কার্স পার্টি ভার্চুয়াল মাধ্যমে স্মরণসভার আয়োজন করে। এতে প্রধান আলোচক বিশিষ্ট কলামিস্ট, গবেষক ও বুদ্ধিজীবী সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেছেন, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী একজন আন্তর্জাতিক নেতা ছিলে। তিনি বিশ্ব শান্তি পরিষদের একজন নেতা ছিলেন। বিশ্ব শান্তি পরিষদের তিনি যোগ দিয়েছিলেন। তিনি এশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপের সেসময় বিখ্যাত নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসেরের সঙ্গে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন বিষয়ে বৈঠক করেছেন। তিনি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কী হবে সেটি নিয়ে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। তিনি পূর্ব বাংলায় সমাজতান্ত্রিক বিপব করার জন্য মাও সেতুংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। তিনি ভিয়েতনামের হো চি মিনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, জাপানের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এই যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার অবদান এটা কোনো ছোটখাটো বিষয় নয়। তিনি আরও বলেন, মওলানা ভাসানী জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের নিয়ে লড়াই করেছেন, তিনি স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন করেছেন; ভাষা আন্দোলনে তিনি প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং স্বাধিকারের আন্দোলনেও ভূমিকা রেখেছেন। সুতরাং মওলানা ভাসানীকে অবহেলা করলে, তার কোনো ক্ষতি হবে না, বরং জাতি হিসেবে আমাদেরই ক্ষতি হবে।

সৈয়দ মাকসুদ বলেন, পাকিস্তান হওয়ার পর মওলানা ভাসানী পার্লামেন্টের মেম্বার হয়েছিলেন। সেই পার্লামেন্টের ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কয়েকটি অধিবেশনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। সংসদ অধিবেশনের তিনি বলেছিলেন আমরা কী সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এর গোলাম? এখান থেকে তোমরা পাটের টাকা, চায়ের টাকা, চামড়া বিক্রির টাকা নিয়ে যাবে কেন? মওলানা ভাসানী প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, আঘাত করলে তোমরা প্রত্যাঘাত করো। জালেম যখন মজলুমের ওপর অত্যাচার করবে, তখন তাকে আঘাত করা নৈতিক কর্তব্য। জালেমের সঙ্গে অহিংস আন্দোলন করলে তাকে পরাজিত করা অত্যন্ড় কঠিন। আমি এই অহিংস নীতিতে বিশ্বাস করি না।

রাশেদ খান মেনন এমপির সভাপতিত্বে আলোচক হিসেবে আরো বক্তৃতা করেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা এমপি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেজবাহ কামাল।

রাশেদ খান মেনন বলেন, মওলানা ভাসানীর ভূমিকা ছিল স্বাধীনতার ভিত্তি ভূমি স্থাপনে। তার ওপরে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার সৌধ নির্মাণ করেছেন। সুতরাং তাকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতার ইতিহাস হয় না, এ কথা আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। মওলানা ভাসানী এদেশের মানুষের কাছে ছিলেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন। যুগ যুগ জিও তুমি মওলানা ভাসানী।

বাসদ: ভাসানীর ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রি দল (বাসদ) ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে তোপখানা রোডস্থ বাসদ ভবনের নীচ তলায় মওলানা ভাসানীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার আহ্বায়ক বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জুলফিকার আলী, খালেকুজ্জামান লিপন, নাসিরউদ্দিন প্রিন্স প্রমুখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা মওলানা ভাসানীর দীর্ঘ ৯৬ বছরের জীবন ও সংগ্রাম এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, তিনি আজীবন আপোষহীন, অসাম্প্রদায়িক ও বিদ্রোহী মানুষ ছিলেন। তিনি যুবক বয়সে জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছেন, আসামে গিয়ে ভূমিহীন কৃষক জনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর পাকিস্তানী শাসকদের উপনিবেশিক শাসন-শোষণ, বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সিয়াটো, সেন্টু চুক্তি সমর্থন করায় তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি পাকিস্তানে প্রথম গণতান্ত্রিক বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। ভাসানী কাগমারী সম্মেলন থেকে পাকিস্তানকে যে 'ওয়ালাইকুম আচ্ছালাম' বলেছিলেন। বক্তাগণ আরো বলেন, তিনি স্বাধীন দেশে দুর্নীতি, লুটপাট ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়েছেন। ভারতের জন্য আতঙ্ক ছিলেন। ভারতের একতরফা ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে ১৯৭৬ সালের মে মাসে দুদিনব্যাপী লংমার্চ করেছেন।

ন্যাপ: ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা করেছে বাংলাদেশ ন্যাপ। দলটির মহাসচিব এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া বলেছেন, ভাসানী ছিলেন দুঃসাহসী ও চিরবিদ্রোহী রাজনীতিবিদ। ভাসানীর সংগ্রামী আদর্শের মৃত্যু নেই। রাজধানীর নয়াপল্টনের যাদু মিয়া মিলনায়তনে স্মরণ সভায় বলা হয়, এই দেশ ও এই জাতি যত দিন টিকে থাকবে, মওলানা ভাসানীকে কেউ অবহেলা কিংবা অবজ্ঞা করতে পারবে না। ইতিহাসই তার সঠিক মূল্যায়ন করবে, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

বাংলাদেশ ন্যাপ ঢাকা মহানগর সভাপতি মো. শহীদুননবী ডাবলু'র সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য রাখেন জাতীয় গণতান্ত্রিক লীগ সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা এম. এ জলিল, ন্যাপ ভাইস চেয়ারম্যান স্বপন কুমার সাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. কামাল ভুইয়া, ঢাকা মহানগর নেতা হারুনুর রশিদ মৃধা, মো. হারুন-অর-রশিদ প্রমুখ।

এ ছাড়াও জাগপা, গণদলসব বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মওলানা ভাসানীর ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করে।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রিটার্ন নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:
Open · Closes 6PM
Phone: (718) 424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষেনড়ৎড়ঁময় জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎন্ু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
Attorney at Law
(917) 533-1033

Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

ফিলাডেলফিয়ার বাংলাদেশী দম্পতির দোষ স্বীকার

(শেষের পাতার পর)

গাফফার বাবু (৪০) ও নাবিলা খান (৩৫)। তারা ম্যারিল্যান্ড স্টেটের বাল্টিমোর থেকে কয়েক বছর আগে ফিলাডেলফিয়ায় বসতি গড়েছেন। 'দেশি ভিলেজ',' নিউ দেশি ভিলেজ' নামক রেস্টুরেন্ট ব্যবসা রয়েছে এই দম্পতির। তারা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানে ক্যাটারিংয়ের কাজও করেন। বগুড়ার সন্তান বাবু যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। তবে তার স্ত্রী নাবিলা এখনো গ্রীণকার্ডধারী। তিনি সবসময় হিজাব পরে চলাফেরা করেন।

ধর্মের নামে জঙ্গিবাদে তার পরিবারের সমর্থনের গুঞ্জন আগে থেকেই ছিল। আপারডারবি সিটির কাউন্সিলম্যান শেখ সিদ্দিক জানান, বাবু সপরিবারে এখানকার মন্টগোমারি কাউন্টিতে বাস করছিলেন। রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী হিসেবে কমিউনিটির প্রায় সকলেরই পরিচিত।

যুক্তরাষ্ট্র বিচার বিভাগের মুখপাত্র গত ১৯ নভেম্বর জানান, বাবু-নাবিলা দম্পতিকে ১৮ নভেম্বর ফিলাডেলফিয়াস্থ ফেডারেল কোর্টে হাজির করা হয়। সে সময়েই জজ যশোয়া ডি উলসোনের এজলাসে উভয়ে দোষ স্বীকার করেছেন। এ অপরাধে তাদের ৫ বছর করে জেল এবং আড়াই লাখ ডলারের জরিমানা হতে পারে। জেল খেটে মুক্তিলাভের পর আরো তিন বছর বিশেষ নজরদারিতে অতিবাহিত করতে হবে। গত কয়েক বছরে আইসিসে যোগদানকারি ভাই সংক্ষিপ্ত নাম জেকে এবং আইকে-কে তারা বিপুল অর্থ পাঠিছেন। গতবছর আইকে সিরিয়ায় বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, সন্ত্রাসে সহায়তাকারির মধ্যে বাবুর মায়ের ইন্ধনও রয়েছে। তার সংক্ষিপ্ত নাম ওয়াইপিকে। তিনি বাস করেন সউদি আরবে। মাঝেমধ্যে বাংলাদেশেও যাতায়াত করেন। শুধু তাই নয়, বাবুর জমজবোনেরাও (এনকে) আইএসআইএসকে প্রকাশ্যে সহযোগিতা দিচ্ছেন। তারা থাকেন বাংলাদেশে।

মামলায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে, গত বছর মার্চে সন্ত্রাসী হিসেবে সিরিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত আইকে ২০১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন স্টুডেন্ট ভিসায়। কলেজে ভর্তি হয়ে ভাই-ভাবির সাথে বসবাস করতেন ২০১৪ সালের জুন থেকে ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত।

ইউএস এটর্নি উইলিয়াম এম ম্যাকসেয়াইন বলেন, নাবিলা খানের দুই ভাইকে সিরিয়ায় গিয়ে আইএসআইএসে যোগ দিয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে উৎসাহ দিয়েছেন এই দম্পতি।

এফবিআইয়ের ফিলাডেলফিয়া ডিভিশনের স্পেশাল এজেন্ট মাইকেল জে ডরিস্কল এ প্রসঙ্গে প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেছেন, এ মামলার মধ্যদিয়ে উদঘাটিত হলো যে সন্ত্রাসীরা নিজ হাতে অস্ত্র-বিস্ফোরক না ধরেও যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে মারাত্মক ক্ষতির পথ খুঁজে। এই দম্পতি তাদের ভাইদের সেভাবেই ব্যবহার করেছে। মামলার নথি অনুযায়ী নাবিলা খান ভাইদের সিরিয়ায় রওয়ানা দেয়ার সময় বিদায় অভ্যর্থনা জানাতে ঢাকায় গিয়েছিলেন। সে সময় তিনি হাত খরচের জন্যে নিজের কিছু স্বর্ণ বিক্রি করে ভাইকে দেন।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



IRS ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স-একাউন্টিং-নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
Board certified in Internal Medicine
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

আল্লাহর নৈকট্য লাভের যত

(শেষের পাতার পর)

গুরুত্ব প্রদান করো। প্রভাতে কোরআন পাঠ নিশ্চয়ই এমন যে তা সাক্ষ্য প্রদান করে থাকে, আর রাতের এক অংশেও তার (কোরআন পাঠের) সঙ্গে তাহাজ্জদ পড়তে থাকো।

এটা তোমাদের জন্য হবে নফল বিশেষ। আশা করা যায় তোমার প্রভু প্রতিপালক তোমাকে এক বিশেষ প্রশংসনীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন' (সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৭৮-৭৯)।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভের পদ্ধতি আমাদেরকে শেখানো হয়েছে। আমরা যদি তার নৈকট্য লাভ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে নীরবে একনিষ্ঠ হয়ে তার কাছে কান্নাকাটি করে আমাদের পাপসমূহের ক্ষমা চাইতে হবে।

আল্লাহপাক ক্ষমাশীল, তিনি চাইলে আমাদের ক্ষমা করতে পারেন, আমাদের কাজ হচ্ছে ক্ষমা চাইতে থাকা আর দোয়া করতে থাকা। দোয়া করার উত্তম একটি সময় হল গভীর রাত অর্থাৎ তাহাজ্জদের সময়।

হাদিসে এসেছে, হজরত বেলাল (রা.) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তাহাজ্জদ নামাজ তোমাদের নিয়মিতভাবে পড়া উচিত, কেননা এটা অতীতকালের সৎকর্মশীলদের পদ্ধতি ছিল এবং স্রষ্টার নৈকট্য লাভের মাধ্যম ছিল। এই অভ্যাস পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, মন্দকর্ম দূর করে আর শারীরিক রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করে' (তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত)।

অপর একটি হাদিসে রয়েছে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'রাতে শেষ প্রহর যখন আসে আল্লাহতায়ালা তখন পৃথিবী সকাশে অবতরণ করেন আর বলেন, আছে কী কেউ? যে আমার কাছে দোয়া যাচনা করবে আর আমি তার দোয়া কবুল করবো।

কেউ কী আছে? যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আমি তাকে মার্জনা করবো। কেউ কী আছে? আছে সে তার নিজের দু:খ ক্লেশ দূর করার জন্য দোয়া করলে আমি দু:খ ক্লেশ বিদূরিত করবো। এভাবে আল্লাহতায়ালার এই আহবান করা (ততক্ষণ পর্যন্ত) চলতেই থাকে এমন কি সুবেহ সাদেক-প্রভাতের আলোক রেখা ফুটে ওঠে' (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, পৃ. ৫২১, বৈরুতে মুদ্রিত)।

অপর আরেকটি হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এক প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আল্লাহতায়ালা বলেন, যে আমার দোস্তের সঙ্গে দুশমনি করেছে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আমার বান্দা, যতটা আমার নৈকট্য, যা কিছু আমার পছন্দ আর আমি (যেসব) তাদের জন্য ফরজ করে দিয়েছি, তা থেকে লাভ করতে সক্ষম হবে, ততটা অন্য আর কিছু থেকে লাভ করতে পারবে না।

আরো নফলের মাধ্যমে আমার বান্দা আমার এমন নিকটতর হয়ে যায় যে, আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করে দিই। আর আমি তাকে যখন নিজের দোস্ত বানিয়ে নেই তখন তার কান হয়ে যাই দ্বারা সে শুনে, চোখ বনে যাই যাই দ্বারা সে দেখে, তার হাতে পরিণত হই দ্বারা সে ধরে রাখে, তার পা হয়ে যাই যদ্বারা সে চলা-ফেরো করে, অর্থাৎ আমি-ই তার রূপকার-নির্মিতা।

আমার কাছে চাইলেই আমি তাকে দিই, সে আমার কাছে আশ্রয় যাচনা করলে আমি তাঁকে নিরাপদ আশ্রয় দান করি' (বোখারি)।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) আরও বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, 'সেই ব্যক্তির ওপর আল্লাহতায়ালা রহম করুন যে রাতের বেলায় জেগে ওঠে ও নামাজ পড়ে আর প্রিয়তমা স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয়। সে (স্ত্রী) জেগে ওঠতে গরিমসি করলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয় যাতে সজাগ হয়ে সে ওঠে পড়ে। অনুরূপভাবে আল্লাহতায়ালা সেই মহিলার প্রতিও রহম করুন, প্রথমে জেগে ওঠে, নামাজ পড়ে আর প্রিয়তম স্বামীকেও জাগিয়ে তুলে। স্বামী জেগে ওঠতে গড়িমসি করলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয় যাতে সে জেগে ওঠে' (আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত)।

আমাদের করণীয়-

নিষ্ঠার সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা।

রাতে উঠে একনিষ্ঠভাবে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা আর আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে দোয়া করতে থাকা।

আল্লাহ ও রাসুলের শিক্ষা অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনার চেষ্টা করা।

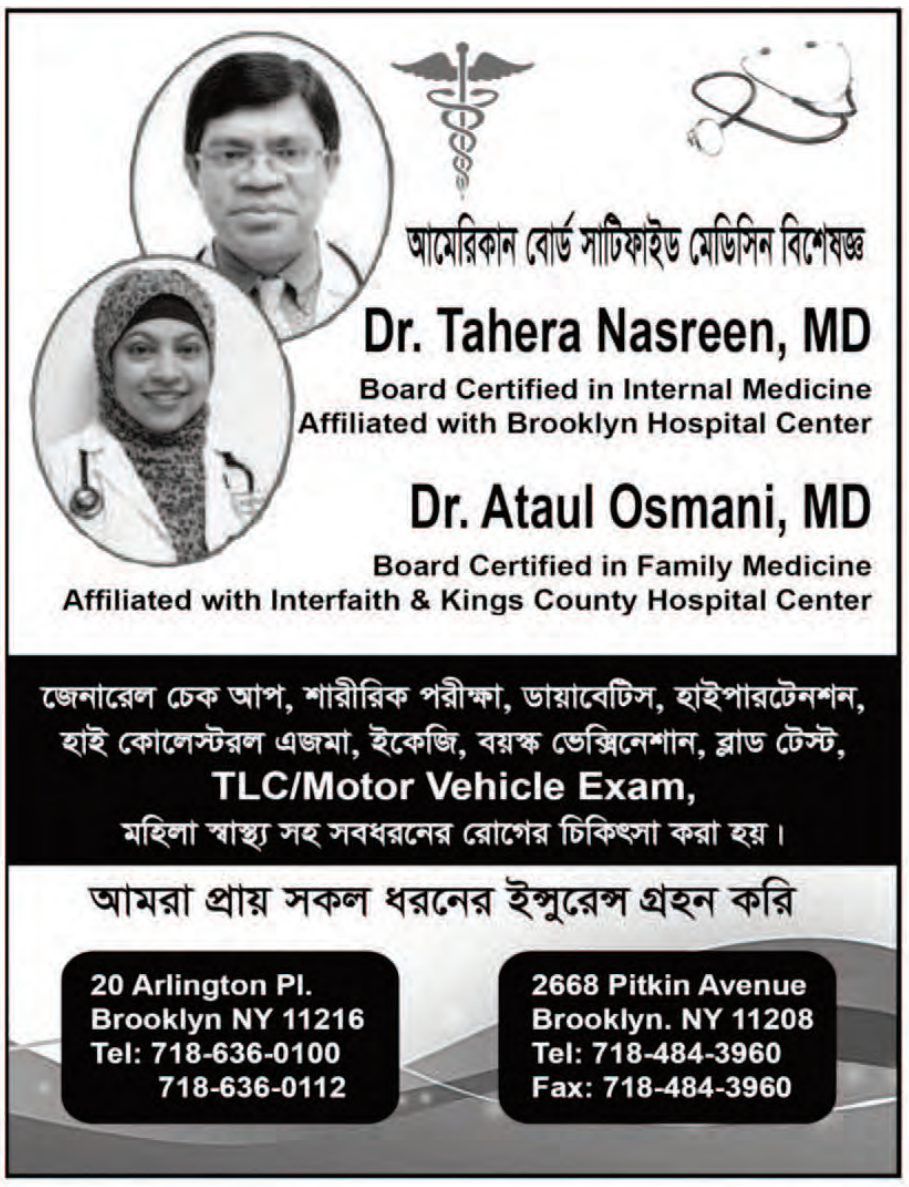
অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথে নিজে পরিচালনা করা।

সব ধরনের অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে তার প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।

হে দয়াময় প্রভু! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে আপনার কৃপার চাদরে আবৃত করে নিন, আমিন।

লেখক: গবেষক ও কলামিস্ট







এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

গভীর সমুদ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার

(৪৬ পাতার পর)

বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহীত রূপকল্প ২০৪১ এর উদাহরণ টেনে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, দেশের সমুদ্র সম্পদের কার্যকর ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বিনির্মাণে বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করছে যাতে রূপকল্প-২০৪১ এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়। প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমার শান্তিপূর্ণ মিমাংসার পর সুনীল অর্থনীতি বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন খাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে মর্মে উল্লেখ করেন তিনি। আন্তর্জাতিক সমুদ্র তলদেশ কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য অংশীজনদের সাথে গভীর সমুদ্র এলাকায় যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনা করার বিষয়ে বাংলাদেশের গভীর আগ্রহের কথাও পূনর্ব্যক্ত করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

গভীর সমুদ্র তলদেশে গবেষণা এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক সমুদ্র তলদেশ কর্তৃপক্ষ গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগসমূহকে স্বাগত জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। গভীর সমুদ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের উপর জোর দেন তিনি। এগুলো হলো: উন্নয়নশীল দেশসমূহে সক্ষমতা বিনির্মাণ ও কারিগরী ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা; সকলের অন্তর্ভুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিটি স্তরে বহু-অংশীজন ভিত্তিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা; পর্যাপ্ত, সম্ভাব্য ও উদ্ভাবনী অর্থায়ন নিশ্চিত করা এবং সর্বোপরি সমুদ্র-পরিবেশ ও এর জীববৈচিত্র অক্ষুন্ন রাখা। এছাড়া গভীর সমুদ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়েও গুরুত্ব প্রদান করেন তিনি।

অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক সমুদ্র তলদেশ কর্তৃপক্ষের মহাসচিব মাইকেল ডব্লিউ লজ। এছাড়া কোরিয়ার সমুদ্র ও মৎস্য সম্পদ মন্ত্রী, নরওয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্টেট সেক্রেটারি এবং জাতিসংঘ সদস্য দেশসমূহের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধিগণ সভাটিতে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য সম্প্রতি বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সমুদ্র তলদেশ কর্তৃপক্ষ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

আজমল হোসেন কুনু

(শেষের পাতার পর)

ইনক এর সাবেক সভাপতি এবং জাসাস কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা আজমল হোসেন কুনু বাসায় ফিরেছেন। হাস-পাতালে চিকিৎসা শেষে তিনি গত ২১ নভেম্বর শনিবার বিকেলে বাসায় ফিরে আসেন বলে জানা গেছে।

আজমল হোসেন কুনু লং আইলান্ডের একটি হাসপাতালে হার্টের চিকিৎসা শেষে বর্তমানে নিউইয়র্কের বাসায় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী পূর্ণ বিশ্রামে আছেন। তিনি জানান, তার বুকে পেসমেকার স্থাপন ছাড়াও তিনটি রিঙ্ক লাগানো হয়েছে।

এদিকে আজমল হোসেন কুনু তার অসুস্থতার সময়ে কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ যেভাবে তার ও তার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সাহস যুগিয়েছেন, দোয়া করেছেন তার জন্য আজমল হোসেন কুনু ও তার পরিবার কমিউনিটির সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল' ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

* Immigration
* Asylum Cases
* Divorce
* Title Insurance
* Real Estate Closing
* Investment Visa E2 EB5
* Deportation Defense
* Criminal Defense Cases
* Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- **ইমিগ্রেশন** সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, *EA*

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea NYSSEA IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স

INCOME TAX

ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগঃ আবুল কালাম
T: 718-274-1908, F: 718-728-2293
email: primebrokerage34@gmail.com
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

এলোমেলো ভাবনা

(শেষের পাতার পর)

তবে করোনা চারদিকে যে হারে বাড়ছে ভাল কি থাকা যায়। এখনতো শপিংয়ে যেতেও ভয় করে।কি হয় না হয়! আমাদের কমিউনিটিতেও ঘরে ঘরে আক্রান্তের খবর পাওয়া যাচ্ছে। উইন্টারে অবস্থা আরো খারাপ হবে মনে হয়!

-পারিপার্শ্বিকতা তেমোনি বলছে।

আচ্ছা ভ্যাকসিনতো এসে গেছে। কবে নাগাদ আমরা সাধারণ মানুষ এই ভ্যাকসিন পাবো?

-এটাতো বেশ জটিল প্রশ্ন। ভ্যাকসিন এখনও এফডিএ-এর অনুমোদন পায়নি। আর অনুমোদন পেলেও প্রথমে আমরা সাধারণরা তা পাচ্ছিনা। কয়েক ধাপ পেরিয়ে আমাদের কাছে আসতে সময়তো লাগবে। তবে বলা হচ্ছে আসছে নতুন বছরের কোন এক সময় সকলের জন্য সহজলভ্য হবে। তা হতে পারে আগামী সামরে। এপ্রিল মে একম সময়ে।

এতো দেরী বলো কি! এরমধ্যে তো অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যাবে। কত মানুষ যে প্রাণ হারাবে আল্লাহ মালুম।অনেক বিশেষজ্ঞরাই বলছে আগামী ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই শুধু আমেরিকায় অন্তত আরো

দুই লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে! কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্ট এব্যাপারেতো একেবারে নির্বিকার। মহাশয় মনে হয় সম্রাট নীরুর মতো আনমনে বাঁশি বাজিয়ে চলেছেন। তাঁর এখন নিজের ক্ষমতা রক্ষা করা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই মনে হয়।

-তিনি কি করবেন বলো। এখন পর্যন্ত দায়ের করা ২১ টি মামলার মধ্যে কোন সুফলতো এলোনা চিন্তাতো হবেই! কি বিশাল খরচার বোঝা। মিডিয়ার খবর অনুযায়ী শীর্ষ আই-নজীবী, নিউইয়র্কের সাবেক মেয়র রুডি জুলিয়ানীকে প্রতিদিন ফি বাবত ২০ হাজার করে ডলার গুনতে হচ্ছে! কিন্তু এতো ব্যয়বহুল আইনজীবীও কোন ধারা জুতসই খাঁড়া করতে ব্যর্থ। আমি নিজেও খুব টেনশনে আছি আর তাঁর নিজের হবে না?

শুনলাম পেনসেলভেনিয়ার মামলায় হেরে গেছেন প্রেসিডেন্ট। জর্জিয়ার ফলাফলের সার্টিফিকেশনে গভর্নরের সই হয়ে গেছে। মিশিগান রাজ্যের তাঁর নিজের দলের আইন প্রণেতারাও এখন নাকি বেঁকে বসেছেন।

-শোন, আর যাই হোক দিনকে রাত বানানো যায় না কি বলো? পেনসেলভেনিয়ায় রায়ে মাননীয় জাজ বলেছেন ট্রাম্প ক্যাম্পেইন মামলায় ৭০ লক্ষ ভোটারের ভোটের অধিকার হরণ করতে বলছেন। অথচ কোর্ট একজন ভোটারেরও ভোটের অধিকার কেড়ে নিতে পারেন না। কোর্ট বলেছেন, কোর্টের কাজ হচ্ছে সংবিধানকে সমুন্নত রাখা। এটাই কোর্টের রায়। বুঝো এখন।

তাতো না হয় বুঝলাম। কিন্তু এতো মস্ত বড় আইনজীবী জু-লিয়ানী মহোদয় কি করেন। তিনিতো

আইনের ধারার মারপ্যাচে কিছু একটা মিরাকল করে দেখাতে পারেন। অন্তত প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর

সর্মথকরা যা চাইছেন।

-তিনি তো একের পর এক ষড়যন্ত্র তত্ব হাজির করে চলেছেন। জীবিতদের মৃত ঘোষণা করছেন। হাজার হাজার পৃষ্টার এফিডেভিট তৈরী করছেন। চেষ্টার ক্রটি করছেন না। দেখছো না কতোটা অসিস্থর আহারে বেচারা! টেনশনে থরথর করে ঘামছেন অবিরাম। চুলের কলপ দু'গাল বেয়ে ঘামের সাথে দুটি ধারায় নামছে। অবশ্য নিন্দুকেরা বলছে সস্তার কলপতো তাই সামান্য তাপে গলে পড়ছে। তবে রুডির উচিত ছিল এবিষয়ে অভিজ্ঞ একজন পেশাজীবির দ্বারসহ হওয়া কি বলো? এরমধ্যে আবার তাঁর এই ১শ ৫ মিনিট স্থায়ী ঐতিহাসিক প্রেস কনফারেন্স সিএনএন, এমএসএনবিসি সহ

মূল মিডিয়া এয়ারেই নেয়নি!

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের লিগ্যাল টিম এপর্যন্ত একটিও প্রমাণ হাজির করতে পারলেন না। এখন শুনছি

তাঁদের হাতে এতো এ্যাভিড্যান্স জমা আছে যা ওজনে টন টন হবে!

-হ্যাঁ এতো ওজনদার জিনিস বয়ে বেড়ানো অবশ্য কষ্টকর! তবে মি. জুলিয়ানী এগুলো কোর্টে হাজির

করবেন কেমন? আর এই টন টন এ্যাভিড্যান্স কোর্ট কতদিনে রিভিউ করতে পারবেন তা রীতিমত চিন্তার বিষয়।

আমার মনে হয় এই সাক্ষ্য প্রমাণের কাজ শেষ হতে বাইডেন তাঁর প্রেসিডেন্সির প্রথম ট্রাম কাটিয়ে দিতে পারবেন অনায়াসেই কি বলো?

-এই কয়েক টন এ্যাভিড্যান্স এই জনমেই হয়তো ঘেঁটে শেষ হবার নয়!

এই আজব ভোট জালিয়াতির কাহিনী এখন মনে হয় সকলেই অনুধাবন করতে শুরু করেছে। কিন্তু যার সবচেয়ে বেশী বুঝার কথা সেই তিনিই সবকিছু বুঝে না বুঝতে ভান করছেন।

-তাহলে কথা কি দাঁড়ালো?

বিচার মানি। কিন্তু তালগাছটা আমার। তিনি হয়তো সহজে হার স্বীকার করছেন না। তিনি এখন কানে দিয়েছেন তুলো আর পীঠে বেঁধেছেন কুলো এইরকম অবস্থা। আচ্ছা এর পরেও তিনি যদি ক্ষমতা থেকে যেতে না চান তবে কি হবে?

-তিনি চুপিসারে চলে যাবেন। একদম চুপকে চুপকে। তখন কিন্তু এই আমরাই এই মহান প্রেসিডেন্টকে খুব মিস করবো। তাঁর ভাষণ এবং শাষণ দুটোই।

আচ্ছা শোনলাম ফাষ্ট লেডী ইতিমধ্যে হোয়াইট হাউস ছেড়ে গেছেন এটা কি সত্যি?

-অন্তত ওমারসার কথা অনুযায়ী তাঁর চলে যাবার কথা রয়েছে। তাই বলে এত তাড়াতাড়ি!

ধুর, সিরিয়াসলি বলছি। আচ্ছা শোনলাম তাঁর পুত্রবধু লারা ট্রাম্প নাকি আগামীতে সিনেটে লড়ছেন।

এটা সত্যি নাকি?

-ঠিকই শুনছো। আগামীতে অনেক কিছু ঘটবে ঘটতে পারে। যেমোন? একটু খুলে বলবে।

-শোন, কেউ কিছু জানেনা বলেই আগামী। তা না হলে বর্তমান হয়ে যেত। আগামী দিনে হতে পারে অনেক কিছু হয়তো, আবার নাও হতে পারে।

প্রেসিডেন্ট শুনছি তাঁর থ্যাংক্স গিভিংয়ের ছুটিও বাতিল করেছেন। আপাতত নাকি হোয়াইট হাউস

ছেড়ে কোথাও যাচ্ছেন না। জনগনের সামনেও আসছেন না। নিশ্চয় প্রেসিডেন্ট খুব টেনশনে তাই না?

-এখন অবশ্য অতটা টেনশনে নেই? কেননা বডি জুলিয়ানী কিছুটা হলেও চাপ হালকা করতে পারছেন, না হলেতো ফায়ার হয়ে যেতেন কি বলো?

আমার মনে হয় রুডির এই আজব ষড়যন্ত্র তত্ব সত্য নামের তথ্যের কাছে শেষ পর্যন্ত টিকবে না।

-শোন, হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জরুরি সভা ডেকেছেন। সভায় যথারীতি সকলেই আছেন

এবং অবশ্যই রুডি জুলিয়ানীও।

ট্রাম্প বললেন- বডি জুলিয়ানী আপনি আমার সব মামলা সম্পর্কে সবাইকে একটু ব্রিফিং দেনতো। এরা সবাই খানিকটা হতাশ হয়ে পড়েছে। এখন আর টাকা পয়সা ইনভেস্ট করতে চাচ্ছেনা। জুলিয়ানী বলতে শুরু করলেন কোথায়, কিভাবে, কোন কোন ধারা প্রয়োগ করলে কি কি ও কত রকমের ফল পাওয়া যেত পারে।ট্রাম্প মাঝপথে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন এত এত ধারায় মোকদ্দমা রুজুর পরও একে একে হারছি কেন?

রুডি বললেন, বডি অভিশাপ, সবই অভিশাপ !

এই যে পেনসেলভেনিয়া ও মিশিগানে যত মৃত ভোটার ছিল ওদের অভিশাপ!

ট্রাম্প বললেন- বলেন কি রুডি, মৃতরা অভিশাপ দেয় কেমোন করে? এটাও কি সম্ভব!

রুডি বললেন- বডি আসলে ওরা জীবিত হয়ে প্রমাণ করেছে ওরা মরে.....!

(চলবে)

প্যাটারসন সিটিতে শাহীন খালিক জয়ী

(শেষের পাতার পর)

নির্বাচনে বাংলাদেশী-আমেরিকান শাহীন খালিক জয়লাভ করেছেন। তিনি ইতিপূর্বে এই আসনের নির্বাচিত কাউন্সিম্যান ছিলেন। নির্বাচনে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন অপর বাংলাদেশী-আমেরিকান এবং সাবেক কাউন্সিলম্যান মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান। গত ৩ নভেম্বর এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত এবং শুক্রবার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এতে শাহিন খালিক শত ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন বরে জানা গেছে। বেসরকারী ফলাফলে শাহিন খালিক ২ হাজার ৭৬২ ভোট এবং মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান ২ হাজার ৬৬২ ভোট পেয়েছেন। নির্বাচনে মোট ৫জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

এদিকে এই নির্বাচন ঘিরে কমিউনিটিতে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দী-পনা ছিলো লক্ষ্যনীয়। বিশেষ করে প্রধান দুই প্রার্থী বাংলাদেশী-আমেরিকান এবং দুইজনই ইতিপূর্বে কাউন্সিলম্যানের দায়িত্ব পালন করায় নির্বাচনটি জমে উঠে। ইতিপুর্বে এই আসনের নির্বাচনে শাহিন খালিক বিজয়ী দাবী করার পর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান চ্যালেঞ্জ করলে পুনরায় ভোট গণনার পর উভয়ে সমান সংখ্যক ভোট পাওয়ায় পরবর্তীতে বিশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নিউজার্সী থেকে বিশ্বজিৎ দে বাবলু জানান, যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের প্যাটারসন সিটি কাউন্সিলের বিশেষ নির্বাচন গত ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় এবং ২০ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের ফল প্রকাশ করা হয়। এই ভোটে শাহীন খালিক তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ওই ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলম্যান বাংলাদেশী আমেরিকান মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান ফয়সলকে মাত্র ১০০ ভোটে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত হন। বাংলাদেশী-আমেরিকান সাবেক দুই কাউন্সিলম্যান ছাড়াও নির্বাচনী ময়দানে লড়াই ছিলেন ৫ প্রার্থী। নির্বাচনে শাহীন খালিক পেয়েছেন ২ হাজার ৭শ'৬২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আক্তারুজ্জামান পেয়েছেন ২ হাজার ৬শ'৬২ ভোট। এ ছাড়া অপর তিন আমেরিকান প্রার্থী এডি গঞ্জালেজ ১৫৮৩, সোনিয়া ডেলিজ ১১০০ এবং ফ্রাঙ্ক ফিলিপ্পেল্লি ৯৪৩ পেয়েছেন ভোট। গত ১২ মে এই ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কাউন্সিলম্যান পদে সাবেক ওই দুই কাউ-ন্সিলম্যান মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান ফয়সল ও শাহীন খালিক সমান সংখ্যক ভোট পেয়েছিলেন। এ কারণে এই ভোটে কাউকে বিজয়ী ঘোষণা না করে গত ৩ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সাথে ওই বিশেষ নির্বাচনের এই আয়োজন করে পেসাইক কাউন্টি নির্বাচন অফিস।

২০১৬ সালে সিটির ওয়ার্ড কাউন্সিল নির্বাচনে শাহীন খালিক এক হাজার ৩৮৬ ভোট পেয়েছিলেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক কাউন্সিলম্যান মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান ফয়সল পেয়েছিলেন ১ হাজার ৩৪৬ ভোট। এর আগে ২০১২ সালের সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে তিন বারের নির্বাচিত সাবেক কাউ-ন্সিলম্যান আসলাম গাউ ও সাবেক মেয়র জয়ী টরেস পত্নী সোনিয়া টরেসকে হারিয়ে মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান ফয়সল প্রথম বাংলাদেশী হিসাবে কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত হয়ে স্থানীয় রাজনীতিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর প্যাটারসন সিটিতে ২০ হাজার বাংলাদেশী অভিবাসীর বসবাস। আর ২ নং ওয়ার্ডে বাংলাদেশীসহ বিভিন্ন জাতী-গোষ্ঠির ভোটার রয়েছেন সাড়ে ১৪ হাজার। টানা ৮ বছর ধরে ওয়ার্ডটি বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত সাবেক দুই কাউন্সিলম্যানদের দখলে। এর মধ্যে ৪ বছর করে পর্যায়ক্রমে দায়িত্বপালন করেছেন মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান ফয়সল এবং শাহীন খালিক।

কাউন্সিলম্যান শাহীন খালিকের জন্ম বাংলাদেশের সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার ১ নম্বর আলীনগর ইউনিয়নের টিকরপাড়া গ্রামে। তার পিতার নাম মরহুম আব্দুল খালিক। পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় তিনি ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিভেদ ভুলে দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে কাজ করার এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করে সুন্দর-পরিচ্ছন্ন ওয়ার্ড গড়ে তোলার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com



মসজিদ আবু হোরায়রার নির্মান কাজ সম্পন্নের পথে

(শেষের পাতার পর)

নামাজের সময় প্রতিটি মসজিদে একাধিক জামাতের আয়োজন করতে হয়। তবে আশার কথা হচ্ছে লিটল বাংলাদেশ খ্যাত জ্যাকসন হাইটস এলাকার পাশেই এবং লাগোয়ার্ডিয়া এয়ারপোর্ট এর কাছাকাছি অবস্থানে গড়ে উঠছে তিনতলা মসজিদ। ইস্ট এলমহার্স্ট এলাকায় ২.৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে মসজিদ আবু হোরায়রার তিনতলা ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পথে। এই কাজ শেষ করতে সবার সহযোগীতা চেয়েছেন মসজিদ পরিচালনা কমিটির নেতারা। তারা এ পর্যন্ত যারা সহযোগীতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

নিউইয়র্ক এর কুইন্স বুরোতে ব্যস্ত এলাকা ইস্ট এলমহার্স্ট এলাকার ৩১ এভিনিউ এবং ৭৮ স্ট্রীটে ২০ বছর আগে শুরু হয় মসজিদ আবু হোরায়রা র পথচলা। শুরুতে অর্থ সংকটসহ নানা সংকটে পড়েন কমিটির কর্মকর্তারা। তবে মুসল্লীদের উপস্থিতি বৃদ্বি এবং সাহায্য সহায়তার কারনে একটি নতুন ভবন তৈরীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন মসজিদ পরিচালনার সাথে জড়িত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা। সময়ের চাহিদা পূরণ করতে কয়েক বছর আগে উদ্যোগ নেয়া হয় নতুন তিনতলা ভবন নির্মানের। ২০১৯ সালে প্রয়োজনীয় পত্রিয়া সম্পন্ন কওে ২০২০ সালের শুরুতে শুরু হয় নির্মাণ কাজ। অস্থায়ী মসজিদের কার্যক্রম চলে পাশ্ববর্তী ৩০ এভিনিউ, ৩১ এভিনিউ এবং ৮০ স্ট্রীট এর মাঝখানে নিজেদের আরেকটি ভবনে। এসব তথ্য মসজিদ পরিচালনার সাথে সংশ্লিস্টদের। বর্তমানে মসজিদের নতুন ভবনের নির্মান কাজ শেষ পর্যায়ে। মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুর উফ রশীদ জানান এক হাজারের অধিক জীবন সদস্যসহ সাধারন মসল্লীদের সাহায্য সহযোগীতায় আধুনিক এই সজিদ কমপ্লেক্স এর নির্মাণ কাজ এ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে, বাকী কাজ সম্পন্ন করতে সবার সহযোগীতা কামনা করেছেন তিনি।

মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক নবি হোসেন নবীন বলেন, এটি হবে একটি পরিপূর্ণ মসজিদ কমপ্লেক্স, নতুন এই মসজিদে একসাথে ৭শ মুসল্লী নামাজ আদায় করতে পারবেন, থাকবে মহিলাদের নামাজের ব্যবস্থা এবং শিশুদের মক্তব এবং হিফজ-খানা। মসজিদ নির্মাণ কাজে সহায়তা প্রদানকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন কমিটির সব নেতারা, একই সাথে যারা আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন তাদের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। মসজিদের বাকী কাজ শেষ করতে সবার সাহায্য চেয়েছেন তারা। মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব তজম্মুল আলী বলেন ২০ বছর আগে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। তখন নানা সমস্যায় গড়তে হয় তাদের। বিশেষ করে অর্থসংকট ছিল মারাত্মক। তবে ধীরে ধীরে ইস্ট এলমাস্ট এলাকায় বাংলাদেশীদের বসবাস বৃদ্বি পাওয়ায় এবং কমিটির সদস্যদের উজাড় করা আন্তরিকতার কারনে এখন নিউইয়র্ক এর উল্লেখযোগ্য মসজিদের তালিকায় মসজিদ আবু হোরায়রার নাম।

জুলকারনাইন জায়গীরদার আর নেই

(শেষের পাতার পর)

সিলেটের হাউজিং এস্টেট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা জুলকারনাইন এর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। মৃত্যুকালে স্ত্রী, সন্তান, নাতি এবং ৬ভাই এক বোন সহ আত্নীয় স্বজন গুনগ্রাহী রেখেগেছেন এই সদালাপী পরোপকারী সমাজকর্মী। জুলকারনাইন এর মরদেহ ফিলাডেলফিয়ায় দাফন করা হবে বলে জানিয়েছেন তার পরিবারের সদস্যরা। তিনি সিলেটের কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। ছিলেন শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী। সবাই 'কর্নেল' নামেই তাঁকে জানতেন। তার মৃত্যুতে বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে। অনেকে স্মৃতি চারণ করেছেন নানাভাবে।

শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবী জুলকারনাই দেশে বিদেশে সবার কাছে অতি পরিচিত ছিলেন, ছিলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একজন সক্রিয় ভাষ্যকার। গত ২০ অক্টোবর করোনায় আক্রান্ত হলে তাকে হাসপতালে ভর্তি করা হয়। টানা ২০ দিন লাইফ সাপোর্ট এ থাকার পর সব চেস্টা ব্যর্থ হয়। তার মৃত্যুর খবরে প্রবাসে এবং সিলেটে শোকের ছায়া নেমে আসে।

প্রথমআলো উত্তর আমেরিকার আবাসিক সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী তার স্মৃতিচারনে বলেন: এম সি কলেজে ভর্তি হয়েই তার সাথে পরিচয়। দেশে তখন সামরিক শাসন। নিয়ন্ত্রিত ছাত্র রাজনীতি। এরমধ্যেই একজন সংগঠক হিসেবে নিজেকে পরিচিত করেন। নাগরিক জীবনের নানা কাজে জড়িয়ে ছিলেন। সুদর্শন, সদাহাস্য এ মানুষটি। রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় আমাদের সাথে দুরত্ব থাকার পরও একটা চমৎকার সম্পর্ক রাখতেন।

একসময় দেখলাম, সিলেটের স্থানীয় এক পত্রিকায় ডেস্কে বসে লেখা সম্পাদনার কাজ করছেন। রাজনৈতিক দলের প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে সংবাদ লেখার কাজ করছেন। পত্রিকায় যাওয়া লেখা সম্পাদনাও করছেন। এমনি এক সময়ে আমার এক লেখায় নাম পাল্টে দিলেন। 'ই চৌ খোকন'। পত্রিকা অফিটিতে খোঁজ নিতে গেলাম। কে এমন কর্ম করেছেন?

কর্নেল ভাই এমন করেছেন, জানার পর ঝগড়া করার সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেলো। মুক্তাদির ভাই বললেন, কর্নেলকে বলো চা সিঙ্গাড়া খাইয়ে এর মাশুল দেয়ার জন্য!

তখন আমাদের বেশ বেপরোয়া সময় হলেও নাগরিক জীবনে কর্নেল ভাই নিজেকে বড় ভাইর আসনেই রাখতেন। কিছুদিন পরই দেখি, ব্যাংকার হয়েছেন! নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে আছেন। দাপুটে নাগরিক! নানা সালিশ বিচারে উপস্থিত থাকি। স্বৈরাচার বিরোধি আন্দোলনের পুরো সময়টিতে আস্তানা নগরীর আবাসিক এলাকায় চাচাদের বাসায়। আমার অকাল প্রয়াত কাজিন এমরান কর্নেল ভাইয়ের খুব কাছের মানুষ ছিলো।

অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম, আমাদের সিরাজ ভাইকে নিয়ে তখন আমার দিনরাতের বিচরণ। সিরাজ ভাইয়ের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন জুলকারনাইন জায়গীরদার। আড্ডায়, আলোচনায় প্রায়ই আমার নাম পরিবর্তনের জন্য তাঁর ব্যর্থ প্রয়াসের কথা মনে করিয়ে দিতাম।

আমেরিকা প্রবাসী হলেন। আমার কাছেই ফিলাডেলফিয়া নগরীতে কাটাচ্ছিলেন জীবনের এ সময়টি। সময়টা এখন এতোই বৈরী, স্বজনদের খোঁজ নিতেও হাত কাঁপে।

হাতের কাছে থাকা ফোনের দিকে চেয়ে দেখতেও বুক কাঁপে। এমন এক বুক কাঁপা সকালেই ভেসে আসে প্রায় তিন দশকের নানা জঞ্জালে, ভালোবাসার নানা অনুষঙ্গে জড়িয়ে পড়া জুলকারনাইন জায়গীরদার আর নেই!

কতদিন বলেছেন, ফিলাডেলফিয়ায় গিয়ে যেন তাঁর সাথে আড্ডায় বসি। ঠিক করে রেখেছিলাম, কি বিষয় নিয়ে এমন আড্ডায় কথা হবে। কর্নেল ভাইই কথা বলতেন, আমাকে নির্ঘাত শুনে যেতেই হতো!

এমন কথা আর হবে না তাহলে! নির্মল ভালোবাসার স্মৃতিতে বেঁচে থাকবেন কর্নেল ভাই! নাগরিক কোলাহলের বহু মানুষের বেদনার নিঃশ্বাসে বেঁচে থাকবেন!

এবার গুজরাতের মাওলানা মুফতি

(প্রথম পাতার পর)

আনাসকে বিয়ে করলেন সানা।

গত অক্টোবরে হঠাৎ করে সানা খানের বিনোদন জগত ছাড়ার ঘোষণায় যেমন অনেকেই অবাক হয়েছিলেন, একইভাবে শুক্রবার বিয়ের খবরেও অনেকেই অবাক হয়েছেন। তবে খবরটা এক্কেবারে সঠিক।

শুক্রবার একেবারেই পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে সুরাটে ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ে সারেন সানা খান। বিয়ের অনুষ্ঠানে সানাকে সাদা গাউন, সঙ্গে হিজাব পরে থাকতে দেখা গেছে। আর মাওলানা মুফতি আনাসকে সাদা কুর্তা-পাজামা পরে থাকতে দেখা গিয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠানের পর কেক কেটে উদযাপন করতেও দেখা যায় সানা ও মুফতি আনাসকে। মুফতি আনাস আলেম।

গত অক্টোবরে বিনোদন দুনিয়া ছাড়ার কথা জানিয়ে সানা খান লিখেছিলেন, আমি বিনোদন দুনিয়াকে বিদায় জানাচ্ছি। এই তারকা জীবনযাত্রা থেকে আমি সবসময়ের মতো দূরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মানবতার সেবা করতে আমি আমার স্রষ্টার আদেশ অনুসরণ করার সংকল্প করেছি। সমস্ত ভাইবোনকে অনুরোধ করাছি আমার জন্য প্রার্থনা করার। আল্লাহর আমার অনুশোচনা কবুল করুন এবং আমার সৃষ্টিকর্তার হুকুম মেনে মানবতার সেবায় জীবন কাটানোর দৃঢ় সংকল্প করেছি। সৃষ্টিকর্তা আমায় বেঁচে থাকার সত্যিকারের উদ্দেশ্য দান করুন এবং আমাকে এই কাজ করার জন্য অধ্যবসায় দান করুন। পরিশেষে, সমস্ত ভাইবোনকে অনুরোধ করছি, এখন থেকে কোনো বিনোদন ক্ষেত্রের কোনো বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে কেউ কথা বলতে আসবেন না।

আমি অসহায় এবং বিব্রত

(প্রথম পাতার পর)

কষ্টের। এ সময় কখনো কখনো নিজেকে অসম্পূর্ণ এবং অযোগ্য মনে হতো। আমার সঙ্গে অন্য যারা এসেছিল তারা পাস করে গেছে এবং তারা আমাকে ছাড়াই তাদের প্রশিক্ষণ শেষ করছে। আমার মনে আছে যখন কারো অফিসের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতাম তখন শুনতে পেতাম তারা কেউ বলাবলি করছে সে তো অনেক স্মার্ট কিন্তু পাস করতে পারে না কেন?

আমি এতে খুবই অসহায় এবং বিব্রত বোধ করতাম। আমার মধ্যে আতঙ্ক এবং ভীতি কাজ করতো এই ভেবে যে, লোকজন বুঝি আমাকে প্রতারক ভাবছে।

কিন্তু আমি মাথা উঁচু করে চলতাম এবং প্রতিদিন অফিস করতাম। আমি আমার দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় পাস করলাম। আমি সেদিন গর্বিত এবং সম্মানিত বোধ করেছিলাম যেদিন আমাকে আদালতের কর্মকর্তা হিসেবে শপথ পড়ানো হয় এবং আমি সেখানে কাজ শুরু করি। কিন্তু এখানে যা দেখা গেল আইনের স্কুল অথবা কোনো বারের পরীক্ষায় যা করেছি বাস্তবে তা শেখানো হয় না। প্রথম প্রথম আমার কাছে মনে হতো আমি নতুন কোনো এক গ্রহে অবতরণ করেছি। সেখানে আমি বাদে অন্যরা সবাই কথা বলে। কেরানি হিসেবে কোর্টের তত্ত্বাবধানে সেখানকার মানুষের জন্য কাজ করতে হয়। কিন্তু এই প্রথমবার আদালতের মুখোমুখি আমি।

আমি ডজনখানেক মামলা নিয়ে লড়ার প্রস্তুতি নিয়েছি। আমি চর্চা করেছি এর ভেতরের বিষয়গুলো নিয়ে, কি জিজ্ঞাসা করবো তা নিয়ে, আইনি দিক মাথায় নিয়ে তা তৈরি করেছি। আমি গবেষণা করেছি এবং চর্চা করেছি প্রতিটির ধরন নিয়ে। এখানে আমি নারী অ্যাটর্নিদের জন্য সব রকম বিষয় আমলে নিয়েছি। তখন আদালতে নারীদেরকে প্যান্ট পরতে দেয়া হতো না। আমি যতদূর পারি তার সবকিছুই করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই অসমতাটা এতো বেশি ছিল যে, আমার কখনো কখনো মনে হতো অনেক কিছু করার আছে। আমি যখন আদালতের ভেতর দিয়ে চলি তখন দেখতে পাই বারের এপাশ ওপাশে লোকজন বসা। যেখানে আলাদা আলাদা স্থানে বসে আছেন বিবাদী, পরিবার, সাক্ষী এবং অন্যসব পর্যবেক্ষকরা। বারের সামনের দিকের আসনগুলো রাখা হয়েছে আইনজীবীদের জন্য। তাদের পাশেই আমি বসতাম।

আমার ভেতরে এক ধরনের অস্থিরতা এবং উত্তেজনা কাজ করছিল। কিন্তু সর্বোপরি আমি যে সম্মান পেয়েছি এবং যে বড় রকমের দায়িত্ব আমার কাঁধে পড়েছে সে বিষয়ে আমি ছিলাম সচেতন। সে কাজটি হলো ঐসব মানুষকে রক্ষা করা। যারা সমাজের সবচেয়ে বিপন্ন এবং যাদের কথা কেই শুনে না। যখন আমার পালা এলো আমি বিচারকের টেবিলের সামনে ওঠে দাঁড়ালাম সেখান থেকে পডিয়ামে চলে গেলাম। সব বিচারক যে কথাটি বলে আমি সে কথাটিই বললাম, তা হলো, 'কমালা হ্যারিস, জনগণের জন্য।'

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থায় আমাদের যে কারও একজনের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হলে সেটাকে সবার জন্য অপরাধ হিসেবে দেখা হয়। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় শক্তিশালীরা দুর্বলদের ক্ষতির চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে দুর্বল পক্ষ একাই যেন বিচারের মুখোমুখি না হয় আমরা সেটা প্রত্যাশা করি। বিষয়টিকে আমরা সামষ্টিকভাবে দেখি। এ জন্য বিচারকরা দোষীদের প্রতিনিধিত্ব করেন না। তারা প্রতিনিধিত্ব করেন জনগণের, একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর।

আমি যখন ভিকটিমদের নিয়ে কাজ করেছি তখন এই নীতি আমার সামনে ছিল। এইসব ভিকটিমদের মর্যাদা এবং নিরাপত্তা ছিল আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের কাহিনী ক্রস চেক এবং তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং ব্যক্তিগত বিবরণ এসব কারো সঙ্গে ভাগ করা ছিল বড় রকমের সাহসের। যখন তারা অবস্থান নেন তাদের সে অবস্থান হয় আমাদের সবার জন্য মঙ্গলের। যাতে আইন লঙ্ঘনকারীকে পরিণতি ভোগ করতে হয় এবং জবাবদিহিতায় আসতে হয়।

কমালা হ্যারিসের অটোবায়োগ্রাফি 'দ্য ট্রুথ উই হোল্ড' বই থেকে

প্রতি ডোজ করোনা টিকার দাম কত?

(প্রথম পাতার পর)

স্টিফেন ব্যানসেল জার্মানির একটি সাপ্তাহিককে এ কথা জানিয়েছেন। আজ রোববার বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই তথ্য জানায়।

বর্তমানে ১ মার্কিন ডলার বাংলাদেশী মুদ্রায় ৮৪ দশমিক ৭৪ টাকার সমান। সে হিসাবে মডার্নার টিকার দাম বাংলাদেশী মুদ্রায় ২ হাজার ১৮৮ টাকা থেকে ৩ হাজার ১৩৫ টাকা দাঁড়ায় (২৫-৩৭ মার্কিন ডলার)।

স্টিফেন ব্যানসেলের কথায়, 'ফ্লুয়ের টিকার দাম যা, সেই অনুসারেই করোনার ভ্যাকসিনের মূল্য ধার্য হচ্ছে। ইউরোপীয় দেশগুলো এই ভ্যাকসিনের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে। টিকার দাম নিয়ে ইউরোপীয় কমিশনের সঙ্গে আলোচনা চলছে। কমিশন এই টিকার দাম তাদের পক্ষ থেকে ২৫ ডলার বা তার নিচে ধার্য করতে পারে।'

মাডার্নার দাবি, তাদের করোনা টিকা ৯৪.৫ শতাংশ কার্যকরী। প্রায় ৩০ হাজার মার্কিন নাগরিকের শরীরে টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকদের শরীরে অ্যান্টিবডিও তৈরি হচ্ছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে টিকা প্রয়োগকারী ছোটদের থেকে বয়স্কদের শরীরে অ্যান্টিবডি বেশি। যা ভ্যাকসিন প্রয়োগের ইতিবাচক দিক বলেই বিবেচিত।

এ বছর ডিসেম্বরেই মডার্না নির্মিত করোনা ভ্যাকসিন বাজারে আসতে পারে বলে জানা গেছে।

করোনা দূরীকরণে আরও আশা দেখাচ্ছে ফাইজার ভ্যাকসিন। তাদের তৈরি করোনা টিকা ৯০ শতাংশেরও বেশি কার্যকরী বলে আগেই জানানো হয়েছিল। বুধবার ওই সংস্থার তরফে দাবি করা হয়, ট্রায়াল শেষে দেখা গেছে, তাদের তৈরি প্রতিষেধক ৯৫ শতাংশ কার্যকরী। কয়েকদিনের মধ্যেই জরুরি ভিত্তিতে মার্কিন অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর মাছ ধরা ও সেলাইয়ের ছবি ভাইরাল

ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। একটিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সেলাই মেশিন চালাতে দেখা যাচ্ছে, আরেকটি ছবিতে তিনি বড়শি দিয়ে মাছ ধরছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে : টানা তিনবারের সরকারপ্রধানের দায়িত্ব পালনরত শেখ হাসিনা নানা রাষ্ট্রীয় ব্যস্ততার মধ্যেও চিরায়ত বাঙালি নারীর মতো গণভবনের বারান্দায় বসে সেলাই মেশিনে কাপড় সেলাই করছেন। আবার একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, গণভবনের পুকুরে বড়শি দিয়ে মাছ শিকার করেছেন। সেখানে বড়শিতে ঝুলছে একটি তেলাপিয়া মাছ। ছবিটি প্রথম ফেসবুকে শেয়ার করেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাতবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। তিনি ছবি দুটি ফেসবুকে পোস্ট করার পরমুহূর্তেই ভাইরাল হয়। ছবি দুটি ফেসবুকে শেয়ার করে সালমান এফ রহমান ক্যাপশনে লিখেছেন : 'আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন সম্পূর্ণ মানুষ। তিনি বাংলাদেশের ভাগ্য পরিবর্তনে যেমন কাজ করছেন ঠিক তেমনই এক মিলিয়ন রোহিঙ্গা মুসলমানকে আশ্রয় দিয়েছেন। এর মাঝেও তিনি রান্না, সেলাই এবং মাছ ধরার জন্য সময় বের করে নেন।' একইভাবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম তার ফেসবুক ওয়ালে ছবি দুটি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন : 'ক্যাপশন দেবার মতো বিদ্যা আমার নেই।' সন্ধ্যার দিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে দুটি ছবি পোস্ট করা হয়। পোস্ট করার পর খুব দ্রুত তা ভাইরাল হয়ে পড়ে। আধা ঘণ্টার মধ্যে পোস্টে ১০ হাজারের বেশি প্রতিক্রিয়া পড়ে। আর শেয়ার হয় ৬ শতাধিক বার। ছবি দুটির ক্যাপশনে লেখা হয়েছে : সাধারণ বাঙালি নারী আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা। নানা ব্যস্ততার মাঝে তিনি অবসর পেলেই সেলাই করেন কাপড় আর মাছ ধরতে যান গণভবনের পুকুরে। সব হারিয়ে দেশের জন্য সারা দিন কাজ করে যাওয়া এই অনন্যসাধারণ মানুষটির জন্য অনেক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রধানমন্ত্রীর সেলাই করা ও মাছ ধরার দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন জনকে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা ও উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্য করতে দেখা যায়।



সঙ্গীত শিল্পী শাশীম সিদ্দিকীর জন্মদিন রোববার

ছোটবেলা থেকে গানের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া শামীম সিদ্দিকী পরিচিতি নিজেই তৈরি করে নিয়েছেন। তবে দর্শক শ্রোতাদের ভালবাসা প্রতিনিয়ত গানে উৎসাহ যোগাচ্ছে শিল্পী শামীম সিদ্দিকীকে।

বাবার চাকুরির সুবাদে সিলেটে বড়ো হওয়া শামীম সিদ্দিকী বাংলাদেশেও কম জনপ্রিয় নয়। ওস্তাদ নাইম উদ্দিনের মতো মানুষের কাছ থেকে তালিম নিয়েছেন নর্থ আমেরিকার এ জনপ্রিয় শিল্পী। বাংলাদেশ বেতারে গান করেছেন তিনি।

বাবা শরাফাত সিদ্দিকী ও মা হাসনা সিদ্দিকী তার অনুপ্রেরণার উৎস। শামীম সিদ্দীকির মিউজিক অ্যালবাম এইম (ব্যান্ড), মা (সোলো অ্যালবাম) দিল কি দয়া হয় না (মিক্সঅ্যালবাম) রাধাকৃষ্ণ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তার সম্মানানার তালিকায় রয়েছে আমেরিকান কংগ্রেস সম্মাননা সনদ, আমেরিকান সিটি কাউন্সিল সম্মাননা সনদ, ৬ বার সেরা শিল্পী অ্যাওয়ার্ড (ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড) নর্থ আমেরিকা অ্যাওয়ার্ড। আর সেরা শিল্পী অ্যাওয়ার্ড শো বীজি অ্যাওয়ার্ড, ফোবানা অ্যাওয়ার্ড, এনআরবি অ্যাওয়ার্ড, ভাসাভী মোস্ট পপুলার সিঙ্গার অ্যাওয়ার্ড ও জেমিনি সেলিব্রিটি সিঙ্গার অ্যাওয়ার্ডতো আছেই তার অর্জনের মধ্যে। তিনি থাকেন ব্রুকলিনে।

হাসান রাজার গান গেয়ে অতিপরিচিতি পাওয়া শিল্পী হিসেবে সুনামের অধিকারী শামীম সিদ্দিকী ব্যস্ত এখন আমেরিকার অনেক স্টেটের স্টেজ শো নিয়েও। এরই মধ্যে তিনি আমেরিকার অনেক স্টেটে শো করার পাশাপাশি কানাডায়ও শো করেছেন।

বেসমেন্ট ভাড়া

উডসাইডের ব্রডওয়ে ও নর্দার্ন বুলেভার্ড এলকায় সাবওয়ের কাছে বেসমেন্ট (বাইরের সাথে দরজা-জানালাযুক্ত) একটি, দুই (২) রুমের বাসা এবং অন্য একটি এক রুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯
ন-২৩/৩০/ডি-০৭

হেল্প ওয়ান্টেড

একজন কর্মজীবি মা'র (বাসা থেকে কাজ করে) চার বছরের বাচ্চা-কে সঙ্গ দেবার জন্য সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারী-কে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। অতিরিক্ত হাত খরচ ৩০০ ডলার দেয়া হবে। সাহায্যকারীকে অতিরিক্ত কিছু সাহায্য করতে হবে। কাজের ধরন, হাত খরচ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন। বাসা ব্রঙ্কসের কাছে উইনচেষ্টার কাউন্টির হোয়াইট প্লেইনস।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-২৩/২৬

আবশ্যক

ম্যানহাটানের ৯১, ফাস্ট এভিনিউতে একটি হারবাল স্টোরের জন্য একজন সেলসপার্সন আবশ্যক। আগ্রহীকে ইংরেজী ভালোভাবে জানা এবং কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪৫-০৩৬৫
ন-২৩/৩০

HELP WANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

HOUSE FOR SALE

90-39 181 St. Jamaica, Queens, New York. 1 family house, 2 block from F Train subway. 917-523-4451 or 718-813-9262.
Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

HOUSE FOR SALE

115-57 200 St. Albans, Jamaica, Queens, New York. 1 family house, Good condition.
917-523-4451
N-16/23

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

বাসা ভাড়া

উডসাইডের সাবওয়ের পাশে ৫৮ স্ট্রিট ও নর্দান বুলুভারডে ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুম সম্বলিত বাইরের সাথে দরজা-জানালাযুক্ত বেসমেন্টের একটি বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: (৯১৭) ৪১২-৭৭৩৯.
ন-০৯/১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একটি হিন্দু পরিবারের সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারীকে পরিবারের সাথে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। থাকা, খাওয়া ফ্রি এবং অতিরিক্ত মাসিক বেতন ৫০০ ডলার দেয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-০৯

বাড়ি বিক্রয়

Jamaica Hills: 2F family walkup 3 family brick 3 bed rooms 2 bath rooms 3 apartments also full finished basement 1320 Sq.ft প্রতি ফ্লার জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার থেকে ১ ব্লক। Close to Park, Hospital. St. Hhons College, Subway. Price $1.3 millions. Call: 917-749-4143.

বাড়ি ভাড়া

১ রুম, কিচেন, বাথ রুম nice and clean. ভাড়া ১৩০০ ডলার মাত্র including everything. Call: 917-749-4143.
Elmhurst: 94th Street & 40th Road 3 bed rooms + Bath rooms + EIK nice close to subway, Hospital, Market, Loundry, Full big bath rooms Rent $2200 including heat water. Call: 917-749-4143.

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়া পার্ক সংলগ্ন ২১ স্ট্রীট-এস্টোরিয়া বুলেভার্ডে ২ বেড রুমের বড় এপার্টমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। ২য় তলায়।
যোগাযোগঃ মিঃ চৌধুরী
৯১৭-৬৫৮-৫৫৮৪

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ২ বেডরুম, ২ ফুল বাথরুম, লিভিং রুম এবং কিচেন-এর প্রাইভেট বাসা (দুই ব্যালকনি সহ) ভাড়া হবে। বিদ্যুৎ গ্যাস বিল পৃথক। ভাড়া ২০০০ ডলার। যোগাযোগ: ইশতিয়াক।
ফোন: ৭১৮-৫৬৯-২৩০০
অ-২৬/ন-০২/০৯/১৬

বাসা ভাড়া

এস্টেরিয়ার ২৩-০২ ৩০ ড্রাইভ-এ সেকেন্ড ফ্লোরে তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, ডাইনিং, লিভিং রুম ১৫০০ স্কয়ার ফুট ১ নভেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: নাজমুল। ফোন: ৯১৭-২৯৯-৯৪৭৮
অ-১৯/২৬

বাসা ভাড়া

নতুন রেনোভেটেড বাসার সেকেন্ড ফ্লোর তিনটি বড় বেডরুম, দুটি ফুল বাথরুম, ব্র্যান্ড নিউ বড় কিচেন (হার্ডউড কেবিনেট) ও বড় লিভিং রুম এর বাসা (প্রাইভেট এনট্রেন্স) ভাড়া দেওয়া হবে। সবকিছুই কাছাকাছি। জ্যামাইকার সাতফিন বুলেভার্ড ই/এফ ট্রেন সাবওয়ে ৩/৫ মিনিট আর এলআইআরআর/এয়ার ট্রেন ষ্টেশন ৭ মিনিটের দূরত্বে। ভাড়া মাসিক ২,৬০০ ইউএস ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৩৯-২৩৬৯ (সন্ধ্যা ৬টার পর)।
ন-০২/০৯/১৬/২৩

ব্যবসা বিক্রয়

ক্যাপিটাল ডিষ্ট্রিক্ট আলবেনীর ক্রসগেট মল-এ চালু অবস্থায় কনভিনিয়েন্ট স্টোর বিক্রয় হবে। আগ্রহী ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: মাসুদুর রহমান।
ফোন: ৫১৮-৫৩৩-৮৫৩২
অ-২৬/ন-০২

স্টুডিও রুম ভাড়া

নিউইয়র্কের রোজডেলে জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে) একটি বড় স্টুডিও রুম (ফুল বাথ, ইট এন্ড কিচেন সাথে) ভাড়া হবে। ভাড়া প্রতি মাস ১৩০০ ডলার।
যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-৪১৪৩
অ-২৬/ন-০২

বাড়ী ভাড়া

এলমহার্স্টের ৪৪ স্ট্রীট ও ৪০ রোডে তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সাবওয়ে, মার্কেট, হসপিাতাল, কাছাকাছি। ভাড়া ২২৫০ ডলার (হিট ও বিদ্যুৎ সহ)। যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-৪১৪৩
অ-২৬/ন-০২

রুম ভাড়া

কুইন্সের ওজনপার্কের ৯৫ এভিনিউ এবং ৮৭ ষ্ট্রীট-এ এ/জে ট্রেন সাবওয়ে থেকে ৫/৬ ব্লক দূরত্বে একটি প্রাইভেট হাউজের ১টি মাষ্টার বেড রুম (আলাদা বাথরুম, আলাদা ফ্রীজ)- মুসলিম স্বামী-স্ত্রী, মা-মেয়ে, অথবা ২জন কর্মজীবি মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৮৪-৫৯৬৬
অ-১২/১৯/২৬

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ প্লেসে (হিলসাইড এভিনিউ ও জ্যামাইকা এভিনিউর মাঝে) দুই বেড রুম, লিভিং, কিচেন ও বাথরুম-এর বাসা (সেকেন্ড ফ্লোর) ছোট পরিবার অথবা ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। এফ ট্রেন সাবওয়ে কাছে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৭-৫৯২৭
অ-১২/১৯

এক বেডরুমের বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলমহার্স্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ ষ্ট্রীটের উপর দ্বিতীয় তলায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
সে-২১/২৮

স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ সাতফিন বুলেভার্ড থেকে এক ব্লক দূরত্বে একটি স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৮৩১-২৮৪০
অধবা ৩৪৭-৭৪১-০৭৫৬
ন-২৩/৩০

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে এক বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। লিভিং কাম কিচেন, ফুল বাথ শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী অগ্রাধিকার, ধুমপান নিষেধ।
যোগাযোগ: ৭১৮-৫৪১-৬১২৬
সে-২১/২৮

হিলসাইড এভিনিউতে বাসা ভাড়া

অক্টোবর থেকে হিলসাইড এভিনিউতে কারওয়ান সংলগ্ন সাবওয়ের সঙ্গে নতুন রেনোভেশন করা ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৯২৯-৪৫০-১৭৮৬ অথবা ৯১৭-২৮৫-৫৩৭০ অথবা ৩৪৭-৭২০-৬৭২৮
সে-১৪/২১

একবেড রুমের বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্ট এর নর্দান ব্লুবার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে দুই তলায় একটি এক বেডরুম এর বাসা দেওয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বেসমেন্ট ভাড়া

নিরিবিলি পরিবেশে কুইন্স ভিলেজে ১১১-১৫, ২০১২ স্ট্রীট, কিউ-২, কিউ-৮৩ বাস এর অতি সন্নিকটে প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন শিক্ষার্থী অগ্রন্য।
যাগাযোগঃ ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯।
অ-২৬/২

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে পিতামাতার সাথে বসবাসকারী আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়স যোগ্য পাত্র চাই। পাত্রী কিউনি থেকে ব্যাচেলর (বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার) এবং পেন ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স ডিগ্রিধারী (বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার)। বর্তমানে কর্মরত।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৯১-৪৬৯৬ (সেল) অথবা ৭১৮-৯৩১-২৫০৯ (বাসা)।
e-mail: moondhs@gmail.com
সে-১৪/২১/২৮/অ-৫

হাউজ কিপিং জব

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, **বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট**)। **ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯**

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন

ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: **201-839-7579**
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

বাসা ভাড়া

বাংলাদেশী অধ্যুষিত এস্টোরিয়ায় (৩৩-০৯, ৩১ এভিনিউ এবং ৩০-৫২, ৩৪ ষ্ট্রীট) এর দুটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১বেড রুম (ভাড়া: ১৭০০ ডলার), দুই বেড রুম (ভাড়া: ২২০০ ডলার) এর বেশ কয়েকটি এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: হাবিব রহমান
লাইসেন্সড রিয়েল এস্টেট সেলস পার্সন
পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটি
ফোন: ৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯ (সেল)
৭১৮-৫১৪-৯০৩০ (অফিস)

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

আবশ্যক

কুইন্স কাউন্টিতে অবস্থিত একটি মসজিদে সৎ ও যোগ্য স্বেচ্ছাসেবী (ভলান্টিয়ার) প্রয়োজন। মার্জিত, ধর্মভীরু, শিক্ষিত এবং উদার প্রকৃতির মুসলমান ভাইবোনদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। আপনাদের কিছুটা সময় ও সার্বিক সহযোগিতা মসজিদটির অস্তিত্ব রক্ষা করবে। সত্বর যোগাযোগ করুন:

(৬৪৬) ৬৮৪-৮৭৬২

(৯১৭) ৭২২-১৪০৫

কানাডার টরন্টো ও পিল অঞ্চলে আজ

(শেষের পাতার পর)

থেকে লকডাউনের ঘোষণা দিয়েছে সরকার। লকডাউনে জিমনেসিয়াম ও ব্যক্তিগত পরিষেবাসহ জরুরি নয়, এমন সব ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ থাকবে এবং লকডাউনের আওতায় হটস্পট এলাকাগুলোতে হোটেল-রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়া যাবে না।

কানাডায় করোনা মহামারীর দ্বিতীয় পর্যায়ে আক্রান্তের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। বিভিন্ন প্রদেশে ক্রমবর্ধমানহারে করোনাভাইরাস বেড়ে যাওয়ায় জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। কানাডার প্রধান চার প্রদেশ অন্টারিও, ব্রিটিশ কলম্বিয়া, আলবার্টা এবং কুইবেকে উদ্বেগজনকভাবে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। আর করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে হাসপাতাল, নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে ব্যাপকহারে চাপ পড়েছে।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো কানাডিয়ানদের সতর্ক করে বলেছেন- সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি না মানলে সামনে কঠিন সময় অপেক্ষা করছে। শুক্রবার রিডাউ কটেজে তার বাড়ির বাইরে সংবাদ সম্মেলনে ট্রুডো কানাডিয়ানদের বাড়িতে থাকতে এবং স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার আহ্বান জানান।

কানাডায় এ পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লাখ ২৫ হাজার ৭১১ জন, মৃত্যুবরণ করেছেন ১১ হাজার ৪০৬ এবং সুস্থ হয়েছেন ২ লাখ ৬০ হাজার ৩৯৮ জন।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী

(শেষের পাতার পর)

পিরোজপুর জেলার জাহাঙ্গীর আজিজি। বডি বিল্ডিংয়ে এবং স্পোর্টস মডেলে একটি করে স্বর্ণ পদক লাভ করেন তিনি।

সম্প্রতি এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ল্যাস ভেগাসের গোল্ডেন নাগেটস ক্যাসিনোতে।গ্যান্ড মাস্টার ক্যাটাগরিতে পঞ্চাশোর্ধ বয়সীদের ইভেন্টে অংশ নিয়ে দুটি স্বর্ণ পদক ছিনিয়ে আনেন জাহাঙ্গীর আজিজি।

১৯৮৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যান পিরোজপুর জেলার কাউখালী উপজেলার ২নং ওয়ার্ডের আসপদ্দী গ্রামের মো. শাহজাহান আলীর বড় পুত্র জাহাঙ্গীর আজিজি। দীর্ঘদিন তিনি নিউ ইয়র্কে বসবাসের পর ২০০৩ সালে পেনসিলভেনিয়ার আপার ডারভিতে বসবাস শুরু করেন।২০১৯ সালে স্পোর্টস মডেল প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেও এ বছর তিনি প্রথম হয়ে স্বর্ণ পদক পান। গত বছর বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান পেলেও এ বছর প্রথম হয়ে স্বর্ণ পদক লাভ করেন।

আমেরিকার নাগরিক হয়েও জাহাঙ্গীর আজিজি ন্যাচারাল অলিম্পিয়ায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে অংশ নেন এবং দুটি ইভেন্টে স্বর্ণ পদক জয়লাভ করেন।

জাহাঙ্গীর আজিজি পূর্বেও বাংলাদেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছেন। বাংলাদেশ সাফ গেমস এ তিনি ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে স্বর্ণ পদক লাভ করেছিলেন।এ ছাড়াও তিনি ১৯৮৯ সালে মিস্টার বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় মিস্টার বাংলাদেশ খেতাব অর্জন করেছিলেন।

বাংলাদেশে ১৫ দিনে ১.২২ বিলিয়ন

(শেষের পাতার পর)

আসেনি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশে চলতি অর্থবছরের এই মাসের প্রথম ১৫ দিনে প্রায় ১.২২ বিলিয়ন ইউএস ডলার এসেছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০১৯-২০ অর্থবছরের একই সময়ে দেশে ০.৯১ বিলিয়ন ইউএস ডলার এসেছিল। রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতিকে সচল রেখেছে উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল সাম্প্রতিক এই রেমিট্যান্স প্রবাহের জন্য দেশবাসীর পক্ষ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, 'এই সময়ে আমাদের রেমিট্যান্স যোদ্ধারা দেশে অর্থ পাঠিয়ে আমাদের অর্থনীতিকে সচল রাখতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে সরকার প্রবাসী বাংলাদেশীদের উৎসাহিত করতে বিদেশ থেকে বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠালে ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনা দেয়ার ঘোষণা দেয়। এর পরই রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়তে শুরু করে।'

মন্ত্রী বলেন, রেমিট্যান্স বাড়তে শুরু করলে অনেকেই বলতে শুরু করলেন যে এগুলো ঠিক নয়, এমনটা থাকবে না, এটা টেকসই নয়। মুস্তফা কামাল বলেন, যখন দেশে অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে রেমিট্যান্স আসতে শুরু করল, তখন তাদের অনেকেই বিভিন্ন মন্তব্য করতে শুরু করল যে শ্রমিকরা তাদের ব্যবসা গুটিয়ে বা চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে আসছে।

তিনি বলেন, তাদের সাথে তাল মিলিয়ে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থাও বলতে শুরু করে যে, এই রেমিট্যান্স প্রবাহ ঠিক নয়, এটা টেকসই হবে না। কিন্তু, তাদের সকল পূর্বাভাস ভুল প্রমাণ করে ওই ঘোষণার পর থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েই চলেছে। এতে আরো একবার প্রমাণিত হল যে আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বাড়ী ক্রয়ে ৩০

(শেষের পাতার পর)

মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। কিন্তু আপনি যখন বাড়ি ক্রয় করবেন তখন এই মর্টগেজ আপনার জন্য কি সঠিক অপশন? প্রতিটি মর্টগেজ ঋণের ক্ষেত্রেই হোক সে ১০, ১৫ বা ৩০ বছরের জন্য। সবগুলোতেই যেমন কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, সেই সাথে কিছু ভালো দিকও আছে। তবে এগুলোর মধ্যে আপনার জন্য কোনটি সেরা হবে সেটা নির্ভর করে আপনার পরিস্থিতির ওপর। সাধারণত যে মর্টগেজ ঋণগুলো কম সময়ের জন্য যেমন ১০ বা ১৫ বছরের জন্য সেগুলোর ইন্টারেস্ট রেইট তুলনামূলকভাবে ২০ বা ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণের ইন্টারেস্ট রেইট থেকে কিছুটা কম। সেই সাথে আপনি যদি ডলার মূল্য সবকিছু বিবেচনা করেন তবে ১৫ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনাকে যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতে হবে তা হবে ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনি যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতেন তার অর্ধেক মাত্র।

Room for Rent

An empty beautiful furnished room with 59" tv mounted on the wall, dresser with mirror, wooden Almirah - including gas & electricity for rent as of 1st October/20; beginning, middle or end of the coming month; it's on second floor of a private three floor building on the Steinway Street in between 28-25th Avenue, right in front of Fatima Pediatric Medical Care & almost next to the Dominos Pizza. Monthly rent is **$800/00** with one month's advance security money — NO NEGOTIATIONS. If interested — Please call :

516-603-5223 or on land phone: **718-545-0706**

ask for ***Khokan, Anwaruddin.***

"House For Sale, As-is"

ON CLOSE BITS

39 Ashley St. Buffalo, NY 14212

6 Rooms, 3 Bath Rooms, Kitchen, New Re-Roof. Water, Gas & Electric is Available. **Duplex House.**

Need : **716-544-3646**

TASLIMA MARRIAGE MEDIA

বিয়ের জন্য বাংলাদেশী বা প্রবাসী সিটিজেন পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন?

কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের সিটিজেন পাত্র-পাত্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার, ডক্টরেট, বিসিএস ক্যাডার, ডিফেন্স কর্মকর্তা, মাল্টিন্যশনাল কোম্পানীর কর্মকর্তা, প্রফেসর, ফার্মাসিস্ট, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সহ অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও ১নং ম্যারেজ মিডিয়া।



তাসলিমা ম্যারেজ মিডিয়া

হেড অফিসঃ উত্তরা বিএনএস সেন্টার, রুম- ৯২৩, সেক্টর- ৭, ঢাকা

কর্পোরেট অফিসঃ বাসা নং- ৫৯, হুদা এপার্টমেন্ট, ৪র্থ তলা, রোড নং- ৪, ব্লক- সি, বনানী, ঢাকা

ব্রাঞ্চ অফিসঃ 9 Crescent Pl East York ON M4C 5L8 Toronto

মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপঃ ০১৯৭২০০৬৬৯৪ ০১৭৮২০০৬৬১৫

ই-মেইলঃ taslimamedia@gmail.com

ওয়েবঃ www.taslimamarriagemedia.com

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, সিটিজব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সিড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।

সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই

646-637-7590

E-mail: khanma663@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত

কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক

ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮

13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

MAHFUZ HASAN

Web Application Developer

যে কোন ধরনের ওয়েবসাইড তৈরির জন্য যোগাযোগ করুন

I will create high quality web application for you

Do you want to make a dynamic responsive, user friendly and fast web application to attract your clients?

Feel Free to Contact

sdmahfuz@gmail.com

+880 1770 472 939



MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.

Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Being home never felt better

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

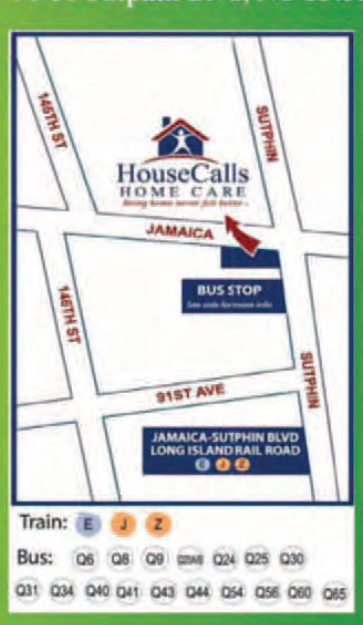
Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



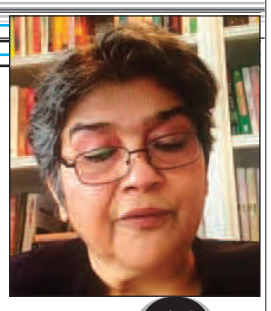
Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

গভীর সমুদ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আহ্বান জানালো বাংলাদেশ



নিউইয়র্ক: 'সুনীল অর্থনীতি থেকে উদ্ভূত সম্ভাবনার পূর্ণ সুফল ঘরে তুলতে আমাদের প্রয়োজন সমুদ্র সম্পদে বিশেষ করে জাতীয় সমুদ্র সীমানার বাইরে এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্র-তলদেশ কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ন্যায়সঙ্গত অংশীদারিত্ব'। মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক সমুদ্র-তলদেশ কর্তৃপক্ষ প্রণীত সমুদ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার খসড়া কর্ম-পরিকল্পনার উপর আয়োজিত উচ্চ-পর্যায়ের এক ভার্চুয়াল সভায় প্রদত্ত বক্তব্যে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘের সমুদ্র বিজ্ঞান দশক-কে এগিয়ে নিতে এই কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী

টাকা পাচারকারীদের মধ্যে সরকারি কর্মচারীই বেশি

ঢাকা ডেস্ক: পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন জানিয়েছেন, রাজনীতিবিদরা নয়, বিদেশে বেশি অর্থ পাচারীদের মধ্যে সরকারি কর্মচারীরাই বেশি। বুধবার (১৮ নভেম্বর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গোপনে কানাডার টরোন্টোতে অবস্থিত বাংলাদেশীদের বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হয়েছে। আমার ধারণা ছিল রাজনীতিবিদদের সংখ্যাই বেশি হবে। কিন্তু যে তথ্য পেয়েছি তাতে অবাক হয়েছি। সংখ্যার দিক থেকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বাড়িঘর সেখানে বেশি আছে এবং তাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে থাকে। যদিও এটি সামগ্রিক তথ্য নয়।

তিনি বলেন, বিদেশে টাকা পাচার করছে এমন অনেক লোক আছে এবং অনেকে তাদের ছেলেমেয়ে বিদেশে রাখছে। আমার কাছে ২৮টি কেস এসেছে এবং এর মধ্যে রাজনীতিবিদ হলেন চার জন। এছাড়া কিছু আছেন তৈরি পোশাকশিল্পের ব্যবসায়ী। আমরা আরো তথ্য সংগ্রহ করছি।

ড. মোমেন বলেন, শুধু কানাডা নয়, মালয়েশিয়াতেও একই অবস্থা। তবে তথ্য পাওয়া খুব কঠিন। বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে তথ্য বের হয়, হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হচ্ছে, আসলে সংখ্যাটি তত নয়। অর্থ পাচার হওয়ার জন্য বিদেশি সরকারও কিছুটা দায়ী উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, যেমন-সুইজারল্যান্ডে কে ব্যাংকে টাকা রাখল, সেই তথ্য আমাদের দেওয়া হয় না। তারা স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার কথা বলে, কিন্তু যদি বলি কার কার টাকা আছে, সেই তথ্য দাও, তখন তারা দেয় না। এটি একটি 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড'। মন্ত্রী বলেন, বিদেশে যদি কেউ বৈধভাবে টাকা নেয়, তাহলে কোনো আপত্তি নেই। তবে অবৈধভাবে পাচার করলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিট দ্য প্রেসে রোহিঙ্গা সংকটসহ বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। ফিরিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার করে, কিন্তু বাস্তবে নিচ্ছে না। মিয়ানমারের কোনো দায়িত্ববোধ নেই। বড় দেশগুলো চাপ দিলে হয়তো তারা রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিত। রাশিয়া ও চীন মূলত এ বিষয়টি নিয়ে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি চায় না। তারা বলে, এটা তোমরা নিজেরা সমাধান করে নাও। তবে আমরা আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।



তিনি বলেন, নিরাপত্তার জন্যই রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে নিয়ে যেতে চাই। কিন্তু আন্তর্জাতিক এনজিও বাধা দিচ্ছে। তাদের প্ররোচনা দিচ্ছে। তবে আমরা রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে নিয়ে যেতে আমাদের অবস্থানে অটুট রয়েছি।

এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী মোমেন বলেন, বঙ্গবন্ধুর পাঁচ জন খুনি এখনো পালিয়ে আছে। দুই জন খুনির অবস্থান জানি। একজন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে। আরেক জন কানাডায়। ইতিমধ্যে আমরা কানাডায় আইনজীবী নিয়োগ করেছি। এখনো সুরাহা হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত খুনিকে ফেরাতে আশ্বাস পেয়েছি। আমেরিকান অ্যাটর্নি জেনারেলকে সব তথ্য পাঠিয়েছি, তারা একটা সিদ্ধান্ত দেবে।

পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি আট বাংলাদেশীকে ফেরত আনতে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তাদের দেশে আনতে টাকা পাঠিয়েছি। তারা ওমান থেকে পাকিস্তানে ঢোকে। তিন মাস জেলও দিয়েছিল পাকিস্তান সরকার। সেটা শেষ হয়েছে। পাকিস্তানে সরাসরি ফ্লাইট নেই, এখন তারা ওমানে যাবে। তারপর ওমান থেকে ফ্লাইটে দেশে আসবে।

করোনা মহামারির কারণে কতজন প্রবাসী দেশে ফেরত এসেছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই সময়ে ১ লাখ ৬০ হাজার প্রবাসী দেশে এসেছেন। অধিকাংশ এসেছেন সৌদি আরব থেকে। তিনি বলেন, প্রবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭০০ কোটি দিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে। যাতে প্রবাসীরা দেশে ব্যবসা করে। এছাড়া আমরা দেশ থেকে ৭০ কোটি টাকা নগদ দিয়েছি বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের সহায়তার জন্য।

ভারতের সঙ্গে তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি বিষয়ে তিনি বলেন, তিস্তা নিয়ে হঠাৎ করে কোনো চমক বা ম্যাজিক থাকবে না। তবে তিস্তা চুক্তির বিষয়টি মোটামুটি প্রস্তুত হয়ে আছে। ভারত সরকার কখনো বলেনি যে, এটি তারা সই করবে না। তারা বলছে, তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে সই করতে পারছে না। এটি ঐ পর্যায়ে আছে। নতুন কোনো অগ্রগতি হয়নি। নদী বিষয়ে একটি টেকনিক্যাল কমিটি আগামী মাসে ভারতে যাবে এবং আলাপ করবে। আরো সাতটি নদীর বিষয়ে একটি কাঠামো নিয়ে আলোচনা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠকের বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ১৭ ডিসেম্বর এই বৈঠক হতে পারে। এখনো তারিখ ঠিক হয়নি। আমাদের পররাষ্ট্রসচিব ভারতে যাবেন আগামী মাসে। তখন তারিখ ঠিক হবে। তিনি বলেন, এই বৈঠকের উদ্দেশ্য প্রধানত আমাদের সম্পর্ককে চাঙ্গা করা।

আমেরিকান নির্বাচনে জো বাইডেনের বিজয়কে বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ বলে মনে করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সরকারকে আমরা অভিনন্দন জানাই। জো বাইডেন একজন পরিপক্ব রাজনীতিবিদ। এখন হঠাত্ করে অশান্তি সৃষ্টি হবে বলে মনে হয় না বা চমক সৃষ্টি হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সরকারের জলবায়ু ইস্যুসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

মানবাধিকার বিষয়ে নতুন আমেরিকান সরকার আরো তৎপর হবে জানিয়ে তিনি বলেন, মিয়ানমারে মানবাধিকার খুব বেশি ব্যাহত হয়েছে, আমাদের ধারণা নতুন সরকার এ বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে। ট্রাম্প সরকার রোহিঙ্গা বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়েছে। তবে রাজনৈতিক চাপ যেটুকু দরকার ছিল, সেটি আমরা পাইনি।

ডিআরইউর সভাপতি রফিকুল ইসলাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ চৌধুরী। (দৈনিক ইত্তেফাক)

গড়ে তুলেছেন গাড়ি-বাড়ি-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

কানাডায় রাজার হালে পি কে হালদার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রশান্ত কুমার হালদার। পি কে হালদার নামেই পরিচিত সর্বত্র। এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড ও রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক। দেশে অর্থ কেলেঙ্কারির সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি। লিজিং কোম্পানির নামে হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট করে কানাডায় পালিয়ে যান তিনি। বাংলাদেশ থেকে ১০ হাজার ২০০ কোটি টাকা পাচার করে কানাডার টরন্টোতে বিলাসী জীবনযাপন করছেন। সেখানে তিনি পাচার করা অর্থে বাড়ি, গাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন। ওই দেশ থেকে তিনি মাঝে মধ্যে দুবাই ও ভারতে আসেন। এখন তিনি কানাডায় অবস্থান করছেন। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর প্রাথমিক অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে এসব তথ্য। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুসহ সিন্ডিকেটের সহায়তায় কয়েকটি লিজিং কোম্পানির এ টাকা সরিয়ে পি কে হালদার দেশ থেকে পালিয়ে যান। একটি সূত্র জানিয়েছে, কানাডার টরন্টোতে তিনি মার্কেটও গড়ে তুলেছেন।

জানা গেছে, পি কে হালদার ও তার ভাই প্রিতিশ কুমার হালদার মিলে ভারতে হাল ট্রিপ টেকনোলজি নামে একটি কোম্পানি খোলেন ২০১৮ সালে। কলকাতার মহাজাতি সদনে তাদের কার্যালয়। কানাডা সরকারের অনলাইনে দেয়া তথ্য মতে, কানাডায় পি অ্যান্ড এল হাল হোল্ডিং ইনক নামে কোম্পানি খোলা হয় ২০১৪ সালে। যার পরিচালক পি কে হালদার, তার ভাই প্রিতিশ কুমার হালদার ও তার স্ত্রী সুস্মিতা সাহা। কোম্পানিটির কার্যালয় ও বাসা কানাডার টরন্টোর ডিনক্রেস্ট সড়কের ১৬ নম্বর বাসাটিতে। গুগল ম্যাপ ও



টরন্টোর স্থানীয় প্রবাসীদের সহযোগিতায় বাড়িটির খোঁজ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, কানাডায় কয়েক বাংলাদেশী মিলে যৌথভাবে আবাসন খাতের প্রতিষ্ঠান রুনা করপোরেশনে বিনিয়োগ করেন পিকে হালদার।

রুনা করপোরেশনের নিবন্ধন তথ্য মতে, ২০১৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ২০১৯ সালের ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। টরন্টোর তার নিজস্ব কোম্পানি পি অ্যান্ড এল হাল হোল্ডিং ইনক এবং যৌথ অংশীদারের প্রতিষ্ঠান রুনা করপোরেশনে প্রশান্ত বড় অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করেন। রুনা করপোরেশন কানাডায় বড় বড় আবাসিক ও বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণের জন্য পরিচিত। তাদের নির্মিত বিপুলসংখ্যক স্থাপনা রয়েছে কানাডার বিভিন্ন শহরে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় কানাডা প্রবাসীরা। কানাডার একজন প্রবাসী নাম না প্রকাশ করার শর্তে বলেন, এখানে পি কে হালদারের প্রভাব রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন কমিউনিটিতে সাহায্য সহযোগিতা করেন। তবে এ কয়েকদিন তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না বলে তিনি জানান।

লুট করা প্রতিষ্ঠান ধুঁকছে অর্থভাবে: একটি কম্পিউটার ব্যবহার করে কাগুজে প্রতিষ্ঠান বানিয়ে পিকে হালদারের সিন্ডিকেট পিপলস লিজিং থেকে লুট করে ৩ হাজার কোটি টাকা। রিলায়েন্স ও এএএস ফাইন্যান্স থেকে ৪ হাজার ৭০০ কোটি এবং ইন্টারন্যাশনাল লিজিং থেকে আড়াই হাজার কোটি টাকা। লুট করা টাকা সিঙ্গাপুর, ভারত ও কানাডায় পাচার করেছেন। অথচ তার প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকগুরা টাকার জন্য ধর্ণা দিচ্ছেন নানান জায়গায়। কোনো কূলকিনারা পাচ্ছেন না ভুক্তভোগীরা। লুট করা প্রতিষ্ঠানগুলো ধুঁকছে অর্থের অভাবে। অনেকটা বন্ধই হয়ে গেছে পিপলস লিজিং-এর মতো বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অথচ গ্রাহকের টাকা পরিশোধ না করেই, গত বছরের ১৪ জুলাই কার্যক্রম স্থগিত করে পিপলস লিজিং। কেবল পিপলস ও ইন্টারন্যাশনাল লিজিং নয়, টাকা লুট করে অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পথে বসিয়ে পালিয়েছেন তিনি। রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেডের এএমডি তাহের আহমেদ বলেন, যে পরিমাণ টাকা ডিমান্ড ছিল সেখান থেকে ১০/২০ ভাগ টাকা পরিশোধ করতে পেরেছি। বুঝেনই তো কেমন ক্রাইসিস যাচ্ছে। এই ক্রাইসিস থেকে ওঠতে আমরা চেষ্টা করছি। আমরা শতভাগ টাকা (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited Approved Travel Agent
AUTHORIZED e-file PROVIDER
২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টোর শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

কানাডায় রাজার হালে পি কে হালদার

(৪৬ পাতার পর)

পরিশোধের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছি।

এদিকে, শুধু ব্যাংকের টাকা লুটপাটই নয় অভিনব কায়দায় সরকারি সম্পত্তি নিজের নামে লিখে নিয়েছেন তিনি। ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে জাল দলিলে রেজিস্ট্রেশন করে নেয়া হয় সাড়ে চার একরেরও বেশি জমি। ১২০ কোটি টাকা মূল্যের এ জমি দখলে সহযোগীর ভূমিকায় ছিল স্থানীয় কয়েকজন দখলবাজ। জানা গেছে, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ এলাকায় তিনি এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন। রূপগঞ্জের ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশেই সাওঘাট ঈদগাহ ময়দান। পাশেই মসজিদ মাদ্রাসা ও কবরস্থান। এর সঙ্গেই মহাসড়ক বরাবর লম্বালম্বি বিশাল এলাকাটি সরকারি খাস জমি জানতো এলাকাবাসী। যার লিজ বরাদ্দ ছিল মসজিদের নামে। র্যাবের অনুসন্ধানেও সরকারি সম্পত্তি আত্মসাতের প্রমাণ মেলে। হঠাৎই আধুরিয়া মৌজার সরকারি 'ক' তফসিলভুক্ত ৪ একর ৬৭ শতাংশ জমির মালিক হিসেবে উঠে আসে আলোচিত পি কে হালদারের নাম। দুদক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, লিজিং প্রতিষ্ঠানগুলো জামানতবিহীন, কাগুজে জামানত ও নামমাত্র স্থাবর জামানতের বিপরীতে এসব ঋণ বিতরণ করায় তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

পিকে হালদার কবে ফিরবেন কেউ জানে না: গত ২৫ অক্টোবর দেশে ফেরার কথা থাকলেও অসুস্থতার অজুহাতে তিনি দেশে ফিরেননি। তবে তিনি কবে ফিরবেন এই খবর কারো জানা নেই। এই বিষয়ে পি কে হালদারের আইনজীবী মাহফুজুর রহমান লিমন বলেন, আমিও জানি না, তিনি কবে দেশে ফিরবেন। তিনি কোথায় আছেন জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, শেষ বার যখন দেশে আসার কথা ছিল, তখন তিনি দুবাই অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকেই তিনি বাংলাদেশের টিকিট কেটেছিলেন। এর বাইরে আমি কিছু জানি না। আমার সঙ্গে তার কোনো ধরনের যোগাযোগ নেই। আমি লিজিং কোম্পানিটির আইনজীবী। তিনি দেশে ফিরলে তাদেরকে তখন জানানো হবে। পরে আমাকে জানানো হলে, আমি কোর্টকে জানাবো। এদিকে তার প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করা হলে একজন বলেন, তিনি কোথায় থাকেন সেটা আমরাও জানি না। আমরা চাইলেও যোগাযোগ করতে পারি না। তার ইচ্ছে হলে তিনি যোগাযোগ করেন। কবে দেশে আসবেন সেটাও আমরা জানি না। যদিও এর আগে অর্থপাচারের মামলার মুখে নিরাপত্তা চেয়ে আদালতের হেফাজতে দেশে ফেরার ইচ্ছা পোষণ করলেও এখন তিনি আসবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

অ্যাটর্নি জেনারেল এএম আমিন উদ্দিন বলেন, আইএলএফএসএলের আইনজীবী মাহফুজুর রহমান মিলন জানিয়েছেন, পি কে হালদার আসবেন না। দুদক এবং অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়কে একটি মেইল করেছেন আইনজীবী মিলন। ই-মেইলে তিনি জানিয়েছেন, পি কে হালদার না কি কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন। তবে আদালতের আদেশের পর দেশে না ফেরার সিদ্ধান্ত জানিয়ে আদালতকে তার চিঠি ঔদ্ধত্যপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

দুদক আইনজীবী খুরশিদ আলম খান বলেন, চিঠির ভাষা আদালত অবমাননাকর। তার এমন আচরণ আদালত অবমাননার শামিল। তিনি বলেন, পি কে হালদার বলেছেন তিনি তার সুবিধামতো সময়ে আসবেন। আবার দাবি করেছেন তিনি আদালতের আদেশ পাননি। তিনি তো একজন পলাতক আসামি। তার তো এতকিছু পাওয়ার সুযোগ নেই। তিনি তো এখন তার ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। আমাদের করা মামলাটা যখনই আদালতে উঠবে তখন আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, সে ইচ্ছাকৃতভাবে দেশে আসে নাই এবং কোর্টের অর্ডারটা ইচ্ছাকৃতভাবে ডিনাই করেছে। আমরা আদালতকে অনুরোধ করবো যেনো তাকে ইন্টারপোলের মাধ্যমে গ্রেপ্তার করে দেশে নিয়ে আসা হয়। জানা গেছে, এর আগে দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান শেষে তিনি দেশে ফিরতে চান এবং এজন্য তার নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং একটি আবেদন জানায়। আবেদনে বলা হয়, পি কে হালদার দেশে ফিরতে চান। এজন্য তিনি নিরাপত্তা চান। বিনিয়োগকারীদের অর্থ পরিশোধ করতেই তার এ উদ্যোগ বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়। এদিকে তিনি দেশে ফেরামাত্র তাকে গ্রেপ্তারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পুলিশ মহাপরিদর্শককে (আইজিপি) নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট।

পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা জটিল প্রক্রিয়া: সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মিউচ্যুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিসট্যান্স আইন ২০১২ অনুযায়ী, কানাডাসহ পৃথিবীর ১৩২টি দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা যায়। দুদকের আইনজীবী গণমাধ্যমে বলছেন, পি কে হালদারের টাকাও ফেরত আনার উদ্যোগ নেয়া হবে। আর আদালতে আবেদন করা হবে যাতে তাকে ইন্টারপোলের মাধ্যমে ফেরত আনা যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর ইব্রাহিম খালেদ বলেন, পাচারকৃত টাকা ফেরত আনা খুবই কষ্টকর। এবং দেশে পাচারকৃত টাকা ফেরত আনার নজির নাই বললেই চলে। শুধু কোকোর টাকা দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এটা শুধু একটি উদাহরণ। বলবো না একেবারেই আনা যাবে না। অ্যাম্বাসিগুলোকে ব্যবহার করে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

এদিকে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনা খুব কঠিনপ্রক্রিয়া। অর্থপাচারের ব্যাপারে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রয়োজন হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেশের আদালতে রাষ্ট্রপক্ষকে মামলা করতে হবে। স্থানীয় আদালতে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার পক্ষে রায় দিতে হবে। আদালতের এ রায়ের কপি অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস থেকে যে দেশে অর্থপাচার করা হয়েছে ওই দেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসকে অবহিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস অর্থ ফেরত দেয়া যায় কি না তা নিয়ে ওই দেশের আদালতে মামলা করবে। সংশ্লিষ্ট দেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত দেয়ার ব্যাপারে আইনি জটিলতা রয়েছে কি না তা যাচাই-বাছাই করবে। পাচারকৃত অর্থ ফেরত দেয়ার ব্যাপারে আইনি জটিলতা না থাকলে সংশ্লিষ্ট দেশের আদালত থেকে পাচারকৃত অর্থ ফেরত দেয়ার বিষয়ে রায় প্রদান করবে। এর পরেই কেবল পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু হবে। এই প্রক্রিয়ায় টাকা ফেরত আনতে ১০/২০ বছরও লেগে যেতে পারে। আরেকদিকে মামলা করা ছাড়াও পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা যায়, যদি সংশ্লিষ্ট দেশের আইনি কোনো জটিলতা না থাকে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশকে আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন সংস্থা এগমন্ড গ্রুপের সদস্য হতে হবে। যদিও বাংলাদেশ এই গ্রুপের সদস্য। সবমিলিয়ে পি কে হালদারের অর্থ দেশ ফিরিয়ে আনার পথটি মোটেও সহজ না বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA

করোনা থেকে সুরক্ষিত রাখতে নিউইয়র্কে ফ্রি প্রাইভেট হোটেল

বিশেষ প্রতিনিধি: মহামারী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়ায় নিউইয়র্ক সিটিবাসীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে বিনামূল্যে প্রাইভেট হোটেলে নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করেছে সিটির স্বাস্থ্য বিভাগ। কভিড-১৯ থেকে নিজেকে ও অন্যদেরকে সুরক্ষিত রাখতেই এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সংশ্লিস্ট সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, নিউইয়র্কে সিটিতে যদি কেউ কভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন অথবা পরীক্ষায় পজিটিভ (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)



প্যাটারসন সিটিতে শাহীন খালিক জয়ী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের প্যাটারসন সিটির ২নং ওয়ার্ডের বিশেষ (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

হেলাল উদ্দীন রানার কলাম



এলোমেলো ভাবনা

হ্যাঁলো, কেমোন আছো ? -আলহামদুলিল্লাহ। তা তোমার খবর কি? ভালোই বলতে পারো। (বাকি অংশ ৪১ পাতায়

করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি : নিউইয়র্ক সিটির স্কুল আবার বন্ধ

বেবী নাজনীন ও নার্গিস আহমেদ করোনায় আক্রান্ত : রিজিয়া পারভিন ঠান্ডা-জ্বরে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মহামারী করোনাভাইরাসের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় নিউইয়র্ক সিটির স্কুল আবার বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সিটি মেয়র বিল ডি ব্লাজিও গত ১৮ নভেম্বর বুধবার দ্বিতীয় দফায় স্কুল বন্ধ ঘোষণার কথা জানান। ইতিপূর্বে স্কুল বন্ধ (বাকি অংশ ১৫ পাতায়)









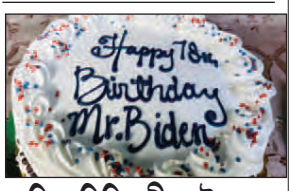
বুকে পেসমেকার স্থাপন বাসায় ফিরেছেন আজমল হোসেন কুনু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

আল্লাহর নৈকট্য লাভের যত মাধ্যম

মাহমুদ আহমদ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে বলেন, 'সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে শুরু করে রাতের আধার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত নামাজ কায়েম কর আর প্রভাতে কোরআন পড়াকে (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)



খলিল বিরিয়ানী হাউসের উদ্যোগে জো বাইডেনের জন্মদিন পালন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রেসিডেন্ট (ইলেক্ট) জো বাইডেনের ৭৮তম জন্ম দিন পালন করেছে ব্রঙ্কসের খলিল (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

করোনায় বিপর্যস্ত অসংখ্য প্রবাসীর পরিবার

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম অংশীদার প্রবাসীরা, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দেশ গঠনে এবং দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার কারিগর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (বাকি অংশ ১৫ পাতায়)

জুলকারনাইন জায়গীরদার আর নেই



বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসী সিলেটীদের কাছে পরিচিত মুখ জুলকারনাইন জায়গীরদার আর নেই। গত ২১ নভেম্বর ভোরে পেনসেলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়ার একটি হাস-পাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

জাতীয় স্মৃতিসৌধের ম্যুরাল উদ্বোধনীতে লস এঞ্জেলেস কন্সাল জেনারেলের অপারগতা?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লস এঞ্জেলেসে লিটল বাংলাদেশ প্রজেক্টে 'জাতীয় স্মৃতিসৌধ'র ম্যুরাল উদ্বোধন করা হয়েছে ১৫ নভেম্বর। এতে লস এঞ্জেলেসের কন্সাল জেনারেলকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানালেও তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন এবং অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আর এ কারণে (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

মসজিদ আবু হোরায়রার নির্মান কাজ সম্পন্নের পথে

এমদাদ চৌধুরী দীপু: নিউইয়র্ক এর বিভিন্ন মসজিদে স্থান সংকুলান এখন বড় সংকট। বিশেষ করে শুক্রবার জুম্মার (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী জাহাঙ্গীরের ডাবল স্বর্ণ পদক জয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ল্যাস ভেগাসে অনুষ্ঠিত ন্যাচারাল অলিম্পিয়া প্রতিযোগিতায় দুটি স্বর্ণ পদক জিতেছেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

সাঈদ তারেক-এর কলাম

'বায়তুল মোকাররমের টিকেট ঘর!'



আসলে এই টিকেট ঘর বায়তুল মোকাররম মসজিদ সম্পর্কিত কিছু না। মসজিদের দক্ষিণ গেটে- এখন যেখান থেকে নারায়নগঞ্জের বাস ছাড়ে, (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

কানাডার টরন্টো ও পিল অঞ্চলে আজ থেকে লকডাউন

রাজীব আহসান, কানাডা থেকে: কানাডার টরন্টো ও পিল অঞ্চলে সোমবার (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হিলসাইড ফার্মার্স মার্কেট'র উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোতে বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যামাইকায় নতুন সুপার মার্কেটের উদ্বোধন করা হয়েছে। 'হিলসাইড (বাকি অংশ ২১ পাতায়

রিয়েল এস্টেট টিপস

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ



এম কামাল: বাড়ি ক্রেতা এবং রিফাইন্যান্সকারীদের জন্য ৩০ বছরের মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাংলাদেশে ১৫ দিনে ১.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রবাসী বাংলাদেশীরা ২০২০-২০২১ অর্থবছরের নভেম্বর মাসের প্রথম ১৫ দিনে ১.২২ বিলিয়ন ইউএস ডলারের বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছে। দেশের ইতিহাসে এর আগে কখনো মাত্র ১৫ দিনে এই পরিমাণ রেমিট্যান্স (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসে মদদদ

ফিলাডেলফিয়ার বাংলাদেশী দম্পতির দোষ স্বীকার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সিরিয়ায় গিয়ে জঙ্গি গোষ্ঠী 'আইসিস' বা 'আইএসআইএস'এ যোগ দেয়া দুই ভাইকে আর্থিক সহায়তা তথা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী কাজে মদদ দেয়ার কথা স্বীকার করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ার আপারডারবিতে বসবাসরত বাংলাদেশী দম্পতি শহিদুল (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
MassMutual
LOW COST GUARANTEE
Authorized e-file Provider
Notary Public
Jaydeb Gain
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা নিউইয়র্ক ৬৪৯+ Tax ওমরাহ
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
Kuwait Airways
BRITISH AIRWAYS
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com